বেতার জগৎ

১—১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬





পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ ইলা কুণ্ডু

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com







উপরে ঃ বামে ঃ এ বছরের ১ জানুয়ারী নয়াদিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনে দেশের সর্বস্তরের মানুষ রাষ্ট্রপতি শ্রীফকরুদ্দীন আলি আহ্‌মেদ ও বেগম আবিদাকে ইংরেজী নববর্ষের অভিনন্দন জানাতে আসেন।

ডাইনে ঃ গত ৩০শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর নয়াদিল্লী বাসভবনে দেশের কয়েকজন সুদক্ষ মহিলা কারিগর ও কারুকলা শিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ছবিতে এমন একজন শিল্পীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে দেখা যাচ্ছে।

নীচে ঃ বামে ঃ শ্রী এ, এল, ডায়াস ঃ প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এ, এল, ডায়াস বেতার ভাষণ দিচ্ছেন।



নেদারল্যাণ্ডের সমবায় উন্নয়ন মন্ত্রী **মিঃ জে, পি, প্রঙ্ক** ৭ জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন



বেতার জগৎ

৪৭ বর্ষ ৩ সংখ্যা ঃ 47th Year Vol. 3

২২ জানুয়ারী, ১৯৭৬ ঃ ২ মাঘ, ১৮৯৬ শকাব্দ

22 January 1976 2 Magha, 1896 Saka



জরুরী অবস্থা ও কুড়িদফা কর্ম্মসূচী

রমণীরঞ্জন পোদ্দার

গত বছর ১ জুলাই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে ২০-দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন, তাতে ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা নতুন গতিময়তার সূচনা হয়। এই কুড়ি-দফার মধ্যে ১০টিই প্রত্যক্ষভাবে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কিত। গত ৬।৭ মাসের মধ্যে এই শ্রেণী নূতন অর্থনৈতিক কর্মসূচীর রূপায়ণের ফলে উপকৃত হয়েছে সমধিক। ব্যাপকতর উৎসাহ ও গভীরতর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা নিয়ে দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রচেষ্টাকে দ্রুতগতিতে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়াই এই ২০-দফা কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য। বস্তুতঃ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে আবার সুদৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এটি সার্থকতম প্রচেষ্টা। এই নয়া কর্মসূচীর প্রতিটি দফাই ভারতীয় উপমহাদেশের বিশাল আয়তন এবং বিপুল লোকসংখ্যার বিরাট পশ্চাৎপটে রচিত। প্রথম দফাই ধরা যাক; বলা হয়েছে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর দাম কমাতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এই প্রথম দফাটিই ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুকে স্পর্শ করে। আমরা সকলেই দেখতে পাচ্ছি যে মূল্যমান হ্রাস পেয়েছে ও পাচ্ছে; শুধু তাই নয়, আজ মুদ্রাস্ফীতিও সম্পূর্ণভাবে রুদ্ধ।

বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রাপ্ত সংবাদ এবং প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, দেশ জুড়ে জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের কাজ ত্বরান্বিত হয়েছে। বেশ কয়েকটি রাজ্যে জমির মালিক স্বেচ্ছায় তার জমির পরিমাণ সরকারের কাছে জানিয়েছেন এবং খুব কমক্ষেত্রেই সরকারকে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। ফলে, ২,১১,৯২৪ একর জমি উদ্বৃত্ত বলে ঘোষিত হয়েছে এবং এর মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ একর জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে।

এ-কাজটি বড় সোজা নয়। আমরা সকলেই জানি যে, জমি বন্টনের সঙ্গে জড়িত রয়েছে যুগাতীত সামাজিক সংস্কার—এর অর্থনৈতিক এবং আইনগত সমস্যার বিশালত্বের কথা তো ছেড়েই দিলাম। এমনও হয়েছে যে, যে ভূমিহীনকে ভূমি দান করা হলো, সে কিন্তু সে-জমি চাষ করতে পারছে না বা সেখানে ঘর বাঁধতে পারছে না। জমি বন্টনের পরেও, সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। আর সমস্যাও একটা নয়। যাই হোক, প্রাথমিক সমস্যা সমাধানের জন্যে কয়েকটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে যেমন, গৃহ-নির্মাণের জন্যে ভরতুকী বা ক্ষুদ্র চাষীদের বিভিন্ন প্রকার সাহায্য দানের জন্যে বিভিন্ন কর্মসূচী। এ তো গেল আর্থিক সমস্যার কথা। আইনগত সমস্যাও আছে। বেশ কয়েকটি রাজ্যে দারিদ্ররা যাতে বিনা ব্যয়ে আইনের সাহায্য পেতে পারেন সে ব্যবস্থাও করে দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতির সভাপতিত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়েছিল, এবং সে কমিটি সুপারিশ করেন যে, আইনগত পরামর্শ এবং সাহায্যের জন্য পর্যায়ক্রমে প্রতি জেলার তালুক ও তহশীলে এবং বিভিন্ন নগর ও শহরাঞ্চলে কেন্দ্র গঠন করা উচিৎ। তদনুসারে কাজ এগোচ্ছে।

বর্তমান জগতে দাস-প্রথা বর্বরোচিত প্রথা। দুর্বলতর শ্রেণীর, বিশেষতঃ উপজাতিদের মধ্যে অপরিসীম দারিদ্র্য এবং অসহায়তা থেকে এই প্রথার সৃষ্টি। ২০-দফা কর্মসূচীতে প্রধানমন্ত্রী এই প্রথার অবলুপ্তির প্রতিশ্রুতি দেন। ফলতঃ ২৪ অক্টোবর, ১৯৭৫-এ রাষ্ট্রপতির এক অর্ডিন্যান্স বলে দাসপ্রথাকে বেআইনী বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং সেইদিন থেকে এই প্রথার অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি দাস-শ্রমিক দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়েছে। এই প্রথানুযায়ী যে সব সম্পত্তি বা অর্থ মহাজনের কাছে বন্ধক রয়েছে বা কোন ঋণের বিনিময়ে কাউকে উক্ত প্রথানুযায়ী বেগার খাটানো হচ্ছে, সেই সব সম্পত্তি আবার তার পূর্বতন মালিকের ওপর ন্যস্ত হল এবং ঋণও মুকুব হল। এই অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কিনা দেখবার জন্যে বিভিন্ন স্থানে কমিটি স্থাপন করা হচ্ছে।

১৯৭১-৭২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক সমীক্ষায় প্রকাশ যে ঋণের বোঝা কৃষি-শ্রমিকদের উপরই সর্বাধিক। কি করে এই অবস্থার অবসান ঘটানো যায়, তা সুপারিশ করবার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি বলেন যে পর্যায়ক্রমে এ ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটাতেই হবে যাতে অদূর ভবিষ্যতে দরিদ্র ও ক্ষুদ্র চাষী এবং গ্রামীণ শিল্পীদের কোন ঋণই বহন করতে না হয়। এ পরিকল্পনাটি গৃহীতও হয়েছে। প্রয়োজনমত গ্রামের দরিদ্র মানুষদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দান বর্তমান কর্মসূচীর অপরিহার্য অঙ্গ। এই পরিপ্রেক্ষিতে বহু রাজ্যে ঋণ পরিশোধ স্থগিত রাখা হয়েছে এবং অনেকক্ষেত্রে ঋণ মকুবও করা হয়েছে।

দুর্বলতর শ্রেণীর সাহায্যের উদ্দেশ্যেই নতুন কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণ প্রকল্প চালু হয়েছে। বর্তমান প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবার জন্যে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ আইন নতুন নতুন শিল্পক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। ফলে এ পর্যন্ত মোট ২১৬টি শিল্প এবং ১০৩ ধরনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এই আইনের আওতায় এসেছে। ১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাস নাগাদ দেশের বিভিন্ন শিল্প ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সর্বমোট ১,২০.১৫৪টি আসনের মধ্যে ১.১৫,০৬২টি আসন শিক্ষানবীশ দ্বারা পূরণ করা হয়েছে; অর্থাৎ মাত্র ছয় মাসে দেশের মোট প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার ৯৬ শতাংশের সদ্ব্যবহার করা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে, আর্থিক ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের ফলে সাধারণ নাগরিকের সাথে সাথে দুর্বলতর শ্রেণীও অরাও উপকৃত হবেন সমান ভাবে।

সাধারণ লোক, বিশেষতঃ দুর্বলতর শ্রেণীর সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যে প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক গভীর উপলব্ধি দেশের সর্বস্তরে প্রশাসনিক সংগঠনকে ২০-দফা কর্মসূচী রূপায়ণে অনুপ্রেরণা দিচ্ছে। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য ঘোচাতে এক-মন এক-প্রাণ হয়ে কাজ করবার এখনই উপযুক্ত সময়। দেশ থেকে 'গরীবী হটাও'-এর সফল কার্যকরী ব্যবস্থা এটাই। বাস্তবিকপক্ষে, জরুরী অবস্থা আমাদের মনে জাতির প্রতি কর্তব্যবোধ ও দায়িত্বশীলতার এক নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে।

॥ অন্যান্য পৃষ্ঠায় ॥

ধারাবাহিক উপন্যাস



জীবনপাত্র

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

(প্রভাসরঞ্জন)

নরেনবাবু লোকটিকে আমার পছন্দ হচ্ছিল না। লোকটা জ্যোতির্বিদ্যা জানুক আর না-ই জানুক, তার মধ্যে বেশ একটা নিরীহ ভাব আছে। আর খুব একটা ব্যবসাবুদ্ধি নেই।

আমার কোষ্ঠীর ছকটা গত পনেরো বছর ধরে আমার মুখস্থ আছে। কেউ জ্যোতিষ জানে শুনলেই সট সট করে কাগজে ছকটা এঁকে সামনে এগিয়ে দিই। বহুলোকে আমাকে বহুরকম কথা বলেছে। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক সময়ে আমি আশার আলো দেখেছি, কখনো বা নিভে গেছি। দীর্ঘদিন পর আবার একজন জ্যোতিষীর দ্বারস্থ হয়ে আমি সামান্য কিছু উত্তেজনা বোধ করছিলাম।

নরেনবাবু একটু আগে অফিস থেকে ফিরেছেন। গ্রীষ্মকাল শেষ হয়ে মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে আজকাল। বাইরে এখন মেঘের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে। ঘরে গুমোট। বাতাস থম্ ধরা। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন্-এর ভিতরদিকে গলির ধাঁধার মধ্যে একটা অদ্ভুত আলোবাতাসহীন ঘর। জানালা দরজা সবই আছে, তবু আলো বা বাতাস কিছুই আসে না। একটা হলুদে বালবের আলো বোধহয় সারাদিনই জ্বলে। বহু আদ্যিকালের একটা পাখা ঘুরছে ওপরে। তার বিষণ্ণ শব্দ হচ্ছে ঘটাং ঘটাং। দেয়ালে পোঁতা গজালের সঙ্গে তার দিয়ে বাঁধা কয়েকটা কাঠের তক্তায় বিস্তর পুরোনো পঞ্জিকা জমা হয়ে আছে, বেশ কিছু সংস্কৃত আর বাংলা জ্যোতিষের বই, কয়েকখানা ইংরেজী বইও। পুরোনো একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপরে অসম্পূর্ণ একটা কোষ্ঠীপত্র পড়ে আছে, দোয়াতদান, কলম, ডটপেন, লাল, নীল আর কালো কালির দোয়াত, চশমার খাপ, কোষ্ঠীর তুলোট কাগজ, নোট বই, চিঠি গেঁথে রাখবার জন্য কাঠের তলাওলা শিক—তাতে বিস্তর পুরোনো চিঠি। এ সবের মধ্যে নরেনবাবু বেশ মানানসই। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, গোলগাল চেহারা, চোখেমুখে একটু বেশী লেখাপড়া করলে যেমন অন্যমনস্কতার দাগ পড়ে, তেমন আছে। খুব একটা হাসেন না, তবে মুখে একটু স্মিত-ভাব। আমার কোষ্ঠীর ছক আঁকা কাগজটা দেখছিলেন বাইফোকাল চশমা দিয়ে। মাথাটা নীচু, টাকের ওপর কয়েকটা চুল পাখার হাওয়ায় ঢেউ দিচ্ছে।

একটা বছর আট নয়েকের ছেলে বুঝি টেবিল থেকে নরেনবাবুর অজান্তে একটা ডট পেন নিয়ে গিয়েছিল, সেটা ফেরৎ দিতে এসে খুব সুট করে টেবিলের ওপর পেনটা ফেলে দিয়েই দেখিনা-দেখিনা ভাব করে চলে যাচ্ছিল। নরেনবাবু গম্ভীর মুখটা তুলে বললেন—এই শোন। ছেলেটা একটু ভয়ে ভয়ে কাছে আসতেই বাঁ হাতটা দিয়ে কষিয়ে একটা চড় দিলেন গালে। বললেন—কতদিন বারণ করেছি, আমার টেবিলে জরুরী সব জিনিষ থাকে, হাত দিবি না! অ্যাঁ, কতদিন বারণ করেছি?

চড় খেয়ে ছেলেটার বোধহয় মগজ নড়ে গিয়েছিল, কথা বলতে পারল না। ভাবলার মতো কিছুক্ষণ চেয়ে হাত মুঠো করে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ভিতর দিকের দরজার কেলোকিষ্টি নোংরা পর্দাটা সরিয়ে চলে গেল। নরেনবাবু নির্বিকারভাবে আবার আমার ছক দেখতে লাগলেন। না, খুব নির্বিকারভাবে নয়, মাঝে মাঝে দেখছিলাম তিনি আড়চোখে ভিতর বাড়ির দরজাটার দিকে তাকাচ্ছেন। ওদিক থেকে কিছু একটা প্রত্যাশা করছিলেন বোধহয়। ছেলেকে চড় মারাটা বোধহয় তাঁর ভুলই হয়েছে।

ভুল যে হয়েছে সেটা বোঝা গেল কয়েক সেকেন্ড বাদেই। পর্দার ওপাশ থেকে আচমকা এক বিদেহী গলা অত্যন্ত থমথমে স্বরে বলে উঠল—ব্যাপার কি, দাসুকে মেরেছো কেন? গালে গলায় পাঁচ আঙুলের দাগ ফুটে উঠেছে!

নরেনবাবুর বাইফোকাল ঝলসে উঠল, গম্ভীর গলায় বললেন—শাসন করার দরকার ছিল, করেছি। তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে নাকি! যাও, ভিতরে যাও।

—ইঃ, শাসন! সংসারের কুটোগাছটি নাড়ো না, ছেলেপুলে কোনটা পড়ল, কোনটা কাঁদল তার হদিস জানো না, শাসনের সময় যত বাপগিরি!

বাইফোকালটা পর্দার দিকেই ফোকাস করে মন দিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন নরেনবাবু। আমি বাইরের লোক, তবু আমার সামনেই ঘটনাটা ঘটছে বলেও তিনি খুব একটা সঙ্কোচ বোধ করছেন, এমন মনে হল না। গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন—আমার টেবিলের জিনিষ তোমাদের কতদিন হাত দিতে বারণ করেছি। এর একটা কাগজপত্র হারালে কি ক্ষতি হবে তা মুখ্যুরা বোঝে না। ফের যদি কখনো কেউ হাত দেয় তো হাত ভেঙে দেবো।

—ইঃ, মুরোদ কত। গায়ে হাত দিয়ে দেখো ফের, ও সব ভন্ডামীর জিনিষ নুড়ো জ্বেলে পোড়াবো। হাবাগোবা সব লোক ধরে এনে দিনমান ধরে কুষ্ঠী না কপাল দেখে ঝুড়ি ঝুড়ি বানানো কথা বলে যাচ্ছে। জ্যোতিষ! ক'পয়সা আসে শুনি! বেশীর ভাগ লোকই তো ছোলাগাছি দেখিয়ে সরে পড়ে। কবে থেকে বলছি, মহিন্দির বুড়ো হয়ে দেশে চলে যাচ্ছে, তার কয়লার দোকানটা ধরে নাও, কানু পানু বসে আছে, তারা দেখবেখন। তা সংসারের যাতে সুসার হয় তাতে আবার কবে উনি গা করলেন! আছেন কেবল তেজ দেখাতে।

বাইফোকালটা খুব হতাশভাবে নেমে পড়ল টেবিলে। নরেনবাবু শুধু বললেন—মেয়েমানুষ যদি সব বুঝত তাহলে দুনিয়াটা অনেক সুস্থ থাকত। বোকা মেয়েছেলে নিয়ে ঘর করার মতো অভিশাপ আর হয় না, যাও, তুমি ভিতরে যাও।

—আর তুমি বুঝি বুদ্ধির পাহাী
নিয়ে বসে আছো! সংসারে মাস
ক'টা টাকা ফেলে দিয়ে অমন
ফুল বাবুগিরি করে বেড়াতে পার
খুব বুদ্ধি হল, না! বোকা মেয়েছে
বোকা বলেই তোমার মতো আহাম্ম
ঘর করতে হয়। বুদ্ধিমতী হলে
লাথি মেরে সংসার ভেঙে চলে

বাইফোকালটা আরো নত হয়ে প
নরেনবাবুর এই বিনয় দেখে
মুগ্ধ হই।

পর্দার ওপাশ থেকে বিদেহী কণ্ঠ
সরে গেল। গৃহকর্ম রয়েছে। নরেন
ছক থেকে মাথা তুলে আমাকে বল
—রবিটা নীচস্ত রয়েছে। মঙ্গ
পড়ল তৃতীয়ে। একমাত্র শনিটাই
স্বক্ষেত্রে পঞ্চমে।

বলে একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে
এ সবই আমার জানা-কথা।
নীচস্থ, শনি পঞ্চমে।

নরেনবাবু বললেন — কে
ডোবাচ্ছে। বাঁদিকের ঘরে পড়ল
বাঁদিকে কেতু ভাল নয়।

আমি হতাশা বোধ করতে থা
উনি মাথা নেড়ে বললেন—কা
মাসে জন্ম হলে বড় মুশকিল। আ
তাই। রবিটা নিচে পড়ে থাকলে
করে কি হবে!

—কিছু হবে না?

নরেনবাবু গম্ভীর মুখে বলে
এখনই সব বলা যাবে না।
নবাংশটা করে দেখি। সময় লা
আপনি বরং ও-হপ্তায় আ
ততদিনে করে রাখবো। তবে
যাত্রার একটা যোগ আছে। নবা
না করলে বোঝা যাবে না। পাঁচু
আপনার কে হন?

—খুব দূর সম্পর্কের দাদা।

নরেনবাবু গম্ভীর হয়ে বলে
অনেককাল দেখি না পাঁচুবাব
আগে খুব আসতেন। উনি অ
প্রথম দিককার ক্লায়েন্ট।

—উনিই আপনার কথা বলেছি
আমাকে। বলতে গেলে
পাঠিয়েছেন আমাকে।

নরেনবাবু মাথা নেড়ে বলে
বরাবরই উনি লোক ধরে ধরে
আসতেন আমার কাছে। ও'র
ছিল, আমি খুব বড় জ্যোতিষী হ
জ্যোতিষীর যে ধৈর্য স্থৈর্য দর
আর হিসেবের মাথা, সে সব অ
ছিলও। কিন্তু নিজের কোষ্ঠী
করে দেখেছিলাম, আমার দা
জীবনটা ভাল হবে না। হলও
পুরুষ মানুষের বৌ যদি ঠিক না
তো তার সব ভণ্ডুল হয়ে যায়।
রাস্তায় ঘাটে অতি সাধারণ
মানুষকে দেখেন তাদের মধ্যে অনে
ছক বিচার করলে দেখবেন, অনে
বড় বড় সব মানুষ হওয়ার কথা।
নেতা, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ সাহিত
বেশীর ভাগেরই হয় না কেবল
বৌয়ের জন্যই। বৌ বড় সাংঘা
জিনিষ। পাঁচুবাবুরও খুব আশা
আমার ওপর। এই সংসারের
হল না। তা পাঁচুবাবু আজকাল
আসেন না কেন?

আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলি—
আর ভবিষ্যৎ জানার কিছু

...পড়ে আছেন। মৃত্যুশয্যা। ...বাইফোকাল খুলে রেখে ...ধুতির খুঁটে মুছছেন। ...বাইফোকাল পরে নিয়ে ...ও হল। সত্তর পঁচাত্তর ...

...হাসপাতালে?

...হাসপাতাল, শ্যাম-...

...গম্ভীর হয়ে বললেন—

...বলি—যাবেন নাকি একদিন ...খুব খুশী হবেন তাহলে। ...কেউ নেই। চেনা লোক কেউ ...খুশী হন।

...উদাস হয়ে বলেন— ...সময় কোথায়!

...একটু চুপ করে থাকেন উনি। ...টেবিলের ওপর সেই অসম্পূর্ণ ...পেতে ঝুঁকে পড়ে ...—গিয়েই বা হবে কি? মরণে ...দেখতে আমার ভাল লাগে ...খারাপ হয়। অনেককাল দেখিনি ...মুখোমুখ এখন দেখে মন খারাপ ...মনে হয় না। তার চেয়ে চোখের ...যা হয় হোক। সেই ভাল। ...কি?

...কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম—বুড়ো ...নানা রোগ। ভীষণ খেতে ...সেই থেকে ডায়াবেটিস ...। এখন শোনা যাচ্ছে, ...ও দেখা দিয়েছে। বাঁচবেন না, ...এখনো বেশ হাসিখুশী আছেন। ...এই প্রথম একটু হাসলেন ...বরাবরই সদানন্দ পুরুষ ...ভাগ্যবান। মরাটা নিয়েই আমি ...কবে, কোথায়, খাবি খেতে খেতে ...পাঁচুবাবুর মতো আমি তো আর ...পুরুষ নই। একবার এই ...চৌধুরী লেন থেকে আমাকে ...নিয়ে গেলেন শোভাবাজার ...নিখুঁতি খাওয়াবেন বলে। অমন ...নাকি কোথাও হয় না। চাচার ...বহুবার মাংস খাইয়েছেন। ...শখ শৌখিনতা ছিল তাঁর, বা ...বোঝা যেত ভিতরটা সব সময়ে ...ডগমগ। প্রায়ই বলতেন, আশি ...বয়সের পর ধর্ম কর্মে মন দেব। ...বাঁচার ইচ্ছে ছিল, আবার মরতেও ...পরোয়া ছিল না। প্রায়ই কেওড়া-...নিমতলা সব ঘুরে বেড়াতেন। ...সাধুসঙ্গ করেছেন, সারা ভারতবর্ষ ...ঘুরে টাকা খরচ করতেন। সেই ...মৃত্যুশয্যায়! এ কি ভাবা ...

পাঁচুদার কথায় আমিও দুঃখিত হয়ে পড়ি। বলতে কি, কলকাতা শহরটা পাঁচুদাই আমাকে চিনিয়েছিলেন। একানন্দ মানুষ, সংসারে কারো পরোয়া ছিল না। রাইটার্স বিল্ডিংসের ল্যান্ড রেভিনিউতে ভাল চাকরি করতেন। তাঁর যৌবনে এবং প্রৌঢ়ত্বে বাজার ছিল সস্তাগন্ডা। পয়সার তাঁর ছড়াছড়ি যেত। মনে পড়ল, গতকালও পাঁচুদা একটু তেলমুড়ি খাওয়ার বায়না করে-ছিলেন। সেটা যে খাওয়া বারণ তা নয়। তাঁর স্টেজ-এ কিছুই বারণ নয় আর। যা খুশী খেতে পারেন। ডাক্তাররা অবস্থা বুঝে সব বারণ তুলে দেয়। কিন্তু পাঁচুদার তেলমুড়ি খাওয়ার পয়সা নেই এখন আর।

নরেনবাবু ফের বাইফোকালটা খুলে চোখ মুছে বললেন—নবাংশটা করে রাখবখন। কিন্তু আমি বলি কি, আপনি বরং এখন থেকেই বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা দেখুন। এক ঝলক বিচার করে যা দেখেছি, হয়ে যাবে।

একটু শিউরে উঠে বলি—বলছেন?

—বলছি।

একটা ছোটো শ্বাস ফেলে উঠে আসি।

বস্তুতঃ সদ্য সদ্য জীবনের দশ দশটা বছর নষ্ট করে আমি এই সেদিন সুইজারল্যান্ড থেকে ফিরেছি। কিন্তু সে কথা নরেনবাবুকে বলার কোনো মানে হয় না। বিদেশে যাওয়াটাই যাদের জীবনের চরম লক্ষ্য আমি তাদের দলে নই।

খুব অল্প বয়সেই আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটেছিল। ভিখিরির ছেলে অল্প বয়সেই নিজের রক্ষণাবেক্ষণ করতে শেখে। কারণ তাকে কেউ রক্ষণাবেক্ষণ করে না। লক্ষ্য করে দেখেছি, শীতে বর্ষায় কাঙাল গরীবের শিশু জল নিয়ে খেলা করে, ধুলো বালিতে গড়ায়, অখাদ্য খায়, অসম্ভব নিষ্ঠুরতায় মারপিট করে। সে সবের প্রতিরোধশক্তি ওদের মধ্যে আপনা থেকেই তৈরী হয়ে যায়। নিদারুণ অভাব ওদের চার-পাশের রুক্ষতাকে প্রেমহীন ভালবাসা-হীনভাবে গ্রহণ করতে শিখিয়ে দেয়। অল্প বয়সেই তারা তাদের পরিবেশ সম্পর্কে বিজ্ঞ হয়ে ওঠে। ধুলো-খেলা করতে করতে উঠে গিয়ে ভিক্ষের হাত পাতে, বিয়েবাড়ির ফুটপাথে রাস্তার কুকুর তাড়িয়ে খাবার খুঁটে আনে, দুধের শিশু মাকে ছেড়ে সারাদিন একা পড়ে থাকে, কাঁদে না। ঐ তাদের খেলা ও জীবন। মা-বাবা মরলে ছেলে মেয়ে কদাচিৎ কাঁদে, সন্তান মারা গেলে

(এরপর ১৪৪ পৃষ্ঠায়)

বেতারে এই পক্ষ

অনুষ্ঠান পরিচয়

১—১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

নাটক ও যাত্রা

দেবনারায়ণ গুপ্ত রচিত ও শ্রীধর ভট্টাচার্য প্রযোজিত 'গিরিশচন্দ্র' বেতারস্থ হবে এ পক্ষের প্রথম দিন দুপুর ২-৩৫ মিনিটে। সুধীর সরকার রচিত ও প্রযোজিত 'ফুসমন্তর' শুনুন ৪ ফেব্রুয়ারী, 'বিচিত্রানুষ্ঠান'-এ। ৬ ফেব্রুয়ারী, রাত ৮টায় 'আলোকিত যৌবন' রচনা—রতনকুমার ঘোষ, প্রযোজনা—অজিত মুখোপাধ্যায়। পরের দিন বিকেল ৩টায় জানকী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে 'ঝুমুরের কান্না'; বেতাররূপ—বসন্ত ভট্টাচার্য, প্রযোজনা—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। ৮ ফেব্রুয়ারী, দুপুর ২-৩৫ মিনিটে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে 'আগন্তুক' প্রযোজনা—শ্রীধর ভট্টাচার্য। সমীরণ আচার্য রচিত এবং বৈদ্যনাথ হাজরা ও সম্প্রদায় পরিবেশিত 'নতুন দিনের আলো' যাত্রাটি বেতারস্থ হবে ১১ ফেব্রুয়ারী, 'বিচিত্রানুষ্ঠান'-এ; ঐ দিন রাত ১০-৩০ মিনিটে সম্প্রচারিত হবে প্রমথনাথ বিশীর কাহিনী অবলম্বনে 'চোখে আঙুল দাদা'; বেতাররূপ—মনোজ মিত্র, প্রযোজনা—জগন্নাথ বসু। মৃত্যুঞ্জয় মাইতি রচিত 'বৃষ্টি' শুনুন ১৩ ফেব্রুয়ারী, রাত ৮টায়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর 'শাজাহান' বেতারস্থ হবে ১৪ ফেব্রুয়ারী, রাত ১০টায়; প্রযোজনা—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। শ্যামলকান্তি ঘোষাল রচিত এবং তৃপ্তি মিত্র প্রযোজিত 'রাত্রি নিশীথে' শোনা যাবে এ পক্ষের শেষ দিন দুপুর ২-৩৫ মিনিটে।

কথিকা

'দেবী সরস্বতী' বলবেন সাবিত্রী সেনগুপ্ত ৪ ফেব্রুয়ারী 'মহিলামহল'-এ। 'পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি' পর্যায়ে 'কবির লড়াই' বেতারস্থ হবে ৫ ফেব্রুয়ারী, সন্ধ্যা ৬-৩৫ মিনিটে। 'গ্রামে ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞান' বলবেন সুতপা চক্রবর্তী ৯ ফেব্রুয়ারী, 'মহিলামহল'-এ। পরের দিন 'খাদ্যগুণ' পর্যায়ে 'পেঁয়াজ ও রসুনের' সম্প্রচারিত হবে 'ছোটদের আসর'-এ। 'নারীবর্ষের সাফল্য নারীদেরই হাতে' বলবেন কবিতা সিংহ ১১ ফেব্রুয়ারী, 'মহিলামহল'-এ। 'বিশদফা কর্মসূচী' পর্যায়ে 'প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য হ্রাস' বলবেন অঞ্জলি চৌধুরী 'মহিলামহল'-এ, ১৩ ফেব্রুয়ারী ঐ দিন সন্ধ্যা ৬-৪০ মিনিটে শুনুন 'কৃষিকে আরো অর্থকরী করে তুলুন' পর্যায়ে 'গোলাজাত শস্যকে রক্ষা করে'।

অন্যান্য অনুষ্ঠান

২ ফেব্রুয়ারী, 'মহিলামহল'-এ বেতারস্থ হবে 'সোনালী স্বপ্ন' সংগীতালেখ্য, রচনা—সুনীল দত্ত, প্রযোজনা—অশোক বিশ্বাস, সংগীত পরিচালনা—অরুণ দত্ত। 'শ্রীপঞ্চমী' সংগীতালেখ্য শুনুন ৫ ফেব্রুয়ারী, সকাল ৮-৩০ মিনিটে; ঐ দিন দুপুর ২-৪০ মিনিটে রবীন্দ্রগীতিআলেখ্য 'নবীন'। পরের দিন অলকা বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত শরৎ সাহিত্যে নারী—'ষোড়শী-ভৈরবী-অলকা' রূপকানুষ্ঠান 'মহিলামহল'-এ এটিতে অংশ গ্রহণ করেছেন পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষ। বাসুদেব সিংহ রচিত 'প্রকৃতির পাঠশালায়' রূপকটি প্রচারিত হবে ৮ ফেব্রুয়ারী, 'শিশুমহল'-এ; ঐ দিন কলকাতা 'খ'-এ 'মজদুরমণ্ডলী' অনুষ্ঠানে শোনা যাবে মহম্মদ শফি খাঁ-র 'রাজি' (প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত ছোট গল্প)।

উৎসবে
বাহুল্য পরিহার

অঞ্জলি বসু

মাত্র কয়েক বছর আগের কথা। সেটা ছিল মেয়ের বিয়ে। প্রায় সহস্র লোক আমন্ত্রিত। বিরাট প্যাণ্ডেল। ঝাঁকে ঝাঁকে লোক আসছে আর আসছে। ভেতরে উপহারের অফুরন্ত ভাণ্ডার জমছে। কিন্তু তদারকের অভাবেই হোক কি আন্তরিকতার অভাবেই হোক, বহু লোক শেষ পর্যন্ত না খেয়েই ফিরে গেলেন। অপর্যাপ্ত খাদ্যসম্ভারের ঘটল অপরিসীম অপব্যয়। পরদিন আত্মীয়স্বজনদের বাড়ী বিলি করে, দরিদ্র নারায়ণকে বিতরণ করেও অনেকটাই ফেলে দিতে হোলো নর্দমায়, দুর্দান্ত গরমে যা নষ্ট হয়ে গেছে। আয়োজন সংক্ষিপ্ত হলে অপচয়ও হত না।

আর একটা ঘটনা। মায়ের শ্রাদ্ধ। এককালে পুত্রের অবস্থা ভালই ছিল। পরে তার পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু পরিবর্তন ঘটেনি অভ্যাসের। শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণের আয়োজন করা হোলো ক্ষমতার অতিরিক্ত। ফল, ঋণের বোঝা। মাতৃদায় থেকে অব্যাহতি পেতে ভদ্রলোক দেনার দায়ে জর্জরিত হলেন। মায়ের আত্মা কতটা তৃপ্ত হোলো তার খবর কে রাখে।

এক পিতা তাঁর সর্বস্ব দিয়ে একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিলেন। তিন মাসে যেতে না যেতেই মেয়েটির সখ সাধ মিটল। বিধবা হয়ে ফিরে এল বাপের বাড়ী। বাবা বললেন 'এমন জানলে শুধু শাঁখা সিঁদুর দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিতাম।', কণ্যার বৈধব্যের চেয়ে বিপুল অর্থব্যয়ের আঘাতটা তাঁর কম বাজেনি।

উৎসবে বাহুল্যের দুটো দিক আছে। যিনি উৎসবের আয়োজন করেছেন, বাহুল্য ঘটতে পারে তাঁর দিকে, আবার যাঁরা নিমন্ত্রিত হয়ে উৎসবে যোগদান করছেন বাহুল্যের প্রশ্ন দেখা দিতে পারে তাঁদের দিকেও। আয়োজনকারী যা বাড়াবাড়ি করেন সেগুলো সাধারণতঃ নিজের খুসীতেই করে থাকেন আর নিমন্ত্রিতকে অনেক সময়ই বাহুল্যের বোঝা বহন করতে হয় বাধ্য হয়ে। যেমন নিমন্ত্রিতের সংখ্যা পঞ্চাশ-জন হবে কি পাঁচশো কি পনেরশো, সেটা স্থির হ'বে আয়োজনকারীর হিসাব মত। পাঁচপদ খাওয়ানো হবে কি পঁচিশপদ তাও শেষ পর্যন্ত ঠিক করবেন তিনিই। রান্না হালুইকর বামুন করবে কি কেটারারের বাবুর্চি, মাপে মাপে রান্না হবে কি অপর্যাপ্ত, দিশি কি বিলিতি কি মোগলাই—কি জাতের রান্না হবে, খাওয়া হবে চেয়ার টেবিলে কি আসন বিছিয়ে, প্যাণ্ডেল বাঁধা হবে কিনা, আলোকসজ্জা হবে কিনা, আত্মীয় কুটুম্ব সাতদিন ধরে থাকবেন কি একদিনেই পাট চুকিয়ে দেওয়া হবে—এসবই গৃহকর্ত্তা বা আয়োজনকারীর ইচ্ছাধীন। এবং সাকুল্যে খরচ কত হ'বে সে বিষয়ও নির্দিষ্ট করার অধিকার তাঁরই। কাজেই বাহুল্য বন্ধ করতে কর্তাকে ডিঙিয়ে বাড়ীর মেয়েদের হস্তক্ষেপের জায়গা অপেক্ষাকৃত কম। পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের এই জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যাপারে সমান অংশ গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকা উচিত।

তবু সংসারের কর্ত্রী বা কন্যা হিসাবে যেটুকু অধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ রয়েছে, সেটুকু তাঁরা কাজে লাগাতে পারেন বৈকি এবং পারেন গৃহকর্তার মতের উপর প্রভাব খাটিয়ে। সৌষ্ঠব বা সৌজন্য বা সম্ভ্রম রক্ষার জন্য যতখানি খরচ খরচা প্রয়োজন তার বাড়তি যা কিছু করার মধ্যে যে অনাবশ্যক বাহুল্য ছড়িয়ে আছে, সেদিকটাতেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে কর্তাদের। যেটা নিষ্প্রয়োজন বোধ হবে, সেটা কাঁটছাট বা সম্পূর্ণ বর্জন করার মধ্যে যে মানবিকতা বোধই স্পষ্ট হয়ে উঠবে সেটা মেয়েরা নিজেরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে তবেই তো জোর করতে পারবেন কর্তাদের উপর। এতেই বাড়াবাড়িরখেলোমিটা খসে পড়বে, যে কোনো উৎসবের নিজস্ব রূপটা ধরা পড়বে।

একা একা উৎসব হয় না। পাঁচজনের সঙ্গে আনন্দ বণ্টন করে নেওয়ার নামই উৎসব। কিন্তু সব সময় কি শুধু আনন্দের ভাগ নেবার জন্যই আত্মীয় বন্ধুকে আমন্ত্রণ করা হয়? অনেক ক্ষেত্রেই কি নিজের ঐশ্বর্যের ফলাও প্রচারের স্পৃহা থাকে না? আবার অনেক সময় লোক লজ্জার ভয়ে সাধ্যের অতিরিক্ত আয়োজন করে অন্তরে বিক্ষুব্ধ কিন্তু মুখে মোলায়েম হাসি টেনে গৃহকর্তাকে স্বাগতম জানাতে হয় নাকি অভ্যাগতদের? এই বাহুল্য বন্ধ করার দায়িত্ব পরিবারের প্রতিটি মানুষের। এবং এ দায় যার যার নিজের সংসারের কাছে যতটা, বৃহত্তর সমাজের কাছেও ততটা।

সুতরাং শুধু কর্তার মর্জির উপরে বা কর্তার পদাধিকারের উপরে সব বোঝাটা চাপিয়ে না দিয়ে বাড়ীর মেয়েরা

(শেষাংশ পরপৃষ্ঠায়)

গার্হস্থ্য জীবনে
বিজ্ঞানের অবদান

পার্বতী চক্রবর্তী

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটি শিল্পী এবং একটি ব্যবসায়ী আছেন। বাস্তবের পীড়নে অনেকেরই শিল্পী-সত্ত্বা হয়তো ক্ষীয়মান—কিন্তু 'অস্তগত' নয়। আমরা কখনো শিল্পী, কখনো ব্যবসায়ী, কখনো দুটোই।

শিল্পী-ভাবের প্রাচুর্যই মহিলাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। মহিলারা জাত শিল্পী। শিল্পী-ভাব, শিল্পী-সত্ত্বা, শিল্প-চেতনা তাঁদের পুরুষদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে।

আপনি কতজন পুরুষের কথা জানেন, যাঁরা স্কুল-কলেজে পড়াশুনো করে বা অফিস কাছারীতে খেটে-খুটে এসে সাংসারিক কাজ করেন? সাংসারিক কাজ মানে সখ করে বাগান করা বা গান করা বলছি না। বলছি সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় কাজগুলোর কথা। বিছানা তোলা, সাবান কাচা, তেল-হলুদ-মশলার যে ঝঞ্জাট, মেজবাবু আলু খান না, বড়বাবু ঝাল খান না, কাল সকালেই ছেলেটার স্কুলের জন্য ডিম চাই—এই সব ঝামেলা কটা পুরুষকে নিতে দেখেছেন? গৃহকর্ত্রীর সরব আস্ফালন হয়তো বহু সময়েই গৃহকর্তাকে ব্যাগ হাতে করে বাড়ীর বার করেছে; কিন্তু সংসার অর্থাৎ অর্গানাইজেশন করতে কটা পুরুষকে দেখেছেন?

আমি তো একটিও দেখিনি। তবে আপনারা কেউ যদি দেখে থাকেন তো তাকে আমি বিস্ময়কর ব্যাতিক্রম বলে ধরবো।

কিন্তু অপর্দিন আমি বহু মহিলা দেখেছি যাঁরা বাইরের কাজের পর সংসার নামক অরগানাইজেশনে সক্রিয়ভাবেই আছেন। তাঁরা, মেজবাবু আলু খান না সে হিসাব রাখছেন, যেটা খান সেটা আনছেন বা আনাচ্ছেন: রান্নার লোক থাকলে তদারকী করছেন, না থাকলে নিজেরা রান্না করছেন।

প্রকৃতিগত এই পার্থক্যটিকে আমি 'গৃহকর্মনিপুণা' বলতে রাজী নই। আমি বলবো এই পার্থক্যটি হচ্ছে শিল্পগত। মহিলারা স্বভাব-শিল্পী।

এই স্বভাবশিল্পী মহিলাকে ঘরের কয়েকটি বাস্তব প্রয়োজন অস্বীকার করলে চলে না। তাঁরা করেনও না। বিজ্ঞানকে প্রাত্যহিক কাজে লাগাবার অনেক সুযোগ সুবিধা তাঁরা পান। সংসারে ঠিকভাবে বৈজ্ঞানিক অথচ অতি সাধারণ কয়েকটি যন্ত্রপাতির ব্যবহার সময় এবং শ্রমই কেবল বাঁচায় না; অনেক ক্ষেত্রেই এগুলি গৃহস্থের সাশ্রয়ও করে। এদের ব্যবহার, অল্পস্বল্প খারাপ হলে সারানোর ব্যবস্থা, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের জানা দরকার। তাতে আমাদের দুই দফা সুবিধা। প্রথমে হচ্ছে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে সময় শ্রম এবং আর্থিক সাশ্রয়, আর দ্বিতীয় হচ্ছে, দিনের কাজকর্ম সেরেও হাতে বেশ কিছুটা সময় পাওয়া।

আমাদের আলোচ্য সাধারণ কয়েকটি যন্ত্র যেগুলি আমরা একসঙ্গে বা মাসিক কিস্তিতে কিনতে পারি। প্রথমেই ধরা যাক জ্বালানীর কথা।

কয়লার বিকল্প গ্যাস। সিলিন্ডারের গ্যাস অথবা পাইপ লাইনে গ্যাস। অনেকেই এর একটি না একটি ব্যবহার করেন। এই গ্যাস অত্যন্ত সহজ দাহ্য। দেশলাই কাঠি ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতেই দপ্ করে জ্বলে ওঠে। গ্যাসের সুইচ আল্‌গা থাকলে বা ভুল করে খুলে রাখলে অতি অল্প সময়ে সারা ঘর গ্যাসে ভরে যায়। অনবধানতার জন্যই হোক বা যথার্থ ব্যবহার না জানার জন্যই হোক্, গ্যাসের আগুন হঠাৎ বিপদ আনে। বেশ কিছুদিন আগে কলকাতায় একই পরিবারের অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন গ্যাসজনিত দুর্ঘটনায়। পাইপের জোড়ের মুখে বা সিলিন্ডারের মুখে অনেক সময় ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে ধীরে ধীরে গ্যাস বেরোয় আমাদের অজান্তেই। ঘ্রাণশক্তির সাহায্যে যখন সেটা ধরা পড়ে, তখন হয়তো বড়ই দেরী হয়ে গিয়েছে। সিলিন্ডার পরিবর্তন করতে যখন গ্যাস কোম্পানীর লোক আসে, তখন এগুলি তাদের ভালো করে দেখে দিতে বলা দরকার। গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবিশেষ সাবধানতা হ'লো প্রথমে মূল উৎস বন্ধ করা, তারপর উনান সংলগ্ন সুইচ বন্ধ করা। সিলিন্ডারটি কাঠের বন্ধ বাক্সে রাখা বাঞ্ছনীয়, বিশেষকরে বাড়ীতে ছোট বাচ্চা থাকলে। একটু অসাবধান হলে গ্যাস থেকে সহজেই আগুন ধরে যেতে পারে বলে, জ্বালানো বা নেভানোর সময় সতর্কতার প্রয়োজন।

গ্যাস ছাড়াও আমরা অনেকে কেরোসিনের ষ্টোভ ব্যবহার করি। কেরোসিনও সহজ দাহ্য। ষ্টোভে তেল ভরার পরই আমাদের দেখতে হবে, ষ্টোভের বাইরের গায়ে তেল লেগে আছে কিনা, মাটিতে তেল পড়ে আছে কিনা, এবং সর্বোপরি ষ্টোভের যে মুখটি দিয়ে তেল ঢালা

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

[illegible] সোচ বন্ধ আছে কিনা। [illegible] এই ধরণের বাড়তি তেল [illegible] জন্য একটা ছেঁড়া কাপড় [illegible] নেন। এটা খুবই ভালো, তবে [illegible] পর কাপড়টি সরিয়ে এবং হাত [illegible] করে ধুয়ে তারপর স্টোভটিতে [illegible]যোগ করা উচিত। কেরোসিন [illegible] পাত্রে জমা রাখা হয় সেটি [illegible] স্টোভের কাছাকাছি রাখা [illegible] নয়। সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা [illegible] ভর্তি কেরোসিন রান্নাঘরের [illegible] কোথাও রাখা।

[illegible] হিসাবে বৈদ্যুতিক [illegible]রের ব্যবহারও আমাদের কমবেশী [illegible] হয়। বেশীরভাগ হিটারই উচ্চ-[illegible]সম্পন্ন, প্রায় এক হাজার [illegible]সের। একটা কাঠের পিঁড়ি বা [illegible]রের ওপর এটিকে স্থায়ী ভাবে [illegible] ব্যবস্থা করা উচিৎ। যখন [illegible], তখন তাক থেকে নামিয়ে [illegible]র করা হলো—আবার ব্যবহারের [illegible] তুলে রাখা হলো—এ রকম করা [illegible] নয়। ঘন ঘন নাড়ানাড়ির ফলে [illegible]রের ভেতরের বৈদ্যুতিক তার [illegible] হয়ে একটি আরেকটির ঘাড়ে [illegible] বিপর্যয় ঘটাতে পারে। হিটারের [illegible] যেটি হবে, তার সংগে একটি [illegible] থাকা অত্যাবশ্যক। প্লাগ [illegible]নোই থাকবে, চালানো বা বন্ধ [illegible] জন্য সুইচ ব্যবহার করতে হবে। [illegible] অনেক সময় হিটারের তার [illegible] গেলে নিজেরাই জোড়া দিই বা [illegible] তার নিজেরাই লাগাই। [illegible]পারটা খু-উ-ব-ই ভালো, গৃহস্থের [illegible] হয়। কিন্তু একটা জিনিষ [illegible]শেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে। [illegible]নোর পর তার যেন উঁচু হয়ে [illegible] থাকে। অর্থাৎ, হিটারের ওপর [illegible] কোন বাসন বসানো হবে, সেই [illegible]নের সংগে যেন তারের সংযোগ [illegible] থাকে। উত্তপ্ত তারের মধ্য দিয়ে [illegible] প্রবাহিত হয় এবং ধাতব বাসন [illegible] তার ছুঁয়ে থাকলে বাসন [illegible]তাহত অবস্থায় থাকে। আমরা [illegible]ড়াশি বা খুন্তি দিয়ে ঐ বাসন [illegible]লেই তড়িৎপৃষ্ট হই।

এই প্রসংগে বৈদ্যুতিক ইস্ত্রির [illegible]ও এসে পড়ে। ইস্ত্রির ক্ষেত্রেও এই ধরনের সব কটি সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। আরও একটি [illegible] বিশেষ ভাবে স্মর্তব্য। ইস্ত্রির [illegible] বন্ধ করে দেওয়ার বেশ কিছুক্ষন পর পর্যন্ত ইস্ত্রি গরম থাকে তাই ইস্ত্রির কাজ হয়ে যাওয়ার পর সেটিকে [illegible] নিরাপদ স্থানে রাখা উচিৎ।

এবার আসা যাক্ প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত আরো কয়েকটি জিনিষের বিষয়ে, যেমন প্রেসার কুকার, ফ্রীজ, ইত্যাদি। প্রেসার কুকারের ভেতরে বাষ্পের প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি হয়; এই চাপ তরকারী, মাছ, মাংস ইত্যাদি তাড়াতাড়ি সুসিদ্ধ করতে সাহায্য করে। অনেক সময় [illegible] জন্য যে ভারি ওজনটি ব্যবহার করা হয়, অনেকে সেটি একটু একটু তুলে বাষ্পের চাপ দেখে থাকেন। এটি একেবারে অবৈজ্ঞানিক-[illegible]চিত। ফুটন্ত জলে পোড়ার চেয়ে ষ্টীমে পুড়ে যাওয়া [illegible] বিপজ্জনক। ভারি ওজনটি তুললে সজোরে বাষ্প বেরিয়ে আসে। এই বাষ্প যে কোন মুহূর্তে বিপদের কারণ হতে পারে।

ফ্রীজ ব্যবহারের কয়েকটি সাধারণ সাবধানতা বা সতর্কতার প্রয়োজন আছে। ফ্রীজের দরজা ঠিক ঠিক বন্ধ করা, অহেতুক দরজা অনেকক্ষণ খুলে না রাখা — এগুলো আমরা প্রায় সকলেই জানি। অনেক সময়ে ফ্রীজে রাখা রান্না খাবারে একটা গন্ধ পাওয়া যায়। ফ্রীজের মধ্যে কাঠকয়লার দু একটা টুকরো রেখে দিলে এই গন্ধ দূর করা যায়।

সুষ্ঠুভাবে গ্যাস, প্রেসার কুকার এবং ফ্রীজ — এই তিনটির ব্যবহার সময় এবং শ্রম বাঁচায়। প্রত্যহের বাজার করার ঝঞ্চাট থেকে মুক্তি দেয় ফ্রীজ। দুবেলা রান্না করার ঝামেলা থেকেও ফ্রীজ আমাদের নিস্কৃতি দিতে পারে। তাড়াতাড়ি রান্নায় প্রেসারকুকার সাহায্য করে। কয়লা, ঘুটে এবং ধোঁয়া থেকে মুক্তি দেয় গ্যাস, হিটার বা কেরোসিন ষ্টোভ। বাড়তি সময়-টুকু আমরা নানাকাজে লাগাতে পারি।

স্বভাবশিল্পী মহিলার পরবর্তী জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন খাদ্যগুন, খাদ্যপ্রাণ, ক্যালোরীমান ইত্যাদি সম্বন্ধে। প্রাত্যহিক জীবনের প্রধান সমস্যা বোধ হয় বাজার করা এবং পরিবারের সকলের জন্য খাওয়ার সুসম ব্যবস্থা করা। আয় ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রেখে পরিবারের প্রত্যেককে কি ভাবে উপযুক্ত পরিমান কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ভিটামিন দেওয়া যেতে পারে—সে সম্বন্ধে জানা দরকার। সয়াবিনে দুধের চেয়েও প্রোটিন বেশী। একমুঠো চিনাবাদাম মাংস খাবার পরিপূরক। এই সব খবর জানা অত্যাবশ্যক।

পরবর্তী জ্ঞানার্জনের বিষয় হচ্ছে সাধারণ সাবধানতা ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যাপারে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কেটে যাওয়া, পড়ে বা মচকে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনা লেগেই আছে। হঠাৎ কোন বিপদ হলে একদম বোকা বনে যাওয়া ঠিক নয়। এ সব ক্ষেত্রে মাথা ঠান্ডা রাখা দরকার। বাড়ীতে এ রকম কিছু ঘটলে একদিকে যেমন ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি ডাক্তার না আসা পর্যান্ত প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিৎ।

বিপদ বা দুর্ঘটনা যেমন সাবধান হলে এড়িয়ে চলা যায়, তেমন সাবধানতা অবলম্বন করলে অনেক ক্ষেত্রে রোগের আক্রমনও প্রতিরোধ করা যায়। সাধারণতঃ জল, বাতাস, আর খাদ্য, এই তিনটিই রোগের প্রধান বাহক। এ ছাড়া রোগীর সংস্পর্শ এবং বীজানুবাহী পতংগ বা জন্তু রোগের বাহক হয়ে থাকে।

এই ব্যাপারে সাবধান হতে গেলে আমাদের বিভিন্ন নির্বীজক সম্বন্ধে জানা দরকার। যে সব বস্তুর সাহায্যে রোগবীজানু ধ্বংস করা যেতে পারে তাদের নির্বীজক বলে। সূর্য্যের আলো, উষ্ণতাপ, এবং বহু রাসায়নিক পদার্থ — যথা ডেটল, ফিনাইল, লাইজল, ব্লিচিং পাউডার, কার্বোলিক অ্যাসিড ইত্যাদি হচ্ছে নির্বীজক পদার্থ। এদের সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা অত্যন্ত দরকার এবং সময় মতো ব্যবহারিক প্রয়োগ করা আরো দরকার।

(বেতারস্থ)

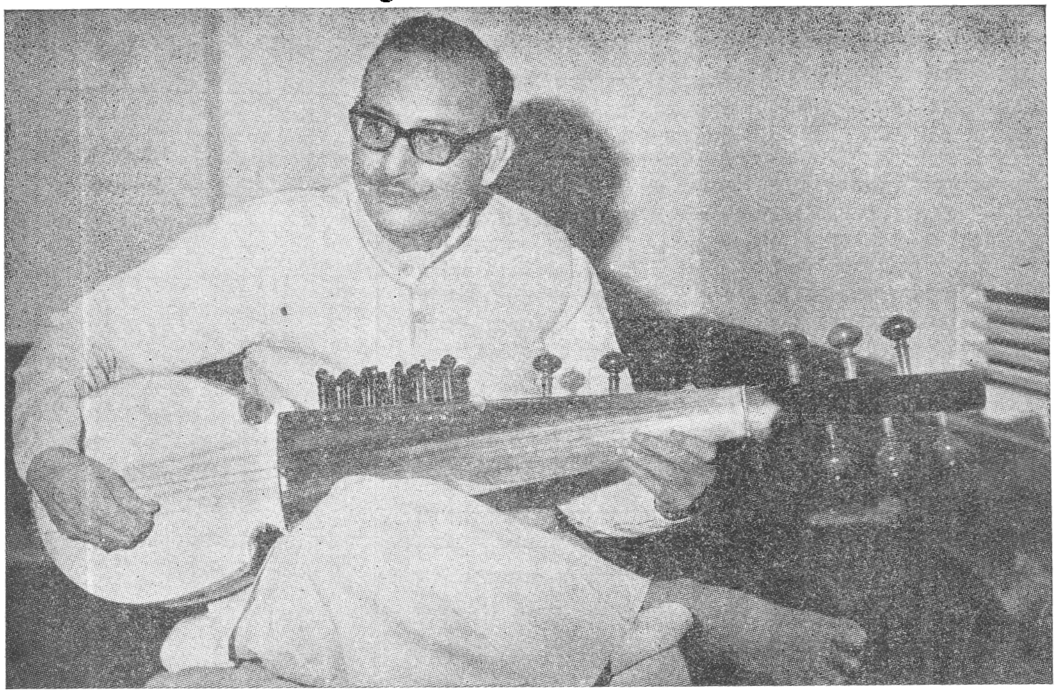
উৎসবে বাহুল্য পরিহার (শেষাংশ)

অনায়াসে তার ভাগ নিতে পারেন। অমুকের ছেলের বিয়েতে সানাই এসেছিল, অমুক বাবুর বাবার শ্রাদ্ধে অত খাইয়েছিল, অনেক দিয়েছিল বটে সেই তাদের বাড়ী, এইটি আমার প্রথম ছেলে, এইটি আমার কোলের মেয়ে, বংশের প্রথম নাতির মুখে ভাত, একমাত্র দৌহিত্রীর জন্মদিন, কতদিন পরে বাড়ীতে উপনয়ণ হচ্ছে—ইত্যাদি উপলক্ষ্যে রকম রকম তুলনা, উপমা এবং আবদারের ভারে কর্তাদের নাজে-হাল করার কুঅভ্যাস যদি আমরা ছাড়তে পারি, তবে বাড়ীর উপার্জনক্ষম পুরুষেরা মেয়েদের সহযোগিতার উপর নির্ভর করতে ভরসা পাবেন। তার ফলে মেয়েরাও নিজের বিবেচনা-শক্তির পূর্ণ প্রয়োগের সুযোগ পাবেন।

নেমন্তন্ন এলেই গৃহস্থের মাথায় হাত। যত গৃহস্থের অবস্থা কাহিল হচ্ছে, তত নিমন্ত্রণের উপলক্ষ্যও বাড়ছে। পুরোনো চিরাচরিত উপলক্ষ্য-গুলিতো আছেই তার সংগে যোগ হচ্ছে নিত্য নতুন ঘটা—বিবাহ বার্ষিকী, রজত, স্বর্ণ বা হীরক জয়ন্তী হলে তো কথাই নেই, বিদেশ যাত্রা, প্রবাসীর প্রত্যাগমন, পরীক্ষা পাশ, গৃহপ্রবেশ, জন্মদিন ইত্যাদি। কোনোটিতেই খালি হাতে যাওয়া চলবে না। অথচ কোন উপলক্ষে কি উপহার দেওয়া যেতে পারে এবং কতটা খরচ করলে ভদ্রতা এবং পকেট দুটোই রক্ষা পায়—গৃহস্থের এ এক বিষম দুশ্চিন্তা। এই বাহুল্যর হাত থেকে কি করে নিস্কৃতি পাওয়া যেতে পারে ভেবে না পেয়ে, আজকাল অনেকে উৎসবে যোগদান থেকেই বিরত থাকেন। এগুলো একান্ত সৌখিন সামাজিক উৎসব। অতিথিরা যদি উপহার না নিয়ে যাবার প্রথা চালু করেন, তাহলে ক্রমে ক্রমে হয়তো এই অনাবশ্যক উৎসব আয়োজনের রেওয়াজও কমে আসতে থাকবে। তবে যে সব সামাজিকতা রক্ষা না করলেই নয় সেখানে বাধ্যতামূলকভাবে শাড়ী গয়ণার মত দামী বা আজে বাজে খুচরো উপহার না দিয়ে উপলক্ষ অনুযায়ী কয়েকটা টাকা অথবা ফুল উপহার দিয়ে ভদ্রতা রক্ষা করা চলতে পারে। এ বিষয়ে মাথা খাটিয়ে উপহার বার করা পুরুষের চেয়ে মেয়েদের পক্ষে সহজ বেশি।

একটা সংকল্প নিয়ে চেষ্টা করে দেখাই যাক না উৎসবে বাহুল্য পরিহার করার পথ মেয়েরা খুঁজে বার করতে পারেন কিনা। পারেন কিনা পুরোনো অভ্যাস ত্যাগ করে নতুন রীতির প্রবর্তন করতে। এরই মধ্যে দিয়ে তাঁরা হয়ত সামাজিকতায় এবং সমাজের চেহারাতেও পরিবর্তন আনতে পারবেন।

(বেতারস্থ)



অখিল ভারতীয় কার্যক্রম

রাধিকামোহন মৈত্রঃ সরোদ

৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

ভারতের খ্যাতিমান সরোদ শিল্প রাধিকামোহন মৈত্র ১২ বছর বয়ে শাহ্‌জাহানপুরের ওস্তাদ্‌ আমির খাঁ' কাছে সরোদে তামিল নেওয়া শুর করেন। পরে মিঞা তানসেনে উত্তরপুরুষ রামপুরের সুপ্রসিদ খলিফা মহম্মদ দাবির খাঁর কাছে শিক্ষালাভ করেন।

শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি গভী নিষ্ঠা, রাগরূপ পরিবেশনে পরিচ্ছন্নত পরিমিতি বোধ এবং প্রকরণগ' নৈপুন্যই তাঁর বৈশিষ্ট্য।





নোরি নাগভূষণম্‌ ঃ বেহালা
রুক্মিণী রাজাগোপালন ঃ কন্ঠসংগীত
১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

সুপ্রসিদ্ধ সংগীতশিল্পী পরিবারে নোরি নাগভূষনম্‌-এর জন্ম। শৈশব থেকেই তিনি তাঁর পিতা খ্যাতিমান বেহালা বাদক এবং কন্ঠসংগীত শিল্পী বিশ্বনাথ শাস্ত্রীর কাছে তালিম নেন। সেকেন্দ্রাবাদ সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, মাদ্রাজ সংগীত একাডেমির বিশেষজ্ঞ কমিটি এবং অন্ধ্র প্রদেশ সংগীত নাটক একাডেমির সদস্য নোরি নাগভূষণম্‌ সম্মান ও উপাধির অধিকারী। তিনি বর্ণম এবং স্বরাজতির রচয়িতা।

খ্যাতনামা কন্ঠসংগীত শিল্পী রুক্মিনী রাজাগোপালন প্র মায়াভরমের বিদ্বান কোরনাদ সম্বমূর্ত্তি আয়ারের কাছ থেকে সংগীত শি লাভ করেন। পরে পরলোকগত বিদ্বান পারুর সুন্দরম আয়ারের কাছ ে তিনি তালিম নেন। ত্যাগরাজ, দীক্ষিতার এবং অন্যান্যদের রচিত সং পরিবেশনে তাঁর খ্যাতি সমধিক।

★

কথায় কথায়

ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

…ের জীবন ধারা
… তার সঙ্গে তাল
… তার মুখের
…ত্বিক তাঁরা শব্দ ও
…শীলতা সম্পর্কে
…তঃ কথার মানে
… বদলে যাচ্ছে সে
… করে চলেছেন
… সেই নিরীক্ষা ও
… জন্ম নিয়েছে এক
…জীতে এই শাস্ত্রকে
…টিকস্"।
…টি প্রথম ব্যবহার
… ব্রিএল। তখন
… ছিল "শব্দের
… সম্পর্কে ঐতিহাসিক
… এর অর্থ দাঁড়িয়েছে
… তথা ভাষা, চিন্তা
পারস্পরিক সম্পর্ক
… বিস্তারে মানুষের
…র্তনের কি পরিচয়
…টাও এই শাস্ত্রের
… রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে

… বাক্যে মোর ছন্দ
দিবে নব সুর
… হতে নিয়ে তারে
যাবে কিছু দূর
… লোকে।'
(ভাষা ও ছন্দ)

…ন্ধন কি ভাবে মোচন
…ষ্টা চলেছে বহুকাল।
… হাতে ঘুরতে ঘুরতে
… আসে, তখন তাকে
… টাকশালে। তারপর
…লিয়ে, ছাঁচে ফেলে
…ওয়া হয়। তেমনি
… সমাজ থেকে অন্য
… ঘুরতে হয়ে পড়ে
… একঘেয়ে। তখন তাকে
…কশালে ফেরৎ না
…কে না। সেখান থেকে
… নব রূপে। রবীন্দ্র-
… 'ভাষাকে তাল রেখে
… সঙ্গে। শব্দের প্রতীক
… সঙ্গে মিলিয়ে থাকে,
… সঙ্গে তার বিস্তার
…না।' শব্দের অর্থ
… আছে আমাদের বহু-
…।

… প্রতিটি শব্দেরই
… বা নির্দিষ্ট অর্থ।
…ক্রমও চোখে পড়ে
…দটির অর্থ কোথাও
… কোথাও "জবাব"
…দ্য" আবার কোথাও
ইংরেজীতে 'পেজ্'
কোথাও 'বালক ভৃত্য'।
…বিশিষ্ট শব্দের নাম
…য়েছেন 'পলিসেমি'।
…হ্য। শব্দের অর্থ
… করার আগে শব্দের

শক্তি সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। শাস্ত্রকারের মতে শব্দের শক্তি তিন জাতীয়ঃ (১) অভিধা (২) লক্ষণা (৩) ব্যঞ্জনা। শব্দের নিরপেক্ষ, নির্দিষ্ট ও প্রসিদ্ধ অর্থকে বলা হয় অভিধা, বা 'ফাংসান অব্ ডিনোটেসন্'। লক্ষণা এই অভিধা থেকেই জন্ম নেয়, অর্থান্তরের সংকেত করে। (যেমন—সভায় অনেক লাল পাগড়ির সমাগম হয়েছিল। এখানে "লাল পাগড়ি" লক্ষণার্থে—"পুলিশ"।) ব্যঞ্জনা মানে প্রতীয়মান অর্থ, অর্থাৎ—'সাজেস্টেড সেন্স'। লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা দুই-ই বাক্য সাপেক্ষ।*

ভিন দেশী পণ্ডিতের মতে শব্দের অর্থ হয় আবেগ-নির্ভর (ইমোটিভ), নয় প্রাসঙ্গিক (কগ্নিটিভ্)। এই দুটি শব্দেই প্রথম ব্যবহার করেন ওগ্ডেন ও রিচার্ডস্ তাঁদের 'দ্য মিনিং অব মিনিং' বইটাতে (১৯২৩ সালে)। রিচার্ডসের মতে বার্গর্থ বিজ্ঞানীর কারবার শব্দের প্রাসঙ্গিক অর্থকে নিয়ে; কারণ এটি বক্তা বা শ্রোতার হৃদয় নিরপেক্ষ এবং নির্দিষ্ট। আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য নিয়েই সে দাঁড়িয়েছে মাথা উঁচু করে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। শব্দের প্রাসঙ্গিক অর্থ থেকেও অসংখ্য অর্থের বিস্তার ঘটতে পারে। যেমন, ধরা যাক্ "মাথা" শব্দটি। কত ভিন্ন অর্থেই না আমরা ওটি প্রয়োগ করে থাকি। যেমন, গ্রামের মাথা, অঙ্কে মাথা, দই-এর মাথা, মাছের মাথা, তেমাথা, মাথায় করে রাখা ইত্যাদি (এগুলির অর্থ যথাক্রমে, প্রধান, দক্ষতা, উত্তম অংশ, মুণ্ড, পথের মোড়, বিশেষ যত্ন ইত্যাদি)। ইংরাজীতেও 'হেড্' কথাটি মাথা, প্রধান, নেতা, মন, সূচনা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ভাষাতত্ত্বে একে বলা হয় অর্থের বিকীরণ বা 'র‍্যাডিয়েসন্'। আসলে ভাষার স্রোত বয়ে চলেছে অবিরাম। শৈবালের মতো শব্দগুলো ভেসে চলেছে সেই স্রোতের টানে। এক অর্থের ভাঙা ঘাট থেকে অন্য অর্থের বাঁধা ঘাটে। যুগ, জনরুচি, ভৌগোলিক পরিবেশ, সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি বদল হবার সঙ্গে সঙ্গে শব্দগুলোর চেহারাও কেমন বদলে যায়। অনেক সময় তাদের এখনকার রূপ দেখে বোঝবার উপায় থাকে না আগের চেহারাটা ছিল কেমন। এই যেমন ধরা যাক্ "অসুর" কথাটি। প্রাচীন পারসিক ভাষায় 'অসুর' (অহুর মাজদা—প্রধান দেবতা) অর্থ ছিল "প্রাণদায়ক"। আর্য্যেরা যখন পারস্যের পথে এদেশে এসে পৌঁছলেন, তখন তাঁরা সঙ্গে এনেছিলেন শব্দটি। প্রথম দিকে পারসিকদের সঙ্গে ছিল তাঁদের প্রীতির সম্পর্ক। কিন্তু পরে মনোমালিন্যের সূচনা হওয়ায় পারসিকের দেবতা হয়ে দাঁড়ালো বিধর্মীর দেবতা। সেই থেকে অসুর শব্দটির অর্থ বদলে গেল। মানে দাঁড়ালো "বর্বর" বা "বিধর্মী"। গ্রীক ভাষায় 'ডেমন্' মানে দেবতা। কিন্তু মূর্ত্তি পূজক 'প্যাগান্' গ্রীকেরা ছিলেন খৃষ্ঠানদের চক্ষুশূল। তাই ইংরাজীতে 'ডেমন্'-এর অর্থ দাঁড়ালো দৈত্য। ঠিক এই ভাবে 'কাফের' শব্দটির অর্থ বদলে গেছে।

অনেক সময় সাদৃশ্যের প্রভাবে (এ্যানালজি) শব্দের অর্থ বদলে যেতে পারে। যেমন, "অবদান" শব্দটির মূল অর্থ ছিল "পবিত্র কর্ম"। কিন্তু বর্তমানে দান কথাটির সাদৃশ্যে "বিশিষ্ট দান" এই অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইংরেজী 'প্রটাগনিস্ট' (গ্রীক ভাষায় যার অর্থ—প্রথম বা প্রধান চরিত্র) শব্দটি 'এন্টাগনিস্ট' (অর্থ—বিরুদ্ধবাদী) শব্দের প্রভাবে নতুন অর্থ গ্রহণ করেছে "মিত্রপক্ষ"। সাধারণের ধারণা 'প্রো' (পক্ষে) এবং "অ্যান্টি" (বিপক্ষে) এই উপসর্গ যোগেই বুঝি শব্দ দুটি গড়ে উঠেছে। কিন্তু "প্রো" নয় "প্রোটস্" (প্রথম) এই উপসর্গ যোগেই 'প্রটাগনিস্ট' শব্দটি নিষ্পন্ন। অনেক সময় একটি বাক্য বা বাক্যাংশ সংক্ষেপিত আকারে ভিন্ন অর্থে প্রচলিত হতে পারে। যেমন, 'খাইবার জিনিষ' সংক্ষেপে দাঁড়ালো 'খাবার,' চালের 'ক্ষুদ্র', অংশ 'ক্ষুদ', যা ইচ্ছে তাই > 'যাচ্ছেতাই' ইতি-হ-আস (এই রকম ছিল) > 'ইতিহাস', ন-অস্ত ন-বুন্দ (না আছে, না ছিল) > 'নাস্তানাবুন্দ' (হয়রানি), প্রিন্সিপ্যাল্ টিচার > 'প্রিন্সিপ্যাল্', নন্‌পার্ (অসমান—লাটিন) > 'আম্পায়ার্' (নিরপেক্ষ বিচারক) গড্ বী উইথ্ ইউ > 'গুড্ বাই।'

স্থান পরিবর্ত্তনের ফলে একটি শব্দের অর্থ বদলে যেতে পারে। ফার্সী ভাষায় "শির" শব্দের অর্থ সিংহ। পারস্যের অরণ্যে এক সময়ে সিংহের অভাব ছিল না, কিন্তু পারসিকেরা যখন ভারতে এলেন তখন বাঘের দৌরাত্ম্যে এ দেশে সিংহের বিলুপ্তি ঘটতে বসেছে। তাই 'শ্যের' শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তিত হয়ে দাঁড়ালো বাঘ। সমাজ বিবর্ত্তনের ফলে ও শব্দের অর্থ ধীরে ধীরে বদলে যেতে পারে। যেমন ইংল্যাণ্ডে যখন ফিউডাল প্রথা প্রচলিত ছিল তখন সমাজের নীচের তলার ভূমিদাসদের বলা হত 'ভিলেন'। কিন্তু কালক্রমে ফিউডাল প্রথার বিলোপ হল, গ্রাম ছেড়ে শহরে এল মানুষ। তবু 'ভিলেন' কথাটি রয়ে গেল শব্দ ভাণ্ডারে। বদলে গেল শুধু তার অর্থটাই। শহরে বাবুর দৃষ্টিতে গ্রামের চাষাভূষা মানুষ নিতান্তই অমার্জিত, বর্বর। তাই 'ভিলেন'-এর নতুন মানে দাঁড়ালো বর্বর দুর্বৃত্ত। এই জাতীয় অর্থ স্থানান্তরের একটি মজাদার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন গুস্তাফ স্টারণ তাঁর "মিনিং এ্যাণ্ড চেনজ অব মিনিং" বইটিতে। মধ্যযুগের খৃষ্টান সন্ন্যাসীরা গির্জায় বসে যে জপ তপ করতেন, তাকে বলা হত 'বিডস্'। সন্ন্যাসীরা তখন হাতে রাখতেন জপ মালা। সেই মালা ঘুরিয়েই ভগবানের নাম করতেন তাঁরা। কালক্রমে জপ তপটা গৌণ হয়ে গেল, আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠল যাজকের জপমালাটাই। আধুনিক কালে তাই 'বিড্স' শব্দের অর্থ 'জপমালা' বা 'পুঁতি'।

অনেক সময় দুটি স্বতন্ত্র ভাষায় প্রচলিত একই শব্দ পরস্পর অর্থ বদল করতে পারে। যেমন সংস্কৃত "ধূমঃ" শব্দটি গ্রীক ভাষায় হয়েছে 'থুমোস্' (আত্মা)। আবার সংস্কৃত "আত্মা" শব্দটির সমগোত্রীয় 'আত্মস্' (ধূম) সংস্কৃতের কাছে পূর্ব ঋণ স্বীকার না করে পারেনি।

আমাদের মনের ভাবকে ঠিক মতো প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা অনেক সময় রূপক উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহার করে থাকি। যেমন "নদীর মুখ", "আশার আলো" কিংবা 'নিষ্ফল ক্রোধ', 'পর্বতের পাদদেশ' ইত্যাদি। এই জাতীয় আলঙ্কারিক শব্দ ব্যবহারের ফলে কথার মানে বদলে যেতে পারে। সংস্কৃত "কুশল" শব্দটির আদি অর্থ—"কুশ কাঁটা তোলায় যে দক্ষ", তার থেকে এখন মানে দাঁড়িয়েছে দক্ষ বা নিপুণ। অনুরূপ ভাবে মধুর (মূল অর্থ—"মধু যুক্ত", বর্ত্তমান অর্থ—মিষ্ট) কীর্ত্তি কলাপ (মূল অর্থ "ময়ূরের পাখার মতো বিচিত্র কীর্ত্তি", বর্তমানে—কীর্ত্তি সমূহ)

---

* বিশ্বনাথের 'সাহিত্য-দর্পণে' ও জগন্নাথের 'রসগঙ্গাধরে' শব্দের এই ত্রিবিধ শক্তি সম্পর্কে উদাহরণ-সহ আলোচনা আছে।

প্রভৃতি শব্দগুলিও স্মরণ করা যেতে পারে। ইংরাজীতে "বট্ল্ নেক্" (বোতলের মুখে আটকে থাকা ছিপির মতো অচলাবস্থা) 'প্যাকেজ প্রোগ্রাম' ইত্যাদি স্মরণ্য। ভাবাবেগের আতিশয্যে আমরা অনেক সময়ে এমন বিশেষণ ব্যবহার করে বসি যা শব্দের অর্থ দ্যোতনা বাড়িয়ে দেয়। যেমন "নারকীয় কান্ড" (নরক সম্বন্ধীয় নয়, জঘন্য), "ভয়ানক আশ্চর্য", "ভীষণ সুন্দর" ইত্যাদি এবং কাব্যে অনন্ত প্রেম, স্বর্গীয় প্রেম ইত্যাদি শব্দ ও হরদম ব্যবহৃত হয়।

যে অঞ্চলে কোনো বস্তু উদ্ভাবিত হয়েছে অথবা যিনি উদ্ভাবন করেছেন, অনেক সময় দ্রব্যের নামকরণ কালে সেই স্থান বা ব্যক্তির নাম স্মরণ করা হয়ে থাকে। যেমন ঢাকাই (শাড়ী), গরাণহাটি (কীর্ত্তন), মিশরী বা মিছরি (মিশর থেকে আনীত এই অর্থে) ইত্যাদি। ইংরাজীতে জে, টি, বি, কার্ডিগ্যান্ (১৭৯৭-১৮৬৮ ঃ ইংরাজ সেনাপতি)—এর নামানুসারে বিশেষ জাতীয় উলের জামার নাম হয়েছে "ক্যার্ডিগ্যান্"। অনুরূপভাবে 'বয়কট' (একঘরে) এবং "স্যান্ডউইচ্" (বিশেষ ধরণের খাদ্য) যথাক্রমে 'ক্যাপ্টেন্ চার্লস্ সী বয়-কট' এবং 'ই, এম্, স্যান্ডউইচ্ নামক দু' ব্যক্তির নামানুসারে প্রচলিত হয়েছে।

সমাজের কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন অর্থে কোনো প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করে তার মধ্যে নতুন অর্থ আরোপ করতে পারেন। যেমন গুজরাতি—"হরতাল" (কর্ম বিরতি) শব্দটিকে হরতাল (ধর্মঘট) অর্থে প্রথম ব্যবহার করেন মহাত্মা গান্ধী। মধুসূদন বরুণের স্ত্রী "বরুণানী"কে তাঁর কাব্যে করেছেন বারুণী (মূল অর্থ-মদ্য)। রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'র পাঁচ নম্বর কবিতাটিতে—"বিশেষ প্রিয়" অর্থে "অন্তরতর" ('অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে') অথবা "উর্বশী" কবিতায় বৈদিক "রোদসী" শব্দের সাদৃশ্যে বৈদিক "ক্রন্দসী" শব্দটি ব্যবহার করে গেছেন ('দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী')। এ ছাড়া "সরণ" ("সরণী" অর্থে "ভৈরবী গান" কবিতায়), "অজাগর" ("অজগর" এই অর্থে 'বর্ষামঙ্গল' কবিতায়) বেতশ (বাঁশ অর্থে—বন বেতশের বাঁশীতে পড়ুক তব নয়নের পরসাদ") প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন।* অনেক সময় একাধিক শব্দ জুড়ে লেখকেরা নতুন অর্থ দ্যোতনী ফুটিয়ে তুলতে পারেন। যেমন তাসের দেশ (যান্ত্রিক নিয়মানুবর্ত্তিতার রাজ্য)। তেল-নুন-লকড়ি (প্রাত্যহিক প্রয়োজন—প্রমথ চৌধুরী), সাহিত্যের গতি প্রকৃতি (বিবর্তন অর্থে — মোহিতলাল মজুমদার), দুধে ভাতে (স্বচ্ছলতা—ভারতচন্দ্র), ইংরাজী 'স্মগ্' (ধূম ও কুয়াসার মিশ্রিত রূপ)। আধুনিক সাহিত্য থেকেও উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন, ঠাঠা হাসি (অট্টহাস্য—মুজতবা আলী), শিশি বোতলের জায়গা (দুর্বোধ্য—সুকুমার রায়), মোল্লা-এফেয়ার (নারী সম্পর্কিত ব্যাপারে ব্যবহৃত—বনফুল), রাম গরুড়ের ছানা (গোমড়া মুখো—সুকুমার রায়), ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরা (ঐশ্বর্যশালী — দ্বিজেন্দ্রলাল), ইংরাজীতে 'ওয়েষ্ট ল্যান্ড' (বন্ধ্যাকাল—এলিয়ট), 'হলো মেন' (অন্তঃসার শূন্য মানব সমাজ—এলিয়ট), "আয়রন্ কারটেন্" ইত্যাদি।

*এছাড়া, গরঠিকানিয়া 'ঠিকানাহীন' অর্থে 'সানাই' কাব্যে), চাঁপালি (চাঁপা রঙ। সানাই), মৈতালি (মিতালি), সার্সি (সার্সি) প্রভৃতিও স্মরণ্য।

অনেক সময় অসাবধানতা বা অজ্ঞতার জন্যে আমরা এক শব্দ ব্যবহার করতে গিয়ে অন্য শব্দ ব্যবহার করে বসি। এর থেকেও অর্থান্তরের ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেতে পারে। যেমন—'খোকা যাবে নায়ে। লাল জুতুয়া পায়ে' (বাংলা ছড়া)। এখানে 'জুতা'র বদলে 'জুতুয়া' শব্দ ব্যবহার করে কবি নতুন অর্থ-দ্যোতনা ফুটিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ "সে" বইটিতে একাধিক অর্থহীন শব্দ নিয়ে খেলা করেছেন। আবার কখনও শক্ত শক্ত ইংরাজী কথা জুড়ে তৈরি করেছেন কৌতুকের আবহাওয়া। যেমন—'অনোম্যাটোপিইয়া অব টিটিন্যাব্যুলেশন'! অজ্ঞতার ফলে শব্দের অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত—কবি দাশরথী রায় "কোদাল" অর্থে ব্যবহার করে গেছেন—কোদন্ড! "হযবরল"-এর ন্যাড়া 'মজা'র বদলে 'মজারু' লিখে কেমন বিপদে পড়েছিল তা' নিশ্চয়ই জানা আছে।*

ভুল অর্থে শব্দ প্রয়োগের ফলে শব্দের অর্থ প্রসার ঘটলে তাকে বলে—'ম্যালাপ্রপিজম্'। ১৮ শতকের প্রহসন-কার শেরিডান্ তাঁর "দ্য রাইভালস" নাটকে 'মিসেস্ ম্যালাপ্রপ' নামে সৃষ্টি করেছিলেন এক অসাধারণ নারী চরিত্র! এই অল্প শিক্ষিতা অভিজাত মহিলাটি ভুল অর্থে ভুল শব্দ ব্যবহারে ছিলেন সিদ্ধহস্ত! ডন্ কুইকজোটের স্যানকো পান্জা ক্রিটিক্ (সমালোচক)-দের ক্রিকেট (পতঙ্গ) বানিয়ে ছেড়েছে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে গিয়েও অনেক সময় কথার মানে বদলে যাচ্ছে। যেমন "ওয়েভ্" বা "তরঙ্গ" (জলের ঢেউ)—তার থেকে ইথার-তরঙ্গ, শব্দ-তরঙ্গ ইত্যাদি। ল্যাটিন 'ভিটা' কথাটির অর্থ "জীবন" তার থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে "ভিটামিন" (খাদ্যপ্রাণ), গ্রীক 'ক্লোরেস্' (হাল্কা সবুজ)+'ফিল্লোন' (গাছের পাতা) শব্দ যোগে 'ক্লোরোফিল' (ভেষজ বিশেষ)। বাংলায় ছায়াছবি, আকাশবাণী, উড়ো জাহাজ, টিউ কল (টিউব ওয়েল) ইত্যাদি উদাহরণও স্মরণীয়।

অনেক সময় আমাদের আকর্ষণের কেন্দ্র বদল হলে শব্দের মানেও পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। এই ভাবেই ইংরাজী হর্ণ (গবাদি পশুর শিং) শব্দটির অর্থ ক্রমে যে কোন প্রাণীর শিং, শিং নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্র এবং শেষে শিঙাতে পরিণত হয়েছে।

* পরশুরাম, অবনীন্দ্রনাথ, অন্নদাশংকর রায়, শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখও গল্প-ছড়া-রম্যরচনার অনেক নতুন কথা গড়েছেন।

অতঃপর, শব্দের অর্থ বদলের ছটি নীতি নির্দেশ করা যেতে পারে—(১) অর্থ প্রসার (ওয়াইডেনিং অব মিনিং) (২) অর্থ সংহতি (ন্যারোয়িং অব মিনিং) (৩) অর্থ সংশ্লেষ (ট্রান্সফারেন্স অব মিনিং) (৪) অর্থের উন্নতি (এলিভেসন) (৫) অর্থের অবনতি (ডিটেরিয়োরেসন) (৬) সুভাষণ (ইউফিমিজম্)।

অর্থ প্রসার—রূপক ইত্যাদির প্রভাবে শব্দের অর্থ যখন নির্দিষ্ট গন্ডিকে অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ে তখন তাকে বলে অর্থ প্রসার। 'গবেষণা' শব্দটির আদি অর্থ ছিল "গো অন্বেষণ"। কিন্তু বর্তমানে অর্থ সম্প্রসারিত হয়ে দাঁড়িয়েছে—'অনুসন্ধান কর্ম'। অরি (মূল অর্থ—অদাতা) হয়ে উঠেছে 'শত্রু'। তৈল (মূল অর্থ—তিলের নির্যাস) এখন যে কোন জাতীয় তেল। গঙ্গা > গাঙ্ (যে কোন নদী)। দরিয়া (নদী—ফার্সী) > সমুদ্র। ইংরাজীতে 'ডগ' শব্দটির আদি অর্থ 'ম্যাস্টিফ' (এক জাতের কুকুর) বর্তমান অর্থ—যে কোন কুকুর। ব্রিড্ (পক্ষি শাবক) > বার্ড (পাখী)। অনুরূপ-ভাবে 'এলার্জি' (মূল অর্থ "রোগ বিশেষ", বর্তমান অর্থ "অনীহা") কম্প্লেক্স (মূলে অর্থ "কূট এষণা", বর্তমান অর্থ "জটিলতা") প্রভৃতি শব্দের অর্থবিস্তার স্মরণীয়।

অর্থ সংহতি—ইংরাজী 'ডিয়ার', জার্মান 'টিয়ের', সুইডিস 'djur' এবং সংস্কৃত 'মৃগ' শব্দের আদি অর্থ "বন্য পশু"। কিন্তু বর্তমানে অর্থ সঙ্কোচের ফলে কেবল মাত্র হরিণকেই বুঝায়। এই ভাবে একটি শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে একটি অর্থ প্রধান হয়ে উঠে বাকী অর্থগুলিকে যদি আড়াল করে দাঁড়ায়, তবে তাকে বলা চলে অর্থ সংহতি। যেমন, অন্ন (মূল অর্থ "খাদ্য", বর্তমান অর্থ "ভাত"), মুরগ (পাখী—প্রাচীন পারসিক) > মুরগী (কুক্কুট); মনুষ্য > মুনিশ (দিন মজুর); কাগজ ("খবরের কাগজ" অর্থে) ইত্যাদি অর্থ সংহতির পরিচয় বহন করে। ইংরাজীতে "হাউন্ড" শব্দটির মূল অর্থ—"যে কোন কুকুর", কিন্তু বর্তমান অর্থ "বিশেষ জাতের কুকুর"। "ডেজার্ট" (আদি অর্থ—"জনহীন স্থান", বর্তমান অর্থ—"মরুভূমি"), "এ্যাকসিডেন্ট" (আদি অর্থ—"আকস্মিক ঘটনা" বর্তমানে "দুর্ঘটনা"), মীটে (খাদ্য) > মীট (মাংস) ইত্যাদি স্মরণীয়।

অর্থ পরিবর্তন—শব্দের গৌণ অর্থ মুখ্য হয়ে দাঁড়ালে অনেক সময় মূল অর্থের সঙ্গে তার সংযোগ ক্ষীণ হয়ে পড়ে। তখন অর্থান্তরের ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে। সংস্কৃতে "ঘর্ম" শব্দটির অর্থ ছিল "গরম"। কিন্তু বাংলায় দাঁড়িয়েছে "ঘাম"। গরমের প্রভাবেই যে ঘামের উৎপত্তি, সম্ভবতঃ এটি তারই স্বীকৃতি। অনুরূপ ভাবে পাত্র (আদি অর্থে "আধার") শব্দটি "কন্যা সম্প্রদানের আধার" এই অর্থে বিবাহার্থী ব্যক্তিকেও বুঝিয়ে থাকে। "তত্ত্ব" আদি অর্থ—সংবাদ, বর্তমান অর্থ—উপহার। কারণ অতীতে জনের সংবাদ নিতে হলে তাঁর বা উপহারসহ পত্র বাহক পাঠানো সেই থেকে তত্ত্ব শুধু সংবাদ নয় উপহারও। সন্দেশ (আদি অর্থ স এই ভাবেই শেষ পর্যন্ত মি পর্যবসিত হয়েছে। বশিষ্ঠ ি রামের গুরু। অনেক ক্ষেত্রে দূতের কাজও করেছেন। তাঁর উর্দু "বশিঠ" (দূত) শব্দটি নিয়েছে। ইংরাজীতে 'ভিলেন', প্রভৃতি শব্দের অর্থ বিবর্তনের তো আগেই বলেছি।

অর্থের উন্নতি—শব্দের প্রচলিত পরিত্যক্ত হয়ে উন্নত অর্থ প্রব হলে তাকে বলে অর্থের উন্ন যেমন—মন্দির আদি অর্থ " বর্তমানে "দেবালয়"; "সম্ভ্রম" অর্থ "ভয়", বর্তমানে "শ্র "অতিথি" আদি অর্থ "আগন বর্তমানে "বিশিষ্ট অভ্যাগ ইংরাজীতে 'সাক্সেস' (আদি অ ফল) বর্তমানে "সাফল্য", 'ই (আদি অর্থ—ধর্মীয় গোঁড় বর্তমানে 'উৎসাহ'।

অর্থের অবনতি—শব্দের উন্নত পরিত্যক্ত হয়ে হীন অর্থ প্রব হলে তাকে বলে অর্থের অবন যেমন, "রাগ" আদি অর্থ "আক বর্তমানে "ক্রোধ" কে বোঝায়, " আদি অর্থ—অন্য, বর্তমানে—অ "খুন" আদি অর্থ রক্ত (ফ বর্তমানে হত্যা; বুজর্গ (জ্ঞানী—ধ > বুজরুক (কপটাচারী), ইংরা নটোরিয়াস্ (আদি অর্থ—খ্যাত বর্তমানে—কুখ্যাত) 'লাস্ট' আদি 'অভিলাষ' বর্তমানে 'অবৈধ ে 'সিলি' কথাটির অর্থেরও অ ঘটেছে।

সুভাষণ—অনেক সময় রূঢ়, ে বা ভীতিজনক বক্তব্য প্রকাশ গিয়ে আমরা বাক্ছলের আশ্রয় থাকি। তাকে বলে সুভাষণ। যে 'চোর' না বলে 'নিশি কু 'প্রস্রাবাগার' না বলে 'কলঘর' ভাবে 'মহারাজ' (এই হিন্দী ক অর্থ রাঁধুনি), 'সুরদাস' অন্ধ (—হিন্দী), চাল বাড়ন্ত (অন্ন আসি (যাই—এই অর্থে), স্বর্গলাভ (মৃত্যু), হাত টান (মায়ের দয়া (বসন্ত) ইত্যাদি উৎপত্তি হয়েছে। কোনো লজ্জা বা গোপনীয় বিষয়ের উপস্থাপ আমরা বাক্ছলের আশ্রয় নিয়ে ই ইংরাজীতে এই জাতীয় ি প্রসঙ্গকে বলে 'ট্যাবুরেফারেন্স' দৃষ্টান্ত বাথরুম, টয়লেট; এই শব্দগুলির অর্থই 'প্রস্রাবাগার'। সময়ে কোন ব্যক্তিকে সম্মান জ গিয়েও আমরা সুভাষণের আশ্রয় থাকি। যেমন, বাড়ীতে একটু ধূলি" দেবেন, এই "অধমের" হরিনাথ ইত্যাদি। উর্দুতে অ বাড়ীকে বলা হয় "দৌলতখানা" গৃহকর্ত্তা নিজের বাড়ীকে "গরীবখানা"। এও সুভাষণের দৃ এইভাবে অর্থ বদল হয়ে আরও না অনর্থ সৃষ্টি করছে তা হি বাইরে।

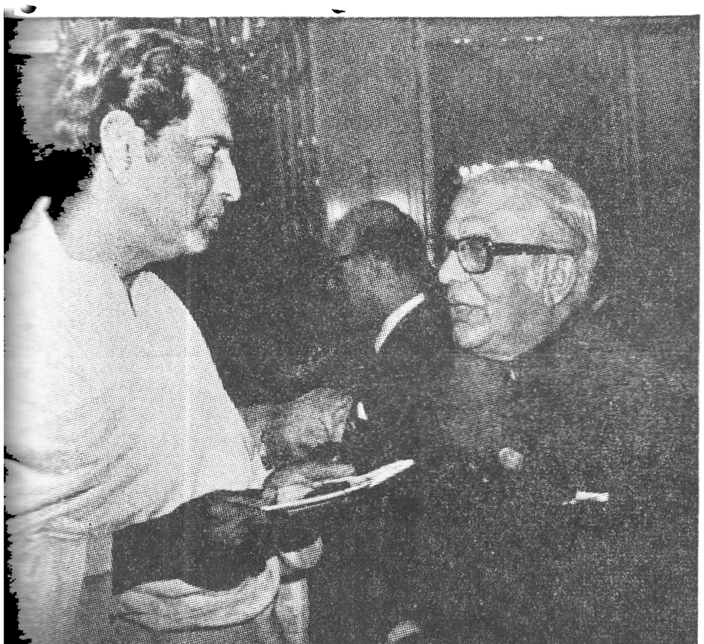
ফেষ্টিভ্যালের ছবি

মনুজেন্দ্র ভঞ্জ

...বীর বিভিন্ন দেশে তোলা ...রের প্রদর্শনী কলকাতায় ...নো না হলেও, সম্প্রতি ...অন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ... বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে এ-...ল্ম-প্রেমীদের কাছে স্মরণীয় ...। আঠারটি দেশের মোট পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি পক্ষকাল-উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। ...এগুলি ছবি দেখার সুযোগ কখনো হয়নি—অন্ততঃ ...দের ব্যবস্থাপনায় সাংবাদিক ...লোচকরা এই সুযোগ পেয়ে-

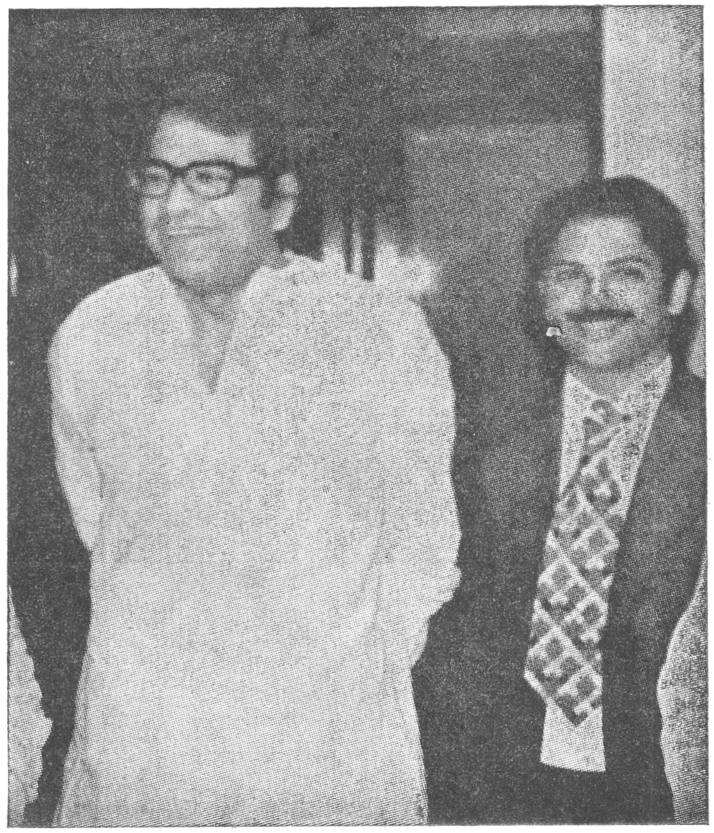
... সেই কর্মকর্তাদের তাই ধন্যবাদ ...। আর এ প্রসঙ্গে আন্তরিক ...ন্দন জানাই পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্র-... সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে যাঁর ...ন্ত প্রচেষ্টা এ রাজ্যের ছায়াছবির ...সে এই অভূতপূর্ব সাফল্যের অনেকখানি দায়ী।

...ন্তর্জাতিক উৎসবে যোগদানকারী ... দেশের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলিই ...র্শিত হবে—এটাই সাধারণ প্রত্যাশা। ...ই প্রত্যাশা অবশ্য অপূর্ণ থেকে যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। যাঁরা নিয়মিতভাবে বিদেশের নামকরা ফেষ্টিভ্যালগুলিতে যোগ দিয়ে থাকেন এ কথা তাঁদের কাছেই শোনা। কলকাতা উৎসবের উদ্বোধনী ভাষণে সত্যজিৎ রায়-ও বল্লেন, সত্যি-কার উচ্চমানের ছবির প্রাচুর্য কোন ফেষ্টিভ্যালেই থাকে না। তবে তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন কলকাতায় বিভিন্ন দেশের যে-সব ফিল্ম দেখান হবে তার মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক নতুন প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যাবে, ভাবী-কালের ইঙ্গিতবাহী সম্ভাবনার সূচনা থাকবে।



অন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল উদ্বোধনের পর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী এ. এল. ডায়াসের সঙ্গে আলাপরত শ্রীসত্যজিৎ রায়।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এবারকার আন্ত-র্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব চিত্রামোদীদের নিরাশ করে নি। কুরোসাওয়া, হিচকক্ ও প্যাসোলিনি ছাড়া তাঁদের সম-পর্যায়ের কোন পরিচালকের ছবি এই উৎসবের অন্তর্ভুক্ত না হলেও আরো অন্ততঃ ডজন খানেক ছবির নাম করা যায়, যে গুলি বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে এবং ব্যঞ্জনার বৈচিত্র্যে দর্শকদের আবিষ্ট করে রাখে।



ফেষ্টিভ্যালে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় ও রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখ্য ফ্রান্স, জাপান ও হাঙ্গেরি-র কয়েকটি ছবি।

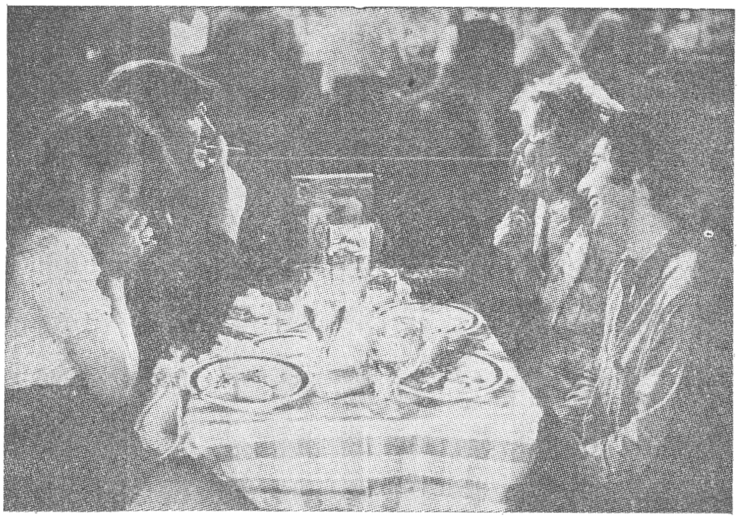
কোস্‌টা গাভরা পরিচালিত ফরাসী ছবি "জেড" একটি রাজনৈতিক হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে তোলা হয়েছে। গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছেন বিরোধী দলের এক নেতা। সরকারী মহল যখন নিছক দুর্ঘটনা বলে ব্যাপারটি চাপা দেবার চেষ্টা করছে, তখন এক তরুণ ম্যাজিষ্ট্রেট ও একজন সাংবাদিকের যুগ্ম প্রয়াসে ধাপে ধাপে রহস্য ভেদ হয়েছে। যে ভাবে তা চিত্রায়িত হয়েছে তা সিনেমা-শৈলীর একটি বিশিষ্ট নিদর্শন। কোস্‌টা গাভরার পরিচালনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তিনি কোথাও আতিশয্যের আশ্রয় নেন নি তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে। সিনেমার ভাষায় তা স্বতঃ-সিদ্ধভাবেই ফুটে উঠেছে। গ্রীসের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে ছবিটির গল্প। গ্রীক ভাষায় জেড-এর অর্থ "সে বেঁচে আছে।"

জাপানী পরিচালক নাগিসা ওসিমা-র দু'খানি ছবি কলকাতার ফেষ্টিভ্যালে দেখান হয়েছে। বিষয়বস্তু ও প্রয়োগ-রীতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের দুটি। "ডেথ বায় হ্যাঙ্গিং" মৃত্যুদন্ডের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। খুনের দায়ে নায়কের ফাঁসির হুকুম হয়েছে, কিন্তু তার অপরাধের স্মৃতি গেছে হারিয়ে।



ফেষ্টিভ্যালে পশ্চিম জার্মানীর প্রতিনিধি রুথ্‌লে ফোমের সঙ্গে সন্ধ্যা রায় [illegible] ও সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়।

চিত্রমঞ্চের এ-কোণ ও-কোণ



ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত ছবি 'স্কেয়ারক্রো'-র একটি দৃশ্য।



অনুষ্ঠানে উপস্থিত উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী

লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে জেলের ডাক্তার, পাদ্রি, ওয়ার্ডার সবাই মিলে তার জীবনের ঘটনাবলী তার সামনে তুলে ধরেছে তারই ভূমিকায় অভিনয় করে। তাই করতে গিয়ে প্রত্যেকে নিজের নিজের ভন্ডামির মুখোস খুলে ফেলেছে। কৌতুক, ব্যঙ্গ ও ফ্যান্টাসির মধ্য দিয়ে ওসিমা তাঁর বক্তব্য নিপুণ-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এ-ছবিতে।

ওসিমা-র দ্বিতীয় ছবি "দ্য বয়"—একটি দশ বছরের বালককে ঘিরে। দায়িত্বজ্ঞানহীন বাপ-মায়ের প্ররোচনায় ছেলেটি গাড়ি-চাপা পড়ার ভান করে, এবং হাঙ্গামা এড়াতে কী ভাবে গাড়ির চালক নগদ টাকার বিনিময়ে বাপ-মায়ের মুখ বন্ধ করে তাই নিয়ে গল্প। এরই মধ্য দিয়ে ওসিমা সমকালীন সমাজ জীবনের একটি করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। সত্য ঘটনা অবলম্বনে দুটি ছবিরই কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। পরিচালকের নৈপুণ্যে ব্যক্তিগত কাহিনী সার্বজনীন আবেদনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। ওসিমার সাফল্য সেইখানে।

হাঙ্গেরির ছবি "ড্রিমিং ইয়ুথ" নিউ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতের পঞ্চম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের শ্রেষ্ঠ চিত্রের সম্মান লাভ করেছিল। দুটি সমান্তরাল কাহিনীর ভিতর দিয়ে ছোটদের মনে বড়দের প্রভাব কী ভাবে ছায়াপাত করে, তাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই ছবিতে। নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ছোটরা আবার বড়দের ধ্যান-ধারণাকে সংশোধন করে নেয়। এমনিভাবেই যুগে-যুগে দৃষ্টিভঙ্গী পালটাতে থাকে। ছোটদের আন্তরিক অভিনয় ও ইয়ানো রোৎসার নিপুণ পরিচালনা এ-ছবির বিশিষ্ট আকর্ষণ।

হাঙেগরির আর একটি ছবি "লভ" (পরিচালকঃ ক্যারলি ম্যাক্) দুটি নারীর স্নেহ-বন্ধনের কাহিনী। রুগ্না শাশুড়ীর পরিচর্যা করে তরুণী বধু। তার স্বামী রাজনৈতিক বন্দী। পাছে বৃদ্ধা মায়ের মনে আঘাত লাগে তাই বধু মিথ্যার আশ্রয় নেয়। বৃদ্ধা জানেন তাঁর ছেলে আমেরিকায় ফিল্ম পরি-চালকদের মধ্যে অগ্রগণ্য, প্রচুর যশ ও অর্থের অধিকারী। মাকে বধু নকল চিঠি পড়ে শোনায়। শীগগিরই ছেলে তাঁকে দেখতে দেশে ফিরবে শুনে তিনি আশায় বুক বাঁধেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানান তার আগে যেন মৃত্যু না আসে। ছেলে একদিন হঠাৎ-ই ছাড়া পায়। মা কিন্তু সেদিন আর নেই। অত্যন্ত সাদাসিদে গল্প। গ্রন্থনার গুণে এবং অভিনেতৃদের আন্তরিকতার স্পর্শে দর্শকদের চোখ সজল হয়ে ওঠে।

যৌন রূপান্তরের ঘটনা মাঝে মাঝে সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় দেখা যায়। স্পেনের ছবি "মাই ডিয়ারেস্ট সেনোরিটা" এমনি এক ঘটনাকে ঘিরে।

(শেষাংশ ১৪৩ পৃষ্ঠায়)



ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত একমাত্র ভারতীয় ছবি বেনেগালের 'নিশান্ত'-এর একটি দৃশ্য

কলকাতা

ক

...লিগুড়ি ও আগরতলা

প্রথম অধিবেশন

বন্দেমাতরম্
সুভাষিত
সংগীতাঞ্জলি
চাষীভাইদের বলছি
কথিকা
লোকগীতি
দেশবন্দনা
অঞ্জলি দে ঃ গীটার
বৃন্দগান ঃ পরিবেশনা আকাশবাণীর সমূহ-গীতি-কণ্ঠ
আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাংলা ও ইংরেজী)
সরস্বতী দাস ঃ কীর্তন
বাংলা সংবাদ
স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
গীতবিতান ঃ রবীন্দ্রসংগীত
বাংলা কথিকা
নজরুলগীতি
জেলার চিঠি
পূর্ণচন্দ্র দাস ও সহশিল্পিবৃন্দ লোকগীতি
শেফালী মুখোপাধ্যায় আধুনিক
অবকাশরঞ্জন +
বাংলা সংবাদ
সংগীত শিক্ষার আসর পরিচালনা ঃ কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

অনুরোধের আসর + নজরুলগীতি, দ্বিজেন্দ্রগীতি, অতুলপ্রসাদী ও রজনীকান্তের গান
মজদুরমণ্ডলী গ্রামীণ শিল্পের উন্নতিতে দৃষ্টিপাত হোক বিজ্ঞানীর ঃ কথিকা ঃ রমেন মজুমদার; গীত ও গজল
অনুরোধের আসর +
বাংলা সংবাদ
অঞ্জলি দে ঃ গীটার
সুর ও বাণী ঃ বিমলভূষণ
গীতলেখা + (নির্বাচিত রবীন্দ্রসংগীত)
আবহবার্তা
বাংলা সংবাদ
গিরিশচন্দ্র ঃ বাংলা নাটক; রচনা ঃ দেবনারায়ণ গুপ্ত; প্রযোজনা শ্রীধর ভট্টাচার্য

৩-২৫ অবকাশরঞ্জন +
৩-৩০ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

৩-৪৫ গল্পদাদুর আসর
৪-১৫ স্পোর্টস্ সার্ভিস (দিল্লী থেকে পুনঃ-সম্প্রচার)
৫-৫০ অমলেন্দু পাল ভজন
৬-০০ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা
৬-০৫ সাঁওতালী অনুষ্ঠান
৬-১০ সাঁওতালী সংবাদ
৬-১৫ সাঁওতালী অনুষ্ঠান
৬-৩৫ শ্রীভবন ঃ সূচীশিল্প কথা; কাপড়ের ব্যাগে কুরুশের কাজ ঃ আলোচনা; কম লোকের সংসারে বসবাসের কষ্ট কেন আলোচনা; নানাকথা
৬-৫৫ কৃষিকথার আসর বেতারে কৃষক প্রশিক্ষণ ঃ পর্যালোচনা; ক্ষেত খামারে সাফল্য; চিঠির উত্তর; আবহাওয়ার খবর
৭-২৫ মণ্ডলের সংসার
৭-৩৫ বাংলা সংবাদ
৭-৪৫ সমীক্ষা
৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৮-০০ সবিনয় নিবেদন
৮-১৫ এ মাসের গান
৮-২০ শেফালী মুখোপাধ্যায় গীত ও গজল
৮-৩০ পূর্ণচন্দ্র দাস ও সহশিল্পিবৃন্দ লোকগীতি
৮-৪৫ আধুনিক (শিলিগুড়ি ও আগরতলা হিন্দী সংবাদ)
৯-০০ সরস্বতী দাস ঃ কীর্তন
৯-১৫ ইংরেজী কথিকা
৯-৩০ ছায়াছবির গান +
১০-০০ সংবাদ পরিক্রমা
১০-০৫ বাংলা সংবাদ
১০-১৫ সংবাদ বিচিত্রা
১০-৩০ লোকগীতি
১০-৪০ নজরুলগীতি
১০-৫০ গীতবিতান রবীন্দ্রসংগীত
১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি

কলকাতা খ

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৬-০০ হিন্দী সংবাদ
৬-০২ ইংরেজী সংবাদ
৬-০৫ সুবন্ধ সংগীত ভীমসেন যোশী ঃ খেয়াল (শুদ্ধ টোড়ি, ভাটিয়ার, আশাবরী টোড়ি ও বৃন্দাবনী সারং)
৬-২০ বাংলা সংবাদ
৬-৩০ শ্যামাসংগীত
৬-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৭-০০ সংস্কৃত সংবাদ
৭-০৫ তপনকুমার দত্ত ঃ গীটার
৭-১০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৭-৪০ অঞ্জলি দে ঃ গীটার
৭-৪৫ সংস্কৃত শিক্ষা
৮-০০ হিন্দী সংবাদ
৮-১০ ইংরেজী সংবাদ
৮-২০ অমলেন্দু পাল ঃ ভজন
৮-৩০ মুস্তাক আলি খাঁ সেতার
৯-০০ নিউজ লেটার ইন হিন্দী
৯-০৫ অবকাশরঞ্জন +
৯-১০ খেয়াল
৯-৩০ অবকাশরঞ্জন +
৯-৩৫ শিশুমহল ঃ ভারতীয় রূপকথা ঃ আসামের রূপকথা; গান; বাজনা; আবৃত্তি
১০-০০ ইংরেজী সংবাদ
১০-০২ বাংলা সংবাদ
১০-০৫ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১২-৩০* কলিং অল চিলড্রেন
১-০০ ইংরেজী সংবাদ
১-০৫ বেণু চট্টোপাধ্যায় ঃ বাঁশী
১-৩০ ললিতা উভয়কর ঃ খেয়াল
২-০০ ইংরেজী সংবাদ
২-১০ ঠুংরী +
২-২০ গজল +
২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ
৩-০০ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

৬-০০ ইংরেজী সংবাদ
৬-০৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা
৬-১০ বেণু চট্টোপাধ্যায় ঃ বাঁশী
৬-৩৫ অমলেন্দু পাল ঃ ভজন
৬-৪৫ ঠুংরী
৬-৫৫ মজদুরমণ্ডলী শিল্পের অগ্রগতি ঃ কুটীর-শিল্পে; গীত ও আধুনিক +
৭-১৫ সরস্বতী দাস ঃ কীর্তন
৭-৩০ অঞ্জলি দে ঃ গীটার
৭-৩৫ নীতিশ দত্তরায় অতুলপ্রসাদের গান
৭-৫০ শেফালী মুখোপাধ্যায় ভজন
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ (খেলাধুলা)
৮-০৫ রবীন্দ্রসংগীত
৮-১৫ বেণু চট্টোপাধ্যায় বাঁশী
৮-২৫ শ্যামাসংগীত
৮-৩৫ শ্রাবণী দত্তচৌধুরী আধুনিক
৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ
৯-০০ ইংরেজী সংবাদ
৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান
৯-২৫ অবকাশরঞ্জন +
৯-৩০ ঘটনা প্রবাহ
১০-০০ খেয়াল
১০-৩০ মুস্তাক আলি খাঁ সেতার
১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি

কলকাতা গ

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান
সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা—রাত ১১টা
পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
(প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন ৫০৮·৫ মীঃ)

প্রথম অধিবেশন

৮-২০ বাংলা সংবাদ
৮-৩০ দেশগান
৮-৪০ শ্রাবণী দত্তচৌধুরী আধুনিক
৮-৫০ লোকগীতি
৯-০০ মহম্মদ ফারুক ঃ গীত
৯-০৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৯-৩৫ মহম্মদ ফারুক ঃ গীত
৯-৪০ তপনকুমার দত্ত ঃ গীটার
৯-৫০ রবীন্দ্রসংগীত
১০-০০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

২-৩০ মহম্মদ ফারুক ঃ গীত
২-৪০ তপনকুমার দত্ত ঃ গীটার
২-৫০ শ্রাবণী দত্তচৌধুরী আধুনিক
৩-০০ লোকগীতি
৩-১০ রবীন্দ্রসংগীত
৩-২০ নজরুলগীতি
৩-৩০ মহম্মদ ফারুক ঃ গজল
৩-৪০ লোকগীতি
৩-৫০ রবীন্দ্রসংগীত
৪-০০ অঞ্জলি দে ঃ গীটার
৪-১০ লোকগীতি
৪-২০ নীতিশ দত্তরায় নজরুলগীতি
৪-৩০ মুস্তাক আলি খাঁ ঃ সেতার
৫-০০ সমাপ্তি

কলকাতা

ক

শিলিগুড়ি ও আগরতলা

*

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৫ বন্দেমাতরম্
৬-০০ সুভাষিত
৬-০৫ সংগীতাঞ্জলি
৬-২৫ চাষীভাইদের বলছি
কথিকা
৬-৩০ লোকগীতি
৬-৪৫ দেশবন্দনা
৬-৫৫ সত্য মজুমদার ঃ বেহালা
৭-০০ ভজন
(শিলিগুড়ি ঃ ইংরেজী সংবাদ; অতঃপর সংগীত +‡)
৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাংলা ও ইংরেজী)
৭-১৫ পান্নালাল বসু ঃ নাত
৭-২৫ বাংলা সংবাদ
৭-৩৫ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৭-৪০ বনানী ঘোষ
রবীন্দ্রসংগীত
৮-০০ বাংলা কথিকা
(শিলিগুড়ি ঃ ৮-১০ মিঃ ইংরেজী সংবাদ, সংগীত +)
৮-১৫ শেফালী ঘোষ ঃ আধুনিক
৮-৩০ লোকগীতি
৮-৪৫ সোমা মিত্র ঃ নজরুলগীতি
৯-০০ অবকাশরঞ্জন +
৯-০৫ বাংলা সংবাদ
৯-১০ রবীন্দ্রসংগীত
৯-২০ আধুনিক
৯-৩০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১২-৩০* উনো জমির দুনো ফসল
১২-৫০ মজদুরমন্ডলী
শিল্পের অগ্রগতি ঃ কুটীর-শিল্পে; কথিকা; গীত ও আধুনিক +
১-১০ রবীন্দ্রসংগীত +
(গীতাঞ্জলি)
১-৩০ বাংলা সংবাদ
১-৪০ আঞ্চলিক সংগীত
১-৫০ মহিলামহল
সোনালি স্বপ্ন ঃ সংগীতালেখ্য; রচনা ঃ সুনীল দত্ত; সংগীত ঃ অরুণ দত্ত; প্রযোজনা ঃ অশোক বিশ্বাস
২-২৬ আবহবার্তা
২-৩০ বাংলা সংবাদ
২-৩৫ সত্য মজুমদার ঃ বেহালা
২-৪০ অনিল সরকার
লোকগীতি
২-৫০ লীনা বটব্যাল
শ্যামাসংগীত –
৩-০০ অনুরোধের আসর +
৩-৩০ সমাপ্তি



মধু গুপ্ত ঃ এঁর রচিত নাটক, রূপক ও গান পরিবেশিত হয় আকাশবাণী কলকাতা থেকে

তৃতীয় অধিবেশন

৫-১৫ স্পোর্টস্ সার্ভিস
৫-৫০ লোকগীতি
৬-০০ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা
৬-০৫ সাঁওতালী অনুষ্ঠান
৬-১০ সাঁওতালী সংবাদ
৬-১৫ সাঁওতালী অনুষ্ঠান
৬-৩৫ তরজা
৬-৫৫ কৃষিকথার আসর
গ্রামাঞ্চলের কথা; কৃষিকথার সাপ্তাহিক পর্যালোচনা ঃ অলোচনা; চিঠির উত্তর; দৈনিক বাজার দর; আবহাওয়ার খবর।
৭-২৫ কমলা বসু ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৭-৩৫ বাংলা সংবাদ
৭-৪৫ সমীক্ষা
৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৮-০০ বাংলা কথিকা
৮-১৫ নজরুলগীতি
৮-৩০ সাময়িক প্রসঙ্গ/সংগীত
৮-৪৫ বুদ্ধদেব রায় ও সহশিল্পিবৃন্দ ঃ লোকগীতি
৯-০০ সোমা মিত্র ঃ আধুনিক
৯-১৫ ইংরেজী কথিকা
৯-৩০ অনুরোধের আসর +
(রবীন্দ্রসংগীত)
১০-০০ সংবাদ পরিক্রমা
১০-০৫ বাংলা সংবাদ
১০-১৫ শেফালী ঘোষ ঃ কীর্তন
১০-৩০ অতুলপ্রসাদের গান
১০-৪০ বুদ্ধদেব রায় ও সহশিল্পিবৃন্দ ঃ লোকগীতি
১০-৫০ রজনীকান্তের গান
১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি

কলকাতা খ

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৬-০০ হিন্দী সংবাদ
৬-০২ ইংরেজী সংবাদ
৬-০৫ সুবন্ধ সংগীত
কানাই দত্ত ঃ তবলা (একতাল, জ্যোতিতাল, আড়া চৌতাল ও তিনতাল)
৬-২০ বাংলা সংবাদ
৬-৩০ রবীন্দ্রসংগীত
৬-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৭-০০ সংস্কৃত সংবাদ
৭-০৫ গীটার +
৭-১০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৭-৪০ সত্য মজুমদার ঃ বেহালা
৭-৪৫ হিন্দী শিক্ষা
৮-০০ হিন্দী সংবাদ
৮-১০ ইংরেজী সংবাদ
৮-২০ সোমা মিত্র ঃ নজরুলগীতি
৮-৩০ অমরেশচন্দ্র চৌধুরী
খেয়াল
৯-০০ নিউজ লেটার ইন ইংলিশ
৯-০৫ অবকাশরঞ্জন +
৯-১০ সংবাদ বিচিত্রা
৯-২৫ গীটার
৯-৩০ সাজ্জাদ হোসেন ও সহশিল্পিবৃন্দ ঃ সানাই
১০-০০ ইংরেজী সংবাদ
১০-০২ বাংলা সংবাদ
১০-০৫ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১-০০ ইংরেজী সংবাদ
১-০৫ শরণরাণী ঃ সরোদ
জে. এন. গোস্বামী
বেহালা
১-৩০ সুরেন্দ্র সিং ও তেজপাল সিং ঃ খেয়াল (যুগলবন্দী)
২-০০ ইংরেজী সংবাদ
২-১০ নজরুলগীতি +
২-২০ ঠুংরী +
২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ
৩-০০ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

৬-০০ ইংরেজী সংবাদ
৬-০৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (ইংরেজী)
৬-১০ অমরেশচন্দ্র চৌধুরী
খেয়াল
৬-৩৫ শেফালী ঘোষ ঃ টপ্পা
৬-৪৫ অতুলপ্রসাদের গান
৬-৫৫ মজদুরমন্ডলী
ন্যূনতম মজুরী আইন রূপায়ণ সমস্যা ঃ আলোচনা
৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা
৭-৩০ সত্য মজুমদার ঃ বেহালা
৭-৩৫ বিদ্যার্থীদের জন্য
(ষষ্ঠ শ্রেণী)
৭-৫৫ গীটার
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ
(খেলাধুলো)
৮-০৫ পান্নালাল বসু ঃ গজল
৮-১৫ সংবাদ বিচিত্রা (খেলাধুলো)
৮-২৫ অতুলপ্রসাদের গান +
৮-৩৫ মধুমন্তী ঃ আধুনিক
৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ
৯-০০ ইংরেজী সংবাদ
৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান
৯-২৫ অবকাশরঞ্জন +
৯-৩০ ইংরেজী কথিকা
৯-৪৫ বনানী ঘোষ
রবীন্দ্রসংগীত
১০-০০ ভারতী ভট্টাচার্য ঃ খেয়া
ও ঠুংরী
১০-৩০ সাজ্জাদ হোসেন ও সহশিল্পিবৃন্দ ঃ সানাই
১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি

কলকাতা গ

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; ১০-১৫ মি —১২-৩০ মিনিট; দুপুর ২টা—রাত ১১টা

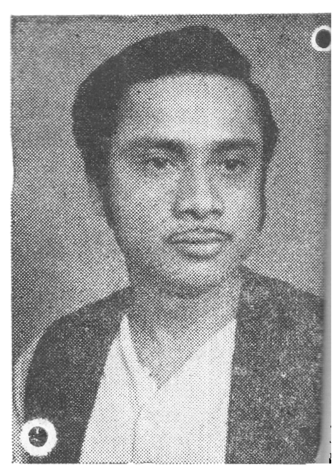
পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান

প্রথম অধিবেশন

৮-২০ বাংলা সংবাদ
৮-৩০ দেশগান
৮-৪০ লীনা বটব্যাল
অতুলপ্রসাদের গান
৮-৫০ অনিল সরকার
লোকগীতি
৯-০০ সত্য মজুমদার ঃ বেহালা
৯-০৫ কলকাতা ক-এর অনুরূ
৯-১০ কল্যাণী দত্ত ঃ কীর্তন
৯-২৫ সত্য মজুমদার ঃ বেহালা
৯-৩০ রবীন্দ্রসংগীত
৯-৪০ অনিল সরকার
লোকগীতি
৯-৫০ মধুমন্তী ঃ আধুনিক
১০-০০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

২-৩০ রবীন্দ্রসংগীত
২-৪০ গীটার
২-৫০ লোকগীতি
৩-০০ কলকাতা ক-এর অনুরূ
৩-৩০ লীনা বটব্যাল
অতুলপ্রসাদের গান
৩-৪০ পান্নালাল বসু ঃ গীত
৩-৫০ রবীন্দ্রসংগীত
৪-০০ মধুমন্তী ঃ আধুনিক
৪-১০ কল্যাণী দত্ত ঃ কীর্তন
৪-২০ বুদ্ধদেব রায় ও সহশিল্পিবৃন্দ ঃ লোকগীতি
৪-৩০ ভারতী ভট্টাচার্য ঃ খেয়াল
৫-০০ সমাপ্তি



স্বপনকুমার মজুমদার ঃ লোকগী পরিবেশন করবেন ৩ ফেব্রুয়ারী

* সময়-সংকেত
+ গ্রামোফোন রেকর্ড
‡ এর পর সংবাদ

কলকাতা

ক

[শিলিগুড়ি] ও আগরতলা

*

প্রথম অধিবেশন

বন্দেমাতরম্
সুভাষিত
সংগীতাঞ্জলি
চাষীভাইদের বলছি
কথিকা
লোকগীতি
দেশবন্দনা
প্রদীপকুমার নাথ ঃ গীটার
অতুলপ্রসাদের গান
আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান
পরিচিতি (বাংলা ও
ইংরেজী)
শ্যামাসংগীত
বাংলা সংবাদ
স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
অদিতি সেনগুপ্ত
রবীন্দ্রসংগীত
বাংলা কথিকা
শিলিগুড়ি ঃ ৮-১০ মিঃ
ইংরেজী সংবাদ ;
সংগীত +)
আধুনিক
জেলার চিঠি
লোকগীতি
নজরুলগীতি
অবকাশরঞ্জন +
বাংলা সংবাদ
রবীন্দ্রসংগীত
অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
আধুনিক
সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

ভানো জমির দুনো ফসল
মজদুরমণ্ডলী ঃ ন্যূনতম
মজুরী আইন রূপায়ণ
সমস্যা ঃ আলোচনা
রবীন্দ্রসংগীত +
নাটকের গান
বাংলা সংবাদ
সুপ্তি সেন ঃ ভজন
স্বপনকুমার মজুমদার
লোকগীতি
বিচিত্রিতা +
আবহবার্তা
বাংলা সংবাদ
প্রদীপকুমার নাথ
গীটার
লোকগীতি
শ্যামাসংগীত
রম্যগীতি
সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

স্পোর্টস সার্ভিস
মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্যামাসংগীত
স্থানীয় ঘোষণা ও
আবহবার্তা

৬-০৫ **সাঁওতালী অনুষ্ঠান**
৬-১০ **সাঁওতালী সংবাদ**
৬-১৫ **সাঁওতালী অনুষ্ঠান**
৬-৩৫ **ছোটদের আসর ঃ** যুক্তিতর্ক ঃ বিষয় ঃ আমাদের সঞ্চয়ও দেশের কাজে লাগে; দেবী ভারতীঃ সমবেত গান; রবীন্দ্রসংগীত
৬-৫৫ **পল্লী বেতারগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান ঃ** হাল বলদের কয়েকটি রোগ ও তার প্রতিকার ঃ আলোচনা; নানাকথা; প্রশ্নের উত্তর; দৈনিক বাজার দর; আবহাওয়ার খবর
৭-২৫ **কীর্তন** +
৭-৩৫ **বাংলা সংবাদ**
৭-৪৫ **সমীক্ষা**
৭-৫০ **স্থানীয় সংবাদ** (বাংলা)
৮-০০ **অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** আধুনিক
৮-১৫ **অদিতি সেনগুপ্ত** রবীন্দ্রসংগীত
৮-৩০ **সাময়িক প্রসঙ্গ/সংগীত**
৮-৪৫ **মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়** লোকগীতি
৯-০০ **দ্বিজেন্দ্রগীতি**
৯-১৫ **সংবাদ পরিক্রমা**
৯-২০ **বাংলা সংবাদ**
৯-৩০ **শ্রবণী**
১০-০০ **লোকগীতি**
১০-১৫ **নজরুলগীতি**
১০-৩০ **আধুনিক**
১০-৪০ **শ্যামাসংগীত**
১০-৫০ **রবীন্দ্রসংগীত**
১১-০০ **আবহবার্তা ও সমাপ্তি**

কলকাতা খ

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৫ **কলকাতা ক-এর অনুরূপ**
৬-০০ **হিন্দী সংবাদ**
৬-০২ **ইংরেজী সংবাদ**
৬-০৫ **সুবন্ধ সংগীত** গৌরী ভট্টাচার্য ঃ খেয়াল (বঙ্গাল ভৈরব, দেওগান্ধার হিন্দোল ও হেমবতী)
৬-২০ **বাংলা সংবাদ**
৬-৩০ **ছায়া আচার্য** রবীন্দ্রসংগীত
৬-৪৫ **কলকাতা ক-এর অনুরূপ**
৭-০০ **সংস্কৃত সংবাদ**
৭-০৫ **অমল মুখোপাধ্যায়** গীটার
৭-১০ **কলকাতা ক-এর অনুরূপ**
৭-৪০ **মিহির দত্ত ঃ** ভজন
৭-৪৫ **হিন্দী শিক্ষা**
৮-০০ **হিন্দী সংবাদ**
৮-১০ **ইংরেজী সংবাদ**
৮-২০ **শ্যামাসংগীত**
৮-৩০ **কানাইদাস বৈরাগী** খেয়াল ও ঠুংরী
৯-০০ **নিউজ লেটার ইন হিন্দী**
৯-০৫ **অবকাশরঞ্জন**
৯-১০ **বিচিত্রা ঃ** বাংলা রূপক
৯-২৫ **প্রদীপকুমার নাথ ঃ** গীটার
৯-৩০ **গোবিন্দচন্দ্র আড্ডি** সেতার
১০-০০ **ইংরেজী সংবাদ**
১০-০২ **বাংলা সংবাদ**
১০-০৫ **সমাপ্তি**

দ্বিতীয় অধিবেশন

১-০০ **ইংরেজী সংবাদ**
১-০৫ **গোবিন্দচন্দ্র আড্ডি** সেতার
১-৩০ **কানাইদাস বৈরাগী** খেয়াল
২-০০ **ইংরেজী সংবাদ**
২-১০ **আধুনিক** +
২-৩০ **মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ**
৩-০০ **সমাপ্তি**

তৃতীয় অধিবেশন

৬-০০ **ইংরেজী সংবাদ**
৬-০৫ **স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা** (ইংরেজী)
৬-১০ **নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়** সুরশৃঙ্গার
৬-৩৫ **রবীন্দ্রসংগীত**
৬-৪৫ **মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়** আধুনিক
৬-৫৫ **মজদুরমণ্ডলী** হিন্দী অনুষ্ঠান; আধুনিক +
৭-১৫ **বাণিজ্যবার্তা**
৭-৩০ **প্রদীপকুমার নাথ ঃ** গীটার
৭-৩৫ **বিদ্যার্থীদের জন্য** (সপ্তম শ্রেণী)
৭-৫৫ **অমল মুখোপাধ্যায়** গীটার
৮-০০ **ইংরেজী সংবাদ** (খেলাধুলা)
৮-০৫ **আধুনিক**
৮-১৫ **বেতার সংবাদ বিচিত্রা**
৮-২৫ **ভজন** +
৮-৩৫ **রবীন গুপ্ত** রবীন্দ্রসংগীত
৮-৪৫ **হিন্দী সংবাদ**
৯-০০ **ইংরেজী সংবাদ**
৯-১৫ **উল্লেখ্য অনুষ্ঠান**
৯-২৫ **অবকাশরঞ্জন** +
৯-৩০ **অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে কথিকা** (দিল্লী থেকে পুনঃসম্প্রচার)
৯-৪৫ **যন্ত্রসংগীত**
১০-০০ **ক্ল্যাসিকাল মিউজিক কনসার্ট**
১১-০০ **আবহবার্তা ও সমাপ্তি**

কলকাতা গ

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; ১০-১৫ মিঃ —১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা— রাত ১১টা

পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান

(প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন ৫০৮·৫ মীঃ)

প্রথম অধিবেশন

৮-২০ **বাংলা সংবাদ** (৭-২৫ মিনিটে প্রচারিত সংবাদের পুনরাবৃত্তি)
৮-৩০ **দেশগান**
৮-৪০ **লোকগীতি**
৮-৫০ **রবীন গুপ্ত** রবীন্দ্রসংগীত
৯-০০ **সুপ্তি সেন ঃ** আধুনিক
৯-০৫ **কলকাতা ক-এর অনুরূপ**
৯-১০ **সুপ্তি সেন ঃ** আধুনিক
৯-১৫ **অমল মুখোপাধ্যায়** গীটার
৯-২০ **সংগীতিকা** নজরুলগীতি
৯-৩০ **স্বপনকুমার মজুমদার** লোকগীতি
৯-৪০ **রবীন্দ্রসংগীত**
৯-৫০ **মিহির দত্ত ঃ** আধুনিক
১০-০০ **সমাপ্তি**

দ্বিতীয় অধিবেশন

২-৩০ **মিহির দত্ত ঃ** আধুনিক
২-৪০ **অমল মুখোপাধ্যায়** গীটার
২-৫০ **ছায়া আচার্য** রবীন্দ্রসংগীত
৩-০০ **সংগীতিকা** নজরুলগীতি
৩-১০ **দেশগান**
৩-২০ **স্বপনকুমার মজুমদার** লোকগীতি
৩-৩০ **রবীন্দ্রসংগীত**
৩-৪০ **সংগীতিকা** অতুলপ্রসাদের গান
৩-৫০ **সুপ্তি সেন ঃ** আধুনিক
৪-০০ **প্রদীপকুমার নাথ ঃ** গীটার
৪-১০ **লোকগীতি**
৪-২০ **রবীন গুপ্ত** রবীন্দ্রসংগীত
৪-৩০ **নৃসিংহ মুখোপাধ্যায়** সুরশৃঙ্গার
৫-০০ **সমাপ্তি**



মঞ্জু মল্লিকঃ আজ 'ছোটদের আসর'-এ 'যুক্তি-তর্ক' ঃ বিষয় ঃ আমাদের সঞ্চয়ও দেশের কাজে লাগে' শীর্ষক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করবে

* সময়-সঙ্কেত

\+ গ্রামোফোন রেকর্ড

‡ এর পর সংবাদ

কলকাতা

ক

শিলিগুড়ি ও আগরতলা



সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ এ'র বাংলা ও হিন্দী কথিকা বেতারস্থ হয় আকাশবাণী কলকাতা থেকে, আলোচনা-অনুষ্ঠানেও ইনি অংশগ্রহণ করে থাকেন

*

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৫ বন্দেমাতরম্

৬-০০ সুভাষিত

৬-০৫ সংগীতাঞ্জলি

৬-২৫ চাষীভাইদের বলছি
কথিকা

৬-৩০ অতীন রায় ঃ লোকগীতি

৬-৪৫ দেশবন্দনা

৬-৫৫ গীটার

৭-০০ রামকমল চট্টোপাধ্যায়
অতুলপ্রসাদের গান

৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাংলা ও ইংরেজী)

৭-১৫ শ্যামাসংগীত

৭-২৫ বাংলা সংবাদ

৭-৩৫ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)

৭-৪০ সন্তোষ ঠাকুর ও সহশিল্পিবৃন্দ
রবীন্দ্রসংগীত

৮-০০ বাংলা কথিকা

৮-১৫ নিশীথ সাধু
রজনীকান্তের গান

৮-৩০ ভজন

৮-৪৫ সুরসংগম ঃ লোকগীতি

৯-০০ অবকাশরঞ্জন

৯-০৫ বাংলা সংবাদ

৯-১০ স্বপ্না ঘোষাল
রবীন্দ্রসংগীত

৯-২০ আধুনিক

৯-৩০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১২-৩০* উনো জমির দুনো ফসল

১২-৫০ মজদুরমন্ডলী ঃ হিন্দী
অনুষ্ঠান : আধুনিক +

১-১০ রবীন্দ্রসংগীত
প্রেমের গান +

১-৩০ বাংলা সংবাদ

১-৪০ গীত

১-৫০ মহিলামহল
সাহিত্যসভা ঃ দেবী সরস্বতী ঃ কথিকা ঃ সাবিত্রী সেনগুপ্ত; গল্প ঃ তৃপ্তি বসু; স্বরচিত কবিতা ঃ সুনীতি গুপ্ত

২-২৬ আবহবার্তা

২-৩০ বাংলা সংবাদ

২-৩৫ গীটার

২-৪০ প্রতিমা মুখোপাধ্যায়
ভক্তিগীতি

২-৫০ আধুনিক

৩-০০ শিখা ঢ্যাং ঃ শ্যামাসংগীত

৩-১০ লোকগীতি

৩-২০ পুরাতনী

৩-৩০ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

৪-১৫ স্পোর্টস সার্ভিস

৫-৫০ শ্যামাসংগীত
(শিলিগুড়ি ও আগরতলাঃ ৫-১৫ মিঃ সেনাবাহিনীর জন্য অনুষ্ঠান; অতঃপর সংগীত +; ৬টায় ইংরেজী সংবাদ; ৬-০৫ মিঃ হিন্দী সংবাদ)

৬-০০ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা

৬-০৫ সাঁওতালী অনুষ্ঠান

৬-১০ সাঁওতালী সংবাদ

৬-১৫ সাঁওতালী অনুষ্ঠান

৬-৩৫ বিচিত্রানুষ্ঠান ঃ ফুসমন্তর ঃ নাটক; রচনা ও প্রযোজনা ঃ সুধীর সরকার; দৈনিক বাজার দর; আবহাওয়ার খবর

৭-২৫ অতীন রায় ঃ লোকগীতি

৭-৩৫ বাংলা সংবাদ

৭-৪৫ সমীক্ষা

৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)

৮-০০ সন্তোষ ঠাকুর ও সহশিল্পিবৃন্দ
রবীন্দ্রসংগীত

৮-১৫ নিশীথ সাধু
অতুলপ্রসাদের গান

৮-৩০ সাময়িক প্রসঙ্গ/সংগীত
(শিলিগুড়ি ও আগরতলাঃ ৮-৩০ মিঃ সংগীত +)

৮-৪৫ বাংলা কথিকা

৯-০০ আধুনিক

৯-১৫ ইংরেজী কথিকা

৯-৩০ অনুরোধের আসর +

১০-০০ সংবাদ পরিক্রমা

১০-০৫ বাংলা সংবাদ

১০-১৫ সংবাদ বিচিত্রা

১০-৩০ সুরসংগম ঃ লোকগীতি

১০-৪০ রামকমল চট্টোপাধ্যায়
নজরুলগীতি

১০-৫০ স্বপ্না ঘোষাল
রবীন্দ্রসংগীত

১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি

কলকাতা খ

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ

৬-০০ হিন্দী সংবাদ

৬-০২ ইংরেজী সংবাদ

৬-০৫ সুবন্ধ সংগীত
পন্ডিত মণিরাম ঃ খেয়াল (সুন্দরকোলি, গুণকোলি, দেশী টোড়ি ও হাম্বীর বাহার)

৬-২০ বাংলা সংবাদ

৬-৩০ রবীন্দ্রসংগীত

৬-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ

৭-০০ সংস্কৃত সংবাদ

৭-০৫ শিখা ঢ্যাং ঃ শ্যামাসংগীত

৭-৪০ নীতিশ রায় ঃ গীটার

৭-৪৫ হিন্দী শিক্ষা

৮-০০ হিন্দী সংবাদ

৮-১০ ইংরেজী সংবাদ

৮-২০ শ্যামাসংগীত

৮-৩০ ভি, জি, যোগ ঃ বেহালা

৯-০০ নিউজ লেটার ইন হিন্দী

৯-০৫ অবকাশরঞ্জন

৯-১০ সেতার

৯-৩০ শ্রীকান্ত বাকরে ঃ খেয়াল

১০-০০ ইংরেজী সংবাদ

১০-০২ বাংলা সংবাদ

১০-০৫ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১-০০ ইংরেজী সংবাদ

১-০৫ সেতার

১-৩০ মালিনী রাজুরকর ঃ খেয়াল

২-০০ ইংরেজী সংবাদ

২-১০ আধুনিক +

২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ

৩-০০ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

৬-০০ ইংরেজী সংবাদ

৬-০৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা

৬-১০ শিখা ঢ্যাং ঃ শ্যামাসংগীত

৬-২০ জয়গুরু কীর্তন সম্প্রদায়
কীর্তন

৬-৩৫ সেতার

৬-৪৫ রাগপ্রধান

৬-৫৫ মজদুরমন্ডলী
মহাভারতের কথা; ভক্তিগীতি +

৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা

৭-৩০ নীতিশ রায় ঃ গীটার

৭-৩৫ বিদ্যার্থীদের জন্য
(অষ্টম শ্রেণী)

৭-৫৫ নীতিশ রায় ঃ গীটার

৮-০০ ইংরেজী সংবাদ
(খেলাধুলা)

৮-০৫ হিন্দী কার্যক্রম

৮-৩৫ গীত +

৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ

৯-০০ ইংরেজী সংবাদ

৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান

৯-২৫ অবকাশরঞ্জন +

৯-৩০ ইংরেজী কথিকা

৯-৪৫ স্বপ্না ঘোষাল
রবীন্দ্রসংগীত

১০-০০ শ্রীকান্ত বাকরে ঃ খেয়াল

১০-৩০ ভি, জি, যোগ ঃ বেহালা

১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি

কলকাতা গ

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; ১০-১৫ মি —১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা — রা ১১টা

পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান

(প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন ৫০৮.৫ মীঃ)

প্রথম অধিবেশন

৮-২০ বাংলা সংবাদ
(৭-২৫ মিনিটে প্রচারিত সংবাদের পুনরাবৃত্তি)

৮-৩০ দেশগান

৮-৪০ প্রতিমা মুখোপাধ্যায়
নজরুলগীতি

৮-৫০ অতীন রায় ঃ লোকগীতি

৯-০০ গজল

৯-০৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ

৯-১০ গজল

৯-১৫ জয়গুরু কীর্তন সম্প্রদা
কীর্তন

৯-৩০ মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য
রবীন্দ্রসংগীত

৯-৪০ গীটার

৯-৫০ লোকগীতি

১০-০০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

২-৩০ মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য
রবীন্দ্রসংগীত

২-৪০ লোকগীতি

২-৫০ নীতিশ রায় ঃ গীটার

৩-০০ শাস্ত্রীয় সংগীত

৩-৩০ রবীন্দ্রসংগীত

৩-৪০ প্রতিমা মুখোপাধ্যায়
আধুনিক

৩-৫০ সুরসংগম ঃ লোকগীতি

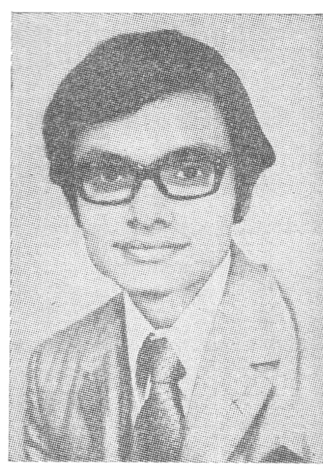
৪-০০ গীটার

৪-১০ মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য
রবীন্দ্রসংগীত

৪-২০ রামকমল চট্টোপাধ্যায়
আধুনিক

৪-৩০ ভি, জি, যোগ ঃ বেহালা

৫-০০ সমাপ্তি



প্রসাদকুমার দাস ঃ ৪ ফেব্রুয়ারী 'আমার প্রিয় গান' পরিবেশন করবেন 'যুববাণী' অনুষ্ঠানে

* সময়-সঙ্কেত + গ্রামোফোন রেকর্ড ‡ এর পর সংবাদ

কলকাতা

ক

শিলিগুড়ি ও আগরতলা

*

প্রথম অধিবেশন

বন্দেমাতরম্
সুভাষিত
সংগীতাঞ্জলি
চাষীভাইদের বলছি
কথিকা
লোকগীতি
দেশবন্দনা
প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গীটার
শিখা ঘোষ ঃ কীর্তন
আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাংলা ও ইংরেজী)
জীবনকৃষ্ণ মন্ডল
শ্যামাসংগীত
বাংলা সংবাদ
স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
রবীন্দ্রসংগীত
বাংলা কথিকা
লোকগীতি
জেলার চিঠি
শ্রীপঞ্চমী ঃ সংগীতালেখ্য
(শিলিগুড়ি ঃ সমাপ্তি)
অবকাশরঞ্জন +
বাংলা সংবাদ
রবীন্দ্রসংগীত
আধুনিক
সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

উনো জমির দুনো ফসল
মজদুরমন্ডলী
মহাভারতের কথা;
ভক্তিগীতি +
রবীন্দ্রসংগীত +
(বসন্ত)
বাংলা সংবাদ
শিখা ঘোষ ঃ রামপ্রসাদী
প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গীটার
উৎসবের দিন +
(নির্বাচিত আধুনিক গান)
আবহবার্তা
বাংলা সংবাদ
প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গীটার
নবীন +
(রবীন্দ্রগীতি-আলেখ্য)
সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

স্পোর্টস্ সার্ভিস
স্বপ্না দে ঃ শ্যামাসংগীত
স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা
সাঁওতালী অনুষ্ঠান
সাঁওতালী সংবাদ



স্বপন কুমার গুপ্ত ঃ 'যুববাণী'-র গীটারশিল্পী

৬-১৫ সাঁওতালী অনুষ্ঠান
৬-৩৫ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি
কবির লড়াই ঃ কথিকা
৬-৪৫ শ্রীপঞ্চমী ঃ চন্দ্রতপন বন্দ্যোপাধ্যায়
৬-৫৫ কৃষিকথার আসর
আমার জমিতে গ্রীষ্মের সবজীর চাষ ঃ আলোচনা; নানাকথা; চিঠির উত্তর; দৈনিক বাজার দর; আবহাওয়ার খবর
৭-২৫ লোকগীতি
৭-৩৫ বাংলা সংবাদ
৭-৪৫ সমীক্ষা
৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৮-০০ বাংলা কথিকা
৮-১৫ শিখা ঘোষ ঃ কীর্তন
৮-৩০ সাময়িক প্রসঙ্গ/সংগীত
৮-৪৫ রবীন্দ্রসংগীত
৯-০০ স্বপ্না দে ঃ শ্যামাসংগীত
৯-১৫ সংবাদ পরিক্রমা
৯-২০ বাংলা সংবাদ
৯-৩০ অখিল ভারতীয় সংগীত কার্যক্রম (লোকগীতি ও লঘুসংগীত)
১০-৩০ জয়শ্রী গুপ্ত ঃ আধুনিক
১০-৪০ জীবনকৃষ্ণ মন্ডল
শ্যামাসংগীত
১০-৫০ রবীন্দ্রসংগীত‡
১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি

কলকাতা খ

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৬-০০ হিন্দী সংবাদ
৬-০২ ইংরেজী সংবাদ
৬-০৫ সুবন্ধ সংগীত
বিসমিল্লা খাঁ ও সহশিল্পিবৃন্দ ঃ সানাই (প্রভাত ও ভৈরবী)
৬-২০ বাংলা সংবাদ
৬-৩০ রবীন্দ্রসংগীত পরিষদ
রবীন্দ্রসংগীত
৬-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৭-০০ সংস্কৃত সংবাদ
৭-০৫ দেবেন দাস ঃ শ্যামাসংগীত
৭-৪০ সুদীপ্ত সরকার ঃ গীটার
৭-৪৫ হিন্দী শিক্ষা
৮-০০ হিন্দী সংবাদ
৮-১০ ইংরেজী সংবাদ
৮-২০ জীবনকৃষ্ণ মন্ডল
পুরাতনী
৮-৩০ ছায়া গঙ্গোপাধ্যায়
সেতার
৯-০০ নিউজ লেটার ইন হিন্দী
৯-০৫ অবকাশরঞ্জন +
৯-১০ সংবাদ বিচিত্রা
৯-২৫ শক্তিরাণী বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্যামাসংগীত
৯-৩০ চিন্ময় লাহিড়ী ঃ খেয়াল
১০-০০ ইংরেজী সংবাদ
১০-০২ বাংলা সংবাদ
১০-০৫ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১-০০ ইংরেজী সংবাদ
১-০৫ শাস্ত্রীয় সংগীত
১-৩০ সুনন্দা পট্টনায়ক ঃ খেয়াল
২-০০ ইংরেজী সংবাদ
২-১০ নজরুলগীতি +
২-২০ ছড়ার গান +
২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ
৩-০০ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

৬-০০ ইংরেজী সংবাদ
৬-০৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা
৬-১০ শক্তিরাণী বন্দ্যোপাধ্যায়
কীর্তন
৬-২০ ঠুংরী
৬-৩৫ মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্যামাসংগীত
৬-৪৫ রবীন্দ্রসংগীত
৬-৫৫ মজদুরমন্ডলী ঃ হিন্দী অনুষ্ঠান; আধুনিক +
৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা
৭-৩০ প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গীটার
৭-৩৫ চিন্ময় লাহিড়ী ঃ ঠুংরী
৭-৫০ জয়শ্রী গুপ্ত ঃ গীত
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ
(খেলাধুলো)
৮-০৫ রবীন্দ্রসংগীত
৮-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা
৮-২৫ গজল +
৮-৩৫ দেবেন দাস ঃ আধুনিক
৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ
৯-০০ ইংরেজী সংবাদ
৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান
৯-২৫ অবকাশরঞ্জন +
৯-৩০ ইংরেজী কথিকা
৯-৪৫ ঠুংরী
১০-০০ চিন্ময় লাহিড়ী ঃ খেয়াল
১০-৩০ শাস্ত্রীয় সংগীতের অনুরোধের আসর +
১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি

কলকাতা গ

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিনিট; দুপুর ২টা—রাত ১১টা

পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান

প্রথম অধিবেশন

৮-২০ বাংলা সংবাদ
(৭-২৫ মিনিটে প্রচারিত সংবাদের পুনরাবৃত্তি)
৮-৩০ দেশগান
৮-৪০ মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়
আধুনিক
৮-৫০ কালিদাস বিশ্বাস
লোকগীতি
৯-০০ অবকাশরঞ্জন
৯-০৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৯-১০ ঠুংরী
৯-২০ রুণা চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্রসংগীত
৯-৩০ সুদীপ্ত সরকার ঃ গীটার
৯-৪০ কালিদাস বিশ্বাস
লোকগীতি
৯-৫০ স্বপ্না দে ঃ নজরুলগীতি
১০-০০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

২-৩০ রুণা চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্রসংগীত
২-৪০ কালিদাস বিশ্বাস
লোকগীতি
২-৫০ দেশগান
৩-০০ সুদীপ্ত সরকার ঃ গীটার
৩-১০ দেবেন দাস ঃ আধুনিক
৩-২০ রুণা চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্রসংগীত
৩-৩০ শক্তিরাণী বন্দ্যোপাধ্যায়
কীর্তন
৩-৪০ লোকগীতি
৩-৫০ মঞ্জুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়
আধুনিক
৪-০০ প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গীটার
৪-১০ রবীন্দ্রসংগীত পরিষদ
রবীন্দ্রসংগীত
৪-২০ জয়শ্রী গুপ্ত ঃ গজল
৪-৩০ ছায়া গঙ্গোপাধ্যায়
সেতার
৫-০০ সমাপ্তি

* সময়-সংকেত + গ্রামোফোন রেকর্ড ‡ এর পর সংবাদ

কলকাতা

ক

শিলিগুড়ি ও আগরতলা



গার্গী গঙ্গোপাধ্যায় : মহিলামহল থেকে এঁর গল্প ও কথিকা বেতারস্থ হয়

*

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৫ বন্দেমাতরম্
৬-০০ সুভাষিত
৬-০৫ সংগীতাঞ্জলি
৬-২৫ চাষীভাইদের বলছি কথিকা
৬-৩০ লোকগীতি
৬-৪৫ শাশ্বতবাণী
৬-৫৫ অসীমকৃষ্ণ দেব : গীটার
৭-০০ দেশগান
৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-১৫ বাণী ঘোষ : শ্যামাসংগীত
৭-২৫ বাংলা সংবাদ
৭-৩৫ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৭-৪০ কুমকুম চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীত
৮-০০ বাংলা কথিকা
৮-১৫ অঞ্জলি রাণা : আধুনিক
৮-৩০ কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লোকগীতি
৮-৪৫ ভক্তিগীতি
৯-০০ অবকাশরঞ্জন +
৯-০৫ বাংলা সংবাদ
৯-১০ অতুলপ্রসাদের গান
৯-২০ আধুনিক
৯-৩০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১২-৩০* উনো জমির দুনো ফসল
১২-৫০ মজদুরমণ্ডলী : হিন্দী অনুষ্ঠান; আধুনিক +
১-১০ নৈবেদ্য (ভক্তিগীতি) +
১-৩০ বাংলা সংবাদ
১-৪০ সুগম সংগীত
১-৫০ মহিলামহল শরৎসাহিত্যে নারী: ষোড়শী-ভৈরবী-অলকা : রূপক; রচনা : অলকা বন্দ্যোপাধ্যায়; অংশগ্রহণে— পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষ
২-২৬ আবহবার্তা
২-৩০ বাংলা সংবাদ
২-৩৫ অসীমকৃষ্ণ দেব : গীটার
২-৪০ রবীন্দ্রসংগীত
২-৫০ নজরুলগীতি
৩-০০ শ্যামাসংগীত
৩-১০ লোকগীতি
৩-২০ আধুনিক
৩-৩০ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

৪-১৫ স্পোর্টস সার্ভিস
৫-৫০ বাণী ঘোষ : শ্যামাসংগীত
৬-০০ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা
৬-০৫ সাঁওতালী অনুষ্ঠান
৬-১০ সাঁওতালী সংবাদ
৬-১৫ সাঁওতালী অনুষ্ঠান
৬-৩৫ কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লোকগীতি
৬-৪০ প্রগতি : রূপক; রচনা : প্রদীপ দে
৬-৫৫ পল্লী বেতারগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান : বোরো ধানে সেচ ব্যবস্থা : আলোচনা; নানাকথা
৭-২৫ কীর্তন +
৭-৩৫ বাংলা সংবাদ
৭-৪৫ সমীক্ষা
৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৮-০০ আলোকিত যৌবন বাংলা নাটক; রচনা : রতনকুমার ঘোষ; প্রযোজনা : অজিত মুখোপাধ্যায়
৮-৪৫ সাময়িক প্রসঙ্গ/সংগীত
৯-০০ বাণী ঘোষ : আধুনিক
৯-১৫ ইংরেজী কথিকা
৯-৩০ আমার প্রথম গান +
৯-৪০ কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লোকগীতি
৯-৫০ বৃন্দগান : পরিবেশনা : আকাশবাণীর সমূহ-গীতি-কণ্ঠ
১০-০০ সংবাদ পরিক্রমা
১০-০৫ বাংলা সংবাদ
১০-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা
১০-৩০ অনুরোধের আসর + রবীন্দ্রসংগীত
১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি

কলকাতা খ

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৬-০০ হিন্দী সংবাদ
৬-০২ ইংরেজী সংবাদ
৬-০৫ সুবন্ধ সংগীত : অম্বরণ শর্মা : খেয়াল (নট ভৈরব, লচারি টোড়ি, সৌরাষ্ট্র ভৈরব ও ভৈরবী)
৬-২০ বাংলা সংবাদ
৬-৩০ রবীন্দ্রসংগীত
৬-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৭-০০ সংস্কৃত সংবাদ
৭-০৫ সীতানাথ সিংহ : গীটার
৭-১০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৭-৪০ সীতানাথ সিংহ : গীটার
৭-৪৫ হিন্দী শিক্ষা ‡
৮-২০ শ্যামাসংগীত
৮-৩০ কল্যাণী রায় : সেতার
৯-০০ নিউজ লেটার ইন হিন্দী
৯-০৫ অবকাশরঞ্জন
৯-১০ রেখা আড্ডি রাগপ্রধান
৯-২৫ সীতানাথ সিংহ : গীটার
৯-৩০ খেয়াল
১০-০০ ইংরেজী সংবাদ
১০-০২ বাংলা সংবাদ
১০-০৫ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১-০০ ইংরেজী সংবাদ
১-০৫ আসদ আলি খাঁ সরস্বতী বীণা
১-৩০ বাসবরাজ রাজগুরু খেয়াল
২-০০ ইংরেজী সংবাদ
২-১০ আধুনিক +
২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ
৩-০০ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

৬-০০ ইংরেজী সংবাদ
৬-০৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা
৬-১০ ভজন
৬-২০ রেখা আড্ডি : রাগপ্রধান
৬-৩৫ আধুনিক
৬-৪৫ শ্যামাসংগীত
৬-৫৫ মজদুরমণ্ডলী গীতিবিচিত্রা +
৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা
৭-৩০ অসীমকৃষ্ণ দেব : গীটার
৭-৩৫ বিদ্যার্থীদের জন্য (দশম শ্রেণী)
৭-৫৫ অঞ্জলি রাণা শ্যামাসংগীত
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ (খেলাধুলা)
৮-০৫ হিন্দী কার্যক্রম
৮-২৫ গজল +
৮-৩৫ ভক্তিগীতি ‡
৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান
৯-২৫ অবকাশরঞ্জন +
৯-৩০ ইংরেজী কথিকা
৯-৪৫ কুমকুম চট্টোপাধ্যায় আধুনিক
১০-০০ খেয়াল
১০-৩০ কল্যাণী রায় : সেতার
১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি

কলকাতা গ

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; ১০-১৫ মিঃ —১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা— রাত ১১টা

পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান

প্রথম অধিবেশন

৮-২০ বাংলা সংবাদ
৮-৩০ দেশগান
৮-৪০ লোকগীতি
৮-৫০ রবীন্দ্রসংগীত
৯-০০ অবকাশরঞ্জন +
৯-০৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৯-১০ আধুনিক
৯-২০ গীত
৯-৩০ নজরুলগীতি
৯-৪০ অসীমকৃষ্ণ দেব : গীটার
৯-৫০ লোকগীতি
১০-০০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

২-৩০ রবীন্দ্রসংগীত
২-৪০ সীতানাথ সিংহ গীটার
২-৫০ লোকগীতি
৩-০০ দেশগান
৩-১০ রবীন্দ্রসংগীত
৩-২০ আধুনিক
৩-৩০ অঞ্জলি রাণা নজরুলগীতি
৩-৪০ লোকগীতি
৩-৫০ আধুনিক
৪-০০ অসীমকৃষ্ণ দেব : গীটার
৪-১০ রেখা আড্ডি : রাগপ্রধান
৪-২০ লোকগীতি
৪-৩০ কল্যাণী রায় সেতার
৫-০০ সমাপ্তি

* সময়-সংকেত ‡ গ্রামোফোন রেকর্ড

কলকাতা

ক

[cut off]ড় ও আগরতলা

প্রথম অধিবেশন

বন্দেমাতরম্
সুভাষিত
সংগীতাঞ্জলি
চাষীভাইদের বলছি
কথিকা
লোকগীতি
দেশবন্দনা
দিলীপ রায় ঃ বেহালা
কমল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ ভজন
আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য
শ্যামাসংগীত
বাংলা সংবাদ
স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
রবীন্দ্রসংগীত
বাংলা কথিকা
আধুনিক
জেলার চিঠি
লোকগীতি
দেবিকা ভট্টাচার্য
অতুলপ্রসাদের গান
অবকাশরঞ্জন +
বাংলা সংবাদ
সুপর্ণা চৌধুরী
রবীন্দ্রসংগীত
আধুনিক
সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

রবীন্দ্রসংগীত +
মজদুরমণ্ডলী
গীত +
ভজন +
বাংলা সংবাদ
সুগম সংগীত
দিলীপ রায় ঃ বেহালা
ছায়াছবির গান +
আবহবার্তা
বাংলা সংবাদ
হিন্দী কার্যক্রম
ঝুমুরের কান্না ঃ বাংলা নাটক ; কাহিনী ঃ জানকী বন্দ্যোপাধ্যায় ; বেতার-রূপ ঃ বসন্ত ভট্টাচার্য প্রযোজনা ঃ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

গল্পদাদুর আসর
স্পোর্টস সার্ভিস
কমল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ ভজন
স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা
সাঁওতালী অনুষ্ঠান
সাঁওতালী সংবাদ
সাঁওতালী অনুষ্ঠান

৬-৩৫ লোকগীতি
৬-৪০ **কৃষক ও তার পরিবার** চাষী পরিবারে সংখ্যা বাড়লেই কি আয় বাড়ে? ঃ আলোচনা
৬-৫০ লোকগীতি
৬-৫৫ **কৃষিকথার আসর** গ্রামাঞ্চলের কথা ; বাজার দরের সাপ্তাহিক পর্যালোচনা ; কথিকা ;
৭-২৫ আধুনিক
৭-৩৫ বাংলা সংবাদ
৭-৪৫ সমীক্ষা
৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৮-০০ বিচিত্রা ঃ বাংলা রূপক
৮-১৫ **দেবিকা ভট্টাচার্য** নজরুলগীতি
৮-৩০ সাময়িক প্রসঙ্গ/সংগীত
৮-৪৫ বাংলা কথিকা
৯-০০ আধুনিক
৯-১৫ সংবাদ পরিক্রমা
৯-২০ বাংলা সংবাদ
৯-৩০ অনুরোধের আসর + (লোকগীতি)
৯-৪৫ **ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য** শ্যামাসংগীত
১০-০০ যুববাণী থেকে
১০-৩০ কমল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ গীত
১০-৪০ **সুপর্ণা চৌধুরী** রবীন্দ্রসংগীত
১০-৫০ **ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য** আধুনিক
১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি

কলকাতা খ

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৬-০০ হিন্দী সংবাদ
৬-০২ ইংরেজী সংবাদ
৬-০৫ **সুবন্ধ সংগীত** কার্তিক কুমার ঃ সেতার (রামকেলি, আলাহিয়া বিলাবল ও সরপর্দা বিলাবল)
৬-২০ বাংলা সংবাদ
৬-৩০ অতুলপ্রসাদের গান
৬-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৭-০০ সংস্কৃত সংবাদ
৭-০৫ এক্সপোর্ট ফ্রন্ট বুলেটিন (ইংরেজী)
৭-১০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৭-৪০ দিলীপ রায় ঃ বেহালা
৭-৪৫ সংস্কৃত শিক্ষা ‡
৮-২০ **স্বপন সরকার** রামপ্রসাদী
৮-৩০ নিতাই বসু ঃ সেতার
৯-০০ নিউজ লেটার ইন হিন্দী
৯-০৫ অবকাশরঞ্জন +
৯-১০ বেতার সংবাদ বিচিত্রা
৯-২৫ গীটার
৯-৩০ **কুমুদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়** খেয়াল ‡
১০-০৫ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১-০০ ইংরেজী সংবাদ
১-০৫ সারেঙ্গী
১-৩০ হীরাদেবী মিশ্র ঃ খেয়াল
২-০০ ইংরেজী সংবাদ
২-১০ দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত
২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ
৩-০০ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

৬-০০ ইংরেজী সংবাদ
৬-০৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা
৬-১০ **সুপর্ণা চৌধুরী** রবীন্দ্রসংগীত
৬-২০ **কুমুদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়** খেয়াল
৬-৪৫ সারেঙ্গী
৬-৫৫ মজদুরমণ্ডলী ঃ হিন্দী অনুষ্ঠান ঃ আধুনিক +
৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা
৭-৩০ দিলীপ রায় ঃ বেহালা
৭-৩৫ নজরুলগীতি
৭-৫০ রবীন্দ্রসংগীত ‡
৮-০৫ **স্বপন সরকার** শ্যামাসংগীত
৮-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা
৮-২৫ অতুলপ্রসাদের গান +
৮-৩০ গীটার
৮-৩৫ আধুনিক ‡
৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান
৯-২৫ অবকাশরঞ্জন +
৯-৩০ **অখিল ভারতীয় সংগীত কার্যক্রম** রাধিকামোহন মৈত্র ঃ সরোদ জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ঃ তবলা
১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি

কলকাতা গ

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ ; ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিঃ ; দুপুর ২টা—রাত ১১টা

পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান

প্রথম অধিবেশন

৮-২০ বাংলা সংবাদ
৮-৩০ দেশগান
৮-৪০ **হেমন্তকুমার দাস** লোকগীতি
৮-৫০ রবীন্দ্রসংগীত
৯-০০ অবকাশরঞ্জন +
৯-০৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৯-১০ সারেঙ্গী
৯-৩০ আধুনিক
৯-৪০ লোকগীতি
৯-৫০ নজরুলগীতি
১০-০০ সমাপ্তি

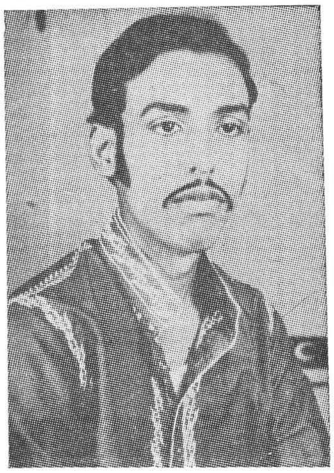
দ্বিতীয় অধিবেশন

২-৩০ আধুনিক
২-৪০ **মধুসূদন কর্মকার** গীটার
২-৫০ রবীন্দ্রসংগীত
৩-০০ **হেমন্তকুমার দাস** লোকগীতি
৩-১০ খেয়াল
৩-৪০ লোকগীতি
৩-৫০ নজরুলগীতি
৪-০০ দিলীপ রায় ঃ বেহালা
৪-১০ রবীন্দ্রসংগীত
৪-২০ লোকগীতি
৪-৩০ নিতাই বসু ঃ সেতার
৫-০০ সমাপ্তি

কলকাতা

ক

শিলিগুড়ি ও আগরতলা



ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ঃ নজরুলগীতি পরিবেশন করবেন আজ খ-এ রাত ৭-৫০ মিনিটে এবং পূর্ব্বাঞ্চলীয় অনুষ্ঠানে সকাল ৯-৫০ মিঃ ও বিকেল ৩-৪০ মিনিটে

*

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৫ বন্দেমাতরম্
৬-০০ সুভাষিত
৬-০৫ সংগীতাঞ্জলি
৬-২৫ চাষীভাইদের বলছি
কথিকা
৬-৩০ রবি বন্দ্যোপাধ্যায়
লোকগীতি
৬-৪৫ দেশবন্দনা
৬-৫৫ দূর্বাদল চট্টোপাধ্যায়
বেহালা
৭-০০ বৃন্দগান
পরিচালনা ঃ আকাশবাণীর সমূহ-গীতি-কণ্ঠ
৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি
৭-১৫ রথীন ঘোষ ও সহশিল্পিবৃন্দ ঃ ভক্তিগীতি
৭-২৫ বাংলা সংবাদ
৭-৩৫ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৭-৪০ সুচিত্রা মিত্র
রবীন্দ্রসংগীত
৮-০০ বাংলা কথিকা
৮-১৫ নজরুলগীতি
৮-২৫ জেলার চিঠি
৮-৩০ নিমাইচন্দ্র রায়
লোকগীতি
৮-৪৫ আধুনিক
৯-০০ অবকাশরঞ্জন +
৯-০৫ বাংলা সংবাদ
৯-১০ সংগীত শিক্ষার আসর
পরিচালনায় ঃ কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
৯-৩৫ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১২-৩০* অনুরোধের আসর +
নজরুলগীতি, দ্বিজেন্দ্রগীতি, অতুলপ্রসাদী ও রজনীকান্তের গান
১২-৫০ মজদুরমন্ডলী
১-১০ অনুরোধের আসর +
১-৩০ বাংলা সংবাদ
১-৪০ দূর্বাদল চট্টোপাধ্যায়
বেহালা
১-৫০ সুর ও বাণী
সুধীন দাশগুপ্ত
২-০০ গীতলেখা +
২-২৬ আবহবার্তা
২-৩০ বাংলা সংবাদ
২-৩৫ আগন্তুক ঃ বাংলা নাটক; কাহিনী ঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়; প্রযোজনা শ্রীধর ভট্টাচার্য
৩-২৫ অবকাশরঞ্জন +
৩-৩০ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

৩-৪৫ গল্পদাদুর আসর
৪-১৫ স্পোর্টস্ সার্ভিস
৫-৫০ রবি বন্দ্যোপাধ্যায়
লোকগীতি
৬-০০ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা
৬-০৫ সাঁওতালী অনুষ্ঠান
৬-১০ সাঁওতালী সংবাদ
৬-১৫ সাঁওতালী অনুষ্ঠান
৬-৩৫ শ্রীভবন ঃ পল্লী অঞ্চলে ব্যবহারিক পুষ্টি প্রকল্প ঃ আলোচনা ; গ্রামের কল্যাণে বিশদফা কর্মসূচী; কথিকা, জনমত ও পরিকল্পনা
৬-৫৫ কৃষিকথার আসর
বেতারে কৃষক প্রশিক্ষণ; ধানের রোগ ও কীট প্রতিরোধ (১) এ সময়ের চাষ; চিঠির উত্তর; আবহাওয়ার খবর
৭-২৫ মন্ডলের সংসার
৭-৩৫ বাংলা সংবাদ
৭-৪৫ সমীক্ষা
৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৮-০০ সবিনয় নিবেদন
৮-১৫ এ মাসের গান
৮-২০ অতুলপ্রসাদের গান
৮-৩০ রথীন ঘোষ ও সহশিল্পিবৃন্দ ঃ কীর্তন
৮-৪৫ সুচিত্রা মিত্র
রবীন্দ্রসংগীত
৯-০০ নিমাইচন্দ্র রায়
লোকগীতি
৯-১৫ ইংরেজী কথিকা
৯-৩০ ছায়াছবির গান +
১০-০০ সংবাদ পরিক্রমা
১০-০৫ বাংলা সংবাদ
১০-১৫ সংবাদ বিচিত্রা
১০-৩০ রথীন ঘোষ ও সহশিল্পিবৃন্দ ঃ কীর্তন
১০-৫০ সুচিত্রা মিত্র
রবীন্দ্রসংগীত
১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি

কলকাতা খ

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ ‡
৬-০৫ সুবন্ধ সংগীত
জগদীশ প্রসাদ ঃ খেয়াল (রামকেলি, বিভাস, ভাটিয়ার ও নটভৈরব)
৬-২০ বাংলা সংবাদ
৬-৩০ রবীন্দ্রসংগীত
৬-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৭-০০ সংস্কৃত সংবাদ
৭-০৫ সাধন প্রামাণিক ঃ গীটার
৭-১০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৭-৪০ দূর্বাদল চট্টোপাধ্যায়
বেহালা
৭-৪৫ সংস্কৃত শিক্ষা ‡
৮-২০ রেবা মুহুরী ঃ দাদরা
৮-৩০ প্রসূনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
খেয়াল
৯-০০ নিউজ লেটার ইন হিন্দী
৯-০৫ অবকাশরঞ্জন +
৯-১০ মাহমুদ খাঁ ঃ সারেঙ্গী
৯-৩০ অবকাশরঞ্জন +
৯-৩৫ শিশুমহল ‡
প্রকৃতির পাঠশালা ঃ রূপক; রচনা ঃ বাসুদেব সিংহ; সমবেতকণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীত "ফাগুনের নবীন আনন্দে"; ছোটদের অর্কেষ্ট্রা ঃ "ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে"
১০-০৫ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১২-৩০* কলিং অল চিলড্রেন ‡
১-০৫ প্রসূনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
খেয়াল
১-৩০ বাঁশী ‡
২-১০ গীত +
২-২০ গজল +
২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ
৩-০০ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

৬-০০ ইংরেজী সংবাদ
৬-০৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা
৬-১০ রবীন্দ্রসংগীত
৬-২০ ভক্তিগীতি
৬-৩৫ মাহমুদ খাঁ ঃ সারেঙ্গী
৬-৫৫ মজদুরমন্ডলী ঃ পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা; প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত ছোটগল্প ঃ রাজিঃ মহম্মদ সফী খাঁ
৭-১৫ রেবা মুহুরী ঃ ঠুংরী
৭-৩০ সাধন প্রামাণিক ঃ গীটার
৭-৩৫ আধুনিক ‡
৮-০৫ মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়
সেতার
৮-৩৫ আধুনিক ‡
৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান
৯-২৫ অবকাশরঞ্জন +
৯-৩০ ঘটনা প্রবাহ
১০-০০ বাঁশী
১০-৩০ প্রসূনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
খেয়াল ও ঠুংরী
১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি

কলকাতা গ

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা—রাত ১১টা

পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান

প্রথম অধিবেশন

৮-২০ বাংলা সংবাদ
৮-৩০ দেশগান
৮-৪০ আধুনিক
৮-৫০ রবীন্দ্রসংগীত
৯-০০ আধুনিক
৯-০৫ কলকাতা ক-এর অনুরূ
৯-৩৫ আধুনিক
৯-৪০ গৌরাঙ্গ দাস ঃ লোকগী
১০-০০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

২-৩০ সাধন প্রামাণিক ঃ গী
২-৪০ গৌরাঙ্গ দাস ঃ লোকগ
২-৫০ আধুনিক
৩-০০ মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়
সেতার
৩-৩০ দিলীপ ভট্টাচার্য
আধুনিক
৩-৫০ রবীন্দ্রসংগীত
৪-০০ দূর্বাদল চট্টোপাধ্যায়
বেহালা
৪-১০ গৌরাঙ্গ দাস
লোকগীতি
৪-২০ রবি বন্দ্যোপাধ্যায়
আধুনিক
৪-৩০ রেবা মুহুরী ঃ গীত
গজল
৪-৪০ মাহমুদ খাঁ ঃ সারেঙ্গ
৫-০০ সমাপ্তি

* সময়-সঙ্কেত + গ্রামোফোন রেকর্ড ‡ এর পর সংবাদ

কলকাতা

ক

শিলিগুড়ি ও আগরতলা

*

প্রথম অধিবেশন

বন্দেমাতরম্
সুভাষিত
সংগীতাঞ্জলি
চাষীভাইদের বলছি
কথিকা
সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়
লোকগীতি
(শিলিগুড়ি ঃ বন্দেমাতরম্; অতঃপর সংগীত +)
দেশবন্দনা
সলিলকুমার মিত্র ঃ বেহালা
ভজন
আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান
পরিচিতি (বাংলা ও ইংরেজী)
দীপ্তি চক্রবর্তী
শ্যামাসংগীত
বাংলা সংবাদ
স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
রবীন্দ্রসংগীত
জেলার কথা ঃ মুর্শিদাবাদ
আধুনিক ও গীত
(শিলিগুড়ি ঃ ৮-১০ মিঃ ইংরেজী সংবাদ; অতঃপর সংগীত +)
মুর্শিদাবাদের গান
লতা নন্দী ঃ ভজন
রবীন্দ্রসংগীত
বাংলা সংবাদ
রবীন্দ্রসংগীত
নজরুলগীতি
সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

ঊনো জমির দুনো ফসল
(শিলিগুড়ি ঃ ১২-৩০ মিঃ —১টা পর্যন্ত নেপালী ভাষায় অনুষ্ঠান)
মজদুরমন্ডলী
মুর্শিদাবাদের শিল্প
রবীন্দ্রসংগীত +
(ঋতুরঙ্গ)
বাংলা সংবাদ
সুগম সংগীত
মহিলামহল ঃ দেখে এলাম ঃ জেলায় জেলায়— মুর্শিদাবাদে; গৃহিনীসভা ঃ গ্রামে ব্যবহারিক জীবনে বিজ্ঞান ঃ কথিকা ঃ সুতপা চক্রবর্তী
আবহবার্তা
বাংলা সংবাদ
সলিলকুমার মিত্র ঃ বেহালা
শ্যামাসংগীত
অতুলপ্রসাদের গান
অনুরোধের আসর +
সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

৪-১৫ স্পোর্টস সার্ভিস
৫-৫০ দীপ্তি চক্রবর্তী
শ্যামাসংগীত
(শিলিগুড়ি ও আগরতলা ঃ ৫-১৫ মিঃ সেনাবাহিনীর জন্য অনুষ্ঠান; অতঃপর সংগীত +; ৬টায় ইংরেজী সংবাদ; ৬-০৫ মিঃ হিন্দী সংবাদ; শিলিগুড়ি ৫-৫৫ মিঃ স্থানীয় ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৬-০০ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা
৬-০৫ সাঁওতালী অনুষ্ঠান
৬-১০ সাঁওতালী সংবাদ
(আগরতলা ঃ সংগীত +)
৬-১৫ সাঁওতালী অনুষ্ঠান
(মুর্শিদাবাদ জেলা সমাচার)
৬-৩৫ কবিগান
৬-৫৫ কৃষিকথার আসর
মুর্শিদাবাদ জেলার চাষ-আবাদ; তিতা পাটের কয়েকটি উন্নত জাত ঃ আলোচনা; কৃষিকথার সাপ্তাহিক পর্যালোচনা; আলোচনা; চিঠির উত্তর; দৈনিক বাজার দর; আবহাওয়ার খবর
৭-২৫ মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাস
৭-৩৫ বাংলা সংবাদ
৭-৪৫ সমীক্ষা
৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৮-০০ বাংলা কথিকা
৮-১৫ মুর্শিদাবাদের গান
৮-৩০ মুর্শিদাবাদের লোকসংস্কৃতি
৮-৪৫ সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়
লোকগীতি
৯-০০ দীপ্তি চক্রবর্তী
নজরুলগীতি
৯-১৫ ইংরেজী কথিকা
৯-৩০ অনুরোধের আসর +
(রবীন্দ্রসংগীত)
১০-০০ সংবাদ পরিক্রমা
১০-০৫ বাংলা সংবাদ
১০-১৫ কীর্তন
১০-৩০ অতুলপ্রসাদের গান
১০-৪০ অনিল ভট্টাচার্য ও সহশিল্পিবৃন্দ ঃ লোকগীতি
১০-৫০ আধুনিক
১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি

কলকাতা খ

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৬-০০ হিন্দী সংবাদ
৬-০২ ইংরেজী সংবাদ
৬-০৫ সুবন্ধ সংগীত ঃ
কিষান মহারাজ ঃ তবলা
৬-২৩ বাংলা সংবাদ
৬-৩০ রবীন্দ্রসংগীত
৬-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৭-০০ সংস্কৃত সংবাদ
৭-০৫ গৌরী মুখোপাধ্যায়
গীটার
৭-১০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৭-৪০ সলিলকুমার মিত্র ঃ বেহালা
৭-৪৫ হিন্দী শিক্ষা
৮-০০ হিন্দী সংবাদ
৮-১০ ইংরেজী সংবাদ
৮-২০ ভজন
৮-৩০ অলোককুমার চট্টোপাধ্যায়
খেয়াল
৯-০০ নিউজ লেটার ইন হিন্দী
৯-০৫ অবকাশরঞ্জন +
৯-১০ সংবাদ বিচিত্রা
৯-২৫ সলিলকুমার মিত্র ঃ বেহালা
৯-৩০ জয়া বিশ্বাস ঃ সেতার
১০-০০ ইংরেজী সংবাদ
১০-০২ বাংলা সংবাদ
১০-০৫ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১-০০ ইংরেজী সংবাদ
১-০৫ শরৎ শিল্পী ঃ সেতার
১-৩০ লতাফৎ হোসেন খাঁ
খেয়াল
২-০০ ইংরেজী সংবাদ
২-১০ নজরুলগীতি +
২-২০ ভক্তিগীতি +
২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ
৩-০০ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

৬-০০ ইংরেজী সংবাদ
৬-০৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা
৬-১০ অনীতা সাধুখাঁ
আধুনিক
৬-২০ শ্যামাসংগীত
৬-৩৫ শরৎ শিল্পী ঃ সেতার
৬-৫৫ মজদুরমন্ডলী ঃ শ্রমিকদের নিবেদন
৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা
৭-৩০ সলিলকুমার মিত্র ঃ বেহালা
৭-৩৫ বিদ্যার্থীদের জন্য
(ষষ্ঠ শ্রেণী)
৭-৫৫ গৌরী মুখোপাধ্যায়
গীটার
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ
৮-০৫ রবীন্দ্রসংগীত
৮-১৫ সংবাদ বিচিত্রা (খেলাধুলা)
৮-২৫ গীত +
৮-৩৫ লতা নন্দী ঃ ভজন
৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ
৯-০০ ইংরেজী সংবাদ
৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান
৯-২৫ অবকাশরঞ্জন +
৯-৩০ ইংরেজী কথিকা
৯-৪৫ আধুনিক
১০-০০ অলোককুমার চট্টোপাধ্যায়
খেয়াল
১০-৩০ জয়া বিশ্বাস ঃ সেতার
১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি

কলকাতা গ

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা—রাত ১১টা

পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান

(প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন ৫০৮.৫ মীঃ)

প্রথম অধিবেশন

৮-২০ বাংলা সংবাদ (৭-২৫ মিনিটে প্রচারিত সংবাদের পুনরাবৃত্তি)
৮-৩০ দেশগান
৮-৪০ রবীন্দ্রসংগীত
৮-৫০ ভাগবতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
লোকগীতি
৯-০০ অনীতা সাধুখাঁ
আধুনিক
৯-০৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৯-১০ অনীতা সাধুখাঁ
আধুনিক
৯-১৫ শরৎ শিল্পী ঃ সেতার
৯-৩০ হিমানী সেনগুপ্ত
রবীন্দ্রসংগীত
৯-৪০ ভাগবতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
লোকগীতি
৯-৫০ অনীতা সাধুখাঁ
আধুনিক
১০-০০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

২-৩০ হিমানী সেনগুপ্ত
রবীন্দ্রসংগীত
২-৪০ ভাগবতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
লোকগীতি
২-৫০ গৌরী মুখোপাধ্যায়
গীটার
৩-০০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৩-৩০ সলিলকুমার মিত্র ঃ বেহালা
৩-৪০ হিমানী সেনগুপ্ত
রবীন্দ্রসংগীত
৩-৫০ রাগপ্রধান
৪-০০ লতা নন্দী ঃ গজল
৪-১০ অনিল ভট্টাচার্য ও সহশিল্পিবৃন্দ ঃ লোকগীতি
৪-২০ অলোককুমার চট্টোপাধ্যায়
খেয়াল
৪-৪০ জয়া বিশ্বাস ঃ সেতার
৫-০০ সমাপ্তি

* সময়-সঙ্কেত + গ্রামোফোন রেকর্ড ‡ এর পর সংবাদ

কলকাতা

ক

শিলিগুড়ি ও আগরতলা

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৫ বন্দেমাতরম্
৬-০০ সুভাষিত
৬-০৫ সংগীতাঞ্জলি
৬-২৫ চাষীভাইদের বলছি কথিকা
৬-৩০ লোকগীতি (শিলিগুড়ি ঃ বন্দেমাতরম্; অতঃপর সংগীত +)
৬-৪৫ দেশবন্দনা
৬-৫৫ গৌরাঙ্গ দেব ঃ গীটার
৭-০০ সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ভজন
৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাংলা ও ইংরেজী)
৭-১৫ ভক্তিগীতি
৭-২৫ বাংলা সংবাদ
৭-৩৫ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৭-৪০ সুবিনয় রায় রবীন্দ্রসংগীত
৮-০০ বাংলা কথিকা (শিলিগুড়ি ঃ হিন্দী সংবাদ)
৮-১৫ রেখা বসু ঃ লোকগীতি
৮-৩০ সতীনাথ মুখোপাধ্যায় আধুনিক
৮-৪৫ রামপ্রসাদী
৯-০০ শ্যামশ্রী রায়বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীত
৯-০৫ বাংলা সংবাদ
৯-১০ শ্যামশ্রী রায়বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীত
৯-১৫ আধুনিক
৯-৩০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১২-৩০* উনো জমির দুনো ফসল
১২-৫০ মজদুরমণ্ডলী
১-১০ রবীন্দ্রসংগীত (বাউল ও কীর্তনাঙ্গের গান)
১-৩০ বাংলা সংবাদ
১-৪০ সুগম সংগীত
১-৫০ গৌরাঙ্গ দেব ঃ গীটার
২-০০ বিচিত্রিতা +
২-২৬ আবহবার্তা (ইংরেজী ও বাংলা)
২-৩০ বাংলা সংবাদ
২-৩৫ গৌরাঙ্গ দেব ঃ গীটার
২-৪০ রসরাজ প্রামাণিক লোকগীতি
২-৫০ আরতি মুখোপাধ্যায় শ্যামাসংগীত
৩-০০ রম্যগীতি
৩-৩০ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

৪-১৫ স্পোর্টস্ সার্ভিস
৫-৫০ রেখা বসু ঃ ভজন
৬-০০ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা
৬-০৫ সাঁওতালী অনুষ্ঠান
৬-১০ সাঁওতালী সংবাদ
৬-১৫ সাঁওতালী অনুষ্ঠান (আগরতলা ঃ সংগীত +)
৬-৩৫ ছোটদের আসর খাদ্যগুণ ঃ পেঁয়াজ ও রসুনের ঃ কথিকা; সরোদ বাজনা; একটি প্রদর্শনী
৬-৫৫ পল্লীবেতারগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান ঃ বিশদফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী ও সমবায় ঃ আলোচনা; নানাকথা; প্রশ্নের উত্তর; দৈনিক বাজার দর; আবহাওয়ার খবর
৭-২৫ লোকগীতি
৭-৩৫ বাংলা সংবাদ
৭-৪৫ সমীক্ষা
৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৮-০০ শ্যামশ্রী রায়বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক
৮-১৫ বাসন্তী বিদ্যাবীথি অতুলপ্রসাদের গান
৮-৩০ সাময়িক প্রসঙ্গ/সংগীত
৮-৪৫ শাসন গাইন ঃ লোকগীতি
৯-০০ আধুনিক
৯-১৫ সংবাদ পরিক্রমা
৯-২০ বাংলা সংবাদ
৯-৩০ শ্রবণী
১০-০০ শ্যামশ্রী রায়বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীত
১০-১০ শাসন গাইন ঃ লোকগীতি
১০-২০ শ্যামাসংগীত
১০-৩০ বাসন্তী বিদ্যাবীথি নজরুলগীতি
১০-৪০ গীত ও গজল
১০-৫০ সতীনাথ মুখোপাধ্যায় আধুনিক
১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি

কলকাতা খ

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৬-০০ হিন্দী সংবাদ
৬-০২ ইংরেজী সংবাদ
৬-০৫ সুবন্ধ সংগীত এম, আর, গৌতম ঃ খেয়াল (বৈরাগী, নট বিলাবল ও মঠি টোড়ি)
৬-২০ বাংলা সংবাদ
৬-৩০ বাসন্তী বিদ্যাবীথি রবীন্দ্রসংগীত
৬-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৭-০০ সংস্কৃত সংবাদ
৭-০৫ অরুণকুমার দাস ঃ গীটার
৭-১০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৭-৪০ অরুণকুমার দাস ঃ গীটার
৭-৪৫ হিন্দী শিক্ষা
৮-০০ হিন্দী সংবাদ
৮-১০ ইংরেজী সংবাদ
৮-২০ আরতি মুখোপাধ্যায় রামপ্রসাদী
৮-৩০ বিজয়কুমার কিচলু ও রবিকুমার কিচলু ঃ খেয়াল
৯-০০ নিউজ লেটার ইন হিন্দী
৯-০৫ অবকাশরঞ্জন +
৯-১০ বিচিত্রা (বাংলা রূপক) ‡
৯-২৫ আরতি মুখোপাধ্যায় রামপ্রসাদী
৯-৩০ বিমলকান্ত রায়চৌধুরী সেতার
১০-০০ ইংরেজী সংবাদ
১০-০২ বাংলা সংবাদ
১০-০৫ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১-০০ ইংরেজী সংবাদ
১-০৫ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঃ সরোদ
১-৩০ মল্লিকার্জুন মনসুর খেয়াল
২-০০ ইংরেজী সংবাদ
২-১০ আধুনিক +
২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ
৩-০০ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

৬-০০ ইংরেজী সংবাদ
৬-০৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা
৬-১০ বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী সেতার
৬-৩৫ বিজয়কুমার কিচলু ও রবিকুমার কিচলু ঃ খেয়াল
৬-৫৫ মজদুরমণ্ডলী ঃ হিন্দী অনুষ্ঠান; আধুনিক +
৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা
৭-৩০ অরুণকুমার দাস ঃ গীটার
৭-৩৫ বিদ্যার্থীদের জন্য (সপ্তম শ্রেণী)
৭-৫৫ গৌরাঙ্গ দেব ঃ গীটার
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ (খেলাধুলা)
৮-০৫ সুবিনয় রায় রবীন্দ্রসংগীত
৮-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা
৮-২৫ ভজন +
৮-৩৫ নজরুলগীতি
৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ
৯-০০ ইংরেজী সংবাদ
৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান
৯-২৫ অবকাশরঞ্জন +
৯-৩০ অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে কথিকা
৯-৪৫ যন্ত্রসংগীত +
১০-০০ ক্লাসিকাল মিউজিক কনসার্ট এ, অন্ধারে ঃ কণ্ঠসংগীত
১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি

কলকাতা গ

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; ১০-১
—১২-৩০ মিনিট; দুপুর ২টা
রাত ১১টা

পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য

বিশেষ অনুষ্ঠান

প্রথম অধিবেশন

৮-২০ বাংলা সংবাদ
৮-৩০ দেশগান
৮-৪০ মণ্টু বটব্যাল ঃ আধু
৮-৫০ রবীন্দ্রসংগীত
৯-০০ রসরাজ প্রামাণিক লোকগীতি
৯-০৫ কলকাতা ক-এর অনু
৯-১০ রসরাজ প্রামাণিক লোকগীতি
৯-১৫ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঃ স
৯-৩০ রেখা বসু ঃ রবীন্দ্রসং
৯-৪০ মণ্টু বটব্যাল ঃ আধু
৯-৫০ লোকগীতি
১০-০০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

২-৩০ কৃষ্ণা গুহ ঃ লোকগী
২-৪০ অরুণকুমার দাস ঃ গী
২-৫০ রবীন্দ্রসংগীত
৩-০০ দেশগান
৩-১০ মণ্টু বটব্যাল ঃ আধু
৩-২০ কৃষ্ণা গুহ ঃ রবীন্দ্রসং
৩-৩০ রসরাজ প্রামাণিক লোকগীতি
৩-৪০ গৌরাঙ্গ দেব ঃ গীটা
৩-৫০ নজরুলগীতি
৪-০০ শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যা আধুনিক
৪-১০ শাসন গাইন ঃ লোক
৪-২০ রবীন্দ্রসংগীত
৪-৩০ বিজয়কুমার কিচলু ও রবিকুমার কিচলু ঃ
৫-০০ সমাপ্তি

কলকাতা

ক

…লিগুড়ি ও আগরতলা



…পাল ঃ পরিবেশন করবেন …সংগীত, ভজন ও রামপ্রসাদী …জ 'যুববাণী' অনুষ্ঠানে

*

প্রথম অধিবেশন

…৩৫ **বন্দেমাতরম্**
সুভাষিত
সংগীতাঞ্জলি
চাষীভাইদের বলছি
কথিকা
…০ **লোকগীতি**
(শিলিগুড়ি ঃ বন্দেমাতরম্ অতঃপর সংগীত +)
দেশবন্দনা
…৫ **গীটার**
…-…০ **উদ্গাতা ঃ ভজন**
…-১০ **আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি** (বাংলা ও ইংরেজী)
…-১৫ **সুমিতা সাহা**
নজরুলগীতি
…-২৫ **বাংলা সংবাদ**
…-৩৫ **স্থানীয় সংবাদ** (বাংলা)
…-৪০ **সুবাস মিত্র**
রবীন্দ্রসংগীত
…-০০ **বাংলা কথিকা**
(শিলিগুড়ি ঃ হিন্দী সংবাদ)
…-১৫ **আধুনিক**
(শিলিগুড়ি ঃ ৮-১০ মিঃ ইংরেজী সংবাদ. অতঃপর সংগীত +)
…-৩০ **গোষ্ঠগোপাল দাস**
লোকগীতি
…-৪৫ **সুমিতা সাহা**
শ্যামাসংগীত
…-০০ **রেবা বসু**
রবীন্দ্রসংগীত
…-০৫ **বাংলা সংবাদ**
…-১০ **রেবা বসু** ঃ রবীন্দ্রসংগীত
…-১৫ **বিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী**
আধুনিক
…-৩০ **সমাপ্তি**

* সময়-সংকেত

দ্বিতীয় অধিবেশন

১২-৩০* **উনো জমির দুনো ফসল**
১২-৫০ **মজদুরমণ্ডলী**
হিন্দী অনুষ্ঠান ;
আধুনিক +
১-১০ **রবীন্দ্রসংগীত +**
(পুজো পর্বের গান)
১-৩০ **বাংলা সংবাদ**
১-৪০ **উদ্গাতা ঃ** ভজন
১-৫০ **মহিলামহল**
নারীবর্ষের সাফল্য নারীদেরই হাতে ঃ কথিকা ঃ কবিতা সিংহ;
একটি গল্প
২-২৬ **আবহবার্তা**
২-৩০ **বাংলা সংবাদ**
২-৩৫ **গীটার**
২-৪০ **শিখা মুখোপাধ্যায়**
শ্যামাসংগীত
২-৫০ **আলপনা দে** ঃ আধুনিক
৩-০০ **পুলক চক্রবর্তী**
লোকগীতি
৩-১০ **বাণী রায়** ঃ ভজন
৩-২০ **গীটার**
৩-৩০ **সমাপ্তি**

তৃতীয় অধিবেশন

৪-১৫ **স্পোর্টস সার্ভিস**
৫-৫০ **গোষ্ঠগোপাল দাস**
লোকগীতি
(শিলিগুড়ি ও আগরতলা ঃ ৫-১৫ মিঃ সেনাবাহিনীর জন্য অনুষ্ঠান ; অতঃপর সংগীত + ; ৬টায় ইংরেজী সংবাদ; ৬-০৫ মিঃ হিন্দী সংবাদ;
শিলিগুড়ি ঃ ৫-৫৫ মিঃ স্থানীয় ঘোষণা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৬-০০ **স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা**
৬-০৫ **সাঁওতালী অনুষ্ঠান**
৬-১০ **সাঁওতালী সংবাদ**
৬-১৫ **সাঁওতালী অনুষ্ঠান**
৬-৩৫ **বিচিত্রানুষ্ঠান ঃ** নতুন দিনের আলো ঃ যাত্রা;
রচনা ঃ সমীরণ আচার্য;
পরিবেশনা ঃ বৈদ্যনাথ হাজরা ও সম্প্রদায়;
দৈনিক বাজার দর;
আবহাওয়ার খবর
৭-২৫ **লোকগীতি**
৭-৩৫ **বাংলা সংবাদ**
৭-৪৫ **সমীক্ষা**
৭-৫০ **স্থানীয় সংবাদ** (বাংলা)
৮-০০ **সংস্কৃত ও সংস্কৃতি**
৮-৩০ **সাময়িক প্রসঙ্গ/সংগীত**
(শিলিগুড়ি ও আগরতলা ৮-৩০ মিঃ সংগীত +)
৮-৪৫ **বাংলা কথিকা**
৯-০০ **রেবা বসু** ঃ রবীন্দ্রসংগীত
(শিলিগুড়ি ও আগরতলা ঃ ইংরেজী সংবাদ;
শিলিগুড়ি ঃ ৯-১৫ মিঃ—৯-২৫ মিঃ পর্যন্ত দিল্লী খ-এর অনুরূপ;
আগরতলা ঃ ৯-১৫ মিঃ সংগীত +)

\+ গ্রামোফোন রেকর্ড

৯-১৫ **ইংরেজী কথিকা**
৯-৩০ **অনুরোধের আসর +**
১০-০০ **সংবাদ পরিক্রমা**
১০-০৫ **বাংলা সংবাদ**
১০-১৫ **সংবাদ বিচিত্রা**
১০-৩০ **চোখে আঙুল দাদা**
বাংলা নাটক; কাহিনী ঃ প্রমথনাথ বিশী;
বেতাররূপ ঃ মনোজ মিত্র;
প্রযোজনা ঃ জগন্নাথ বসু
১১-০০ **আবহবার্তা ও সমাপ্তি**

কলকাতা খ

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৫ **কলকাতা ক-এর অনুরূপ**
৬-০০ **হিন্দী সংবাদ**
৬-০২ **ইংরেজী সংবাদ**
৬-০৫ **সুরুধ সংগীত**
রাজা রায় ঃ সেতার
(ললিত পঞ্চম, কৌশী ভৈরব, লচ্ছসখ ও পুরব কি ধুন)
৬-২০ **বাংলা সংবাদ**
৬-৩০ **প্রতিমা বসু** ঃ রাগপ্রধান
৬-৪৫ **কলকাতা ক-এর অনুরূপ**
৭-০০ **সংস্কৃত সংবাদ**
৭-০৫ **শিখা মুখোপাধ্যায়**
শ্যামাসংগীত
৭-১০ **কলকাতা ক-এর অনুরূপ**
৭-৪০ **ভগীরথ রায়** ঃ দোতারা
৭-৪৫ **হিন্দী শিক্ষা**
৮-০০ **হিন্দী সংবাদ**
৮-১০ **ইংরেজী সংবাদ**
৮-২০ **শিখা মুখোপাধ্যায়**
ভক্তিগীতি
৮-৩০ **মালবিকা কানন** ঃ খেয়াল
৯-০০ **নিউজ লেটার ইন হিন্দী**
৯-০৫ **অবকাশরঞ্জন +**
৯-১০ **ঠুংরী**
৯-২৫ **ভগীরথ রায়** দোতারা
৯-৩০ **সরোদ**
১০-০০ **ইংরেজী সংবাদ**
১০-০২ **বাংলা সংবাদ**
১০-০৫ **সমাপ্তি**

দ্বিতীয় অধিবেশন

১-০০ **ইংরেজী সংবাদ**
১-০৫ **অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**
সেতার
১-৩০ **নাসির আহমেদ খাঁ**
খেয়াল
২-০০ **ইংরেজী সংবাদ**
২-১০ **আধুনিক +**
২-৩০ **মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ**
৩-০০ **সমাপ্তি**

তৃতীয় অধিবেশন

৬-০০ **ইংরেজী সংবাদ**
৬-০৫ **স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা**
৬-১০ **রেবা বসু** ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৬-২০ **আধুনিক**
৬-৩৫ **অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**
সেতার
৬-৫৫ **মজদুরমণ্ডলী**
মহাভারতের কথা ঃ
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র;
ভক্তিগীতি +
৭-১৫ **বাণিজ্যবার্তা**
৭-৩০ **সুমিতা সাহা**
নজরুলগীতি
৭-৩৫ **বিদ্যার্থীদের জন্য** (অষ্টম শ্রেণী)
৭-৫৫ **অনুপ দাশগুপ্ত ঃ** গীটার
৮-০০ **ইংরেজী সংবাদ**
(খেলাধুলো)
৮-০৫ **হিন্দী কার্যক্রম**
৮-৩৫ **সুবাস মিত্র** ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৮-৪৫ **হিন্দী সংবাদ**
৯-০০ **ইংরেজী সংবাদ**
৯-১৫ **উল্লেখ্য অনুষ্ঠান**
৯-২৫ **অবকাশরঞ্জন +**
৯-৩০ **ইংরেজী কথিকা**
৯-৪৫ **উদ্গাতা ঃ** ভক্তিগীতি
১০-০০ **মালবিকা কানন ঃ** খেয়াল ও ঠুংরী
১০-৩০ **সরোদ**
১১-০০ **আবহবার্তা ও সমাপ্তি**

কলকাতা গ

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা—রাত ১১টা

পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান

(প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন ৫০৮.৫ মীঃ)

প্রথম অধিবেশন

৮-২০ **বাংলা সংবাদ** (৭-২৫ মিনিটে প্রচারিত সংবাদের পুনরাবৃত্তি)
৮-৩০ **দেশগান**
৮-৪০ **আলপনা দে** ঃ আধুনিক
৮-৫০ **ভগীরথ রায়** ঃ দোতারা
৯-০০ **বাণী রায়** ঃ গীত
৯-০৫ **কলকাতা ক-এর অনুরূপ**
৯-১০ **বাণী রায়** ঃ গীত
৯-১৫ **অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**
সেতার
৯-৩০ **রবীন্দ্রসংগীত**
৯-৪০ **গোষ্ঠগোপাল দাস**
লোকগীতি
৯-৫০ **আলপনা দে ঃ আধুনিক**
১০-০০ **সমাপ্তি**

দ্বিতীয় অধিবেশন

২-৩০ **রবীন্দ্রসংগীত**
২-৪০ **ভগীরথ রায়** ঃ দোতারা
২-৫০ **বাণী রায়** ঃ গীত
৩-০০ **অতুলপ্রসাদের গান**
৩-১০ **বিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী**
আধুনিক
৩-২০ **রবীন্দ্রসংগীত**
৩-৩০ **পুলক চক্রবর্তী**
লোকগীতি
৩-৪০ **দেশগান**
৩-৫০ **দাদরা**
৪-০০ **গীটার**
৪-১০ **লোকগীতি**
৪-২০ **সরোদ**
৪-৪০ **মালবিকা কানন** খেয়াল
৫-০০ **সমাপ্তি**

‡ এর পর সংবাদ

কলকাতা

ক

শিলিগুড়ি ও আগরতলা

*

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৫ বন্দেমাতরম্
৬-০০ সুভাষিত
৬-০৫ সংগীতাঞ্জলি
৬-২৫ চাষীভাইদের বলছি কথিকা
৬-৩০ অরুণরঞ্জন ভট্টাচার্য লোকগীতি
৬-৪৫ দেশবন্দনা
৬-৫৫ মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় গীটার
৭-০০ উৎপলা সেন : ভজন
৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাংলা ও ইংরেজী)
৭-১৫ মাধুরী চক্রবর্তী শ্যামাসংগীত
৭-২৫ বাংলা সংবাদ
৭-৩৫ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৭-৪০ স্নিগ্ধা ঘোষ রবীন্দ্রসংগীত
৮-০০ বাংলা কথিকা
৮-১৫ মাধুরী চক্রবর্তী শ্যামাসংগীত
৮-২৫ জেলার চিঠি
৮-৩০ লোকগীতি (শিলিগুড়ি : সমাপ্তি)
৮-৪৫ উৎপলা সেন : আধুনিক
৯-০০ রবীন্দ্রসংগীত
৯-০৫ বাংলা সংবাদ
৯-১০ কেয়া চৌধুরী রবীন্দ্রসংগীত
৯-১৫ নজরুলগীতি
৯-৩০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১২-৩০* উনো জমির দুনো ফসল
১২-৫০ মজদুরমণ্ডলী
১-১০ রবীন্দ্রসংগীত + (বিচিত্রা)
১-৩০ বাংলা সংবাদ
১-৪০ সুগম সংগীত
১-৫০ মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় গীটার
২-০০ পুরনো দিনের গান + (নির্বাচিত আধুনিক গান)
২-২৬ আবহবার্তা
২-৩০ বাংলা সংবাদ
২-৩৫ মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় গীটার
২-৪০ বসন্ত + (রবীন্দ্রগীতিনাট্য)
৩-০০ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

৪-১৫ স্পোর্টস্ সার্ভিস
৫-৫০ আধুনিক
৬-০০ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা
৬-০৫ সাঁওতালী অনুষ্ঠান
৬-১০ সাঁওতালী সংবাদ
৬-১৫ সাঁওতালী অনুষ্ঠান
৬-৩৫ মহাভারত থেকে পাঠ
৬-৫৫ কৃষিকথার আসর আমার জমিতে ডালের চাষ : আলোচনা ; নানাকথা ; চিঠির উত্তর ; দৈনিক বাজার দর ; আবহাওয়ার খবর
৭-২৫ লোকগীতি
৭-৩৫ বাংলা সংবাদ
৭-৪৫ সমীক্ষা
৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৮-০০ বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা
৮-৩০ সাময়িক প্রসঙ্গ/সংগীত
৮-৪৫ রবীন্দ্রসংগীত
৯-০০ আধুনিক (শিলিগুড়ি ও আগরতলা: ইংরেজী সংবাদ ; শিলিগুড়ি : ৯-১৫ মিঃ —৯-২৫ মিঃ পর্যন্ত দিল্লী খ-এর অনুরূপ ; আগরতলা : ৯-১৫ মিঃ সংগীত +)
৯-১৫ ইংরেজী কথিকা
৯-৩০ অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে রূপক : বাংলা রূপান্তর
১০-০০ সংবাদ পরিক্রমা
১০-০৫ বাংলা সংবাদ
১০-১৫ রবীন্দ্রসংগীত
১০-৩০ রূপু বড়াল নজরুলগীতি
১০-৪০ অরুণরঞ্জন ভট্টাচার্য লোকগীতি
১০-৫০ উৎপলা সেন আধুনিক
১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি

কলকাতা খ

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৬-০০ হিন্দী সংবাদ
৬-০২ ইংরেজী সংবাদ
৬-০৫ সুবন্ধ সংগীত মৌজুদ্দ হোসেন খাঁ : খেয়াল (গুণকেলি, জৌনপুরী ও দেশী)
৬-২০ বাংলা সংবাদ
৬-৩০ রাগপ্রধান
৬-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৭-০০ সংস্কৃত সংবাদ
৭-০৫ ভজন
৭-১০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৭-৪০ নিমাই তরফদার : গীটার
৭-৪৫ হিন্দী শিক্ষা
৮-০০ হিন্দী সংবাদ
৮-১০ ইংরেজী সংবাদ
৮-২০ ভক্তিগীতি
৮-৩০ ইরা সরকার : সেতার
৯-০০ নিউজ লেটার ইন হিন্দী
৯-০৫ অবকাশরঞ্জন +
৯-১০ সংবাদ বিচিত্রা



শাসন গাইন : লোকগীতি পরিবেশন করবেন ১০ ফেব্রুয়ারী

৯-২৫ নিমাই তরফদার : গীটার
৯-৩০ মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী : খেয়াল
১০-০০ ইংরেজী সংবাদ
১০-০২ বাংলা সংবাদ
১০-০৫ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১-০০ ইংরেজী সংবাদ
১-০৫ সরোদ
১-৩০ জে, ভি, এস, রাও খেয়াল
২-০০ ইংরেজী সংবাদ
২-১০ নজরুলগীতি +
২-২০ ভজন +
২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ
৩-০০ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

৬-০০ ইংরেজী সংবাদ
৬-০৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা
৬-১০ রূপু বড়াল রবীন্দ্রসংগীত
৬-২০ ইরা সরকার : সেতার
৬-৩৫ মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী : খেয়াল
৬-৫৫ মজদুরমণ্ডলী : হিন্দী অনুষ্ঠান ; আধুনিক +
৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা
৭-৩০ মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় গীটার
৭-৩৫ বিদ্যার্থীদের জন্য (নবম শ্রেণী)
৭-৫৫ নিমাই তরফদার : গীটার
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ (খেলাধুলা)
৮-০৫ মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী : ঠুংরী
৮-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা (ইংরেজী)
৮-২৫ আধুনিক +
৮-৩৫ স্নিগ্ধা ঘোষ রবীন্দ্রসংগীত
৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ
৯-০০ ইংরেজী সংবাদ
৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান
৯-২৫ অবকাশরঞ্জন +
৯-৩০ ইংরেজী কথিকা
৯-৪৫ রাগপ্রধান
১০-০০ কেয়া চৌধুরী : ধ্রুপদ
১০-৩০ উচ্চাংগ সংগীতের অনুরোধের আসর +
১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি

কলকাতা গ

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ ; ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিনিট ; দুপুর ২টা—রাত ১১টা

পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য

বিশেষ অনুষ্ঠান

প্রথম অধিবেশন

৮-২০ বাংলা সংবাদ
৮-৩০ দেশগান
৮-৪০ মৃদুলা মজুমদার আধুনিক
৮-৫০ রবীন্দ্রসংগীত
৯-০০ প্রতিমা মজুমদার অতুলপ্রসাদের গান
৯-০৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৯-১০ প্রতিমা মজুমদার অতুলপ্রসাদের গান
৯-১৫ সরোদ
৯-৪০ রূপু বড়াল নজরুলগীতি
৯-৫০ রবীন্দ্রসংগীত
১০-০০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

২-৩০ প্রতিমা মজুমদার অতুলপ্রসাদের গান
২-৪০ লোকগীতি
২-৫০ মাধুরী চক্রবর্তী আধুনিক
৩-০০ গীত
৩-১০ নিমাই তরফদার : গীটার
৩-২০ মৃদুলা মজুমদার আধুনিক
৩-৩০ রবীন্দ্রসংগীত
৩-৪০ মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায় গীটার
৩-৫০ গীত
৪-০০ আধুনিক
৪-১০ অরুণরঞ্জন ভট্টাচার্য লোকগীতি
৪-২০ ইরা সরকার : সেতার
৪-৪০ কেয়া চৌধুরী : ধ্রুপদ
৫-০০ সমাপ্তি

* সময় সঙ্কেত
+ গ্রামোফোন রেকর্ড
‡ এরপর সংবাদ

কলকাতা

ক

... ও আগরতলা

... অধিবেশন

...
...
...
... ের বলছি
...
... র চক্রবর্তী
...
... বেণী
... চক্রবর্তী : গীটার
...
... বার্তা ও অনুষ্ঠান
... (বাংলা ও
...
... ঘোষ : ভক্তিগীতি
... সংবাদ
... সংবাদ (বাংলা)
... সংগীত
... কথিকা
... চট্টোপাধ্যায়
...
... : ৪-১০ মিঃ
... সংবাদ ; অতঃপর
... ÷)
... ঘোষ : আধুনিক
... : সমাপ্তি)
... কেদার ভট্টাচার্য
...
... প্রসাদের গান
... সংবাদ
... প্রসাদের গান
... নিক
...

... অধিবেশন

... জমির দুনো ফসল
... : ১২-৩০ মিঃ
... পর্যন্ত নেপালী
... অনুষ্ঠান)
... মণ্ডলী
... অনুষ্ঠান ;
... নিক +
... (ভক্তিগীতি) +
... সংবাদ
... পা দেব : ভজন
... মহল
... এলাম : মহিলা
... লিত হাসপাতাল;
... জনা : গীতা
... পাধ্যায়; রম্যরচনা :
... মুখোপাধ্যায়;
... কর্মসূচী :
... জনীয় দ্রব্যমূল্য
... : কথিকা :
... চৌধুরী
... বহবার্তা
... সংবাদ
প্রবোধ চক্রবর্তী : গীটার
রবীন্দ্রসংগীত

২-৫০ নজরুলগীতি
৩-০০ ভক্তিগীতি
৩-১০ লোকগীতি
৩-২০ আধুনিক
৩-৩০ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

৪-১৫ স্পোর্টস সার্ভিস
৫-৫০ অণিমা বসুচৌধুরী
লোকগীতি
৬-০০ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা
৬-০৫ সাঁওতালী অনুষ্ঠান
৬-১০ সাঁওতালী সংবাদ
৬-১৫ সাঁওতালী অনুষ্ঠান
৬-৩৫ অণিমা বসুচৌধুরী
লোকগীতি
৬-৪০ কৃষিকে আরো অর্থকরী করে তুলুন গোলাজাত শস্যকে রক্ষা করে :
কথিকা
৬-৫০ নবীনের যাত্রা
৬-৫৫ পল্লী বেতারগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান : বোরো ধানের রোগ প্রতিরোধ : আলোচনা ; নানাকথা ; প্রশ্নের উত্তর ; দৈনিক বাজার দর ; আবহাওয়ার খবর
৭-২৫ মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্রসংগীত
৭-৩৫ বাংলা সংবাদ
৭-৪৫ সমীক্ষা
৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাংলা)
৮-০০ বৃষ্টি : বাংলা নাটক ; রচনা : মৃত্যুঞ্জয় মাইতি
৮-৪৫ সাময়িক প্রসঙ্গ/সঙ্গীত
৯-০০ রঞ্জিতকুমার চক্রবর্তী
লোকগীতি
৯-১৫ ইংরেজী কথিকা
৯-৩০ গৌরী ঘোষ : ভক্তিগীতি
৯-৪০ নজরুলগীতি
৯-৫০ বন্দগান : পরিবেশনায় : আকাশবাণীর সমূহ-গীতি-কণ্ঠ
১০-০০ সংবাদ পরিক্রমা
১০-০৫ বাংলা সংবাদ
১০-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা
১০-৩০ অনুরোধের আসর +
(রবীন্দ্রসংগীত)
১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি

কলকাতা খ

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৬-০০ হিন্দী সংবাদ
৬-০২ ইংরেজী সংবাদ
৬-০৫ সুবন্ধ সংগীত
ধ্যানেশ খাঁ : সরোদ (ভাটিয়ার, আহির ভৈরব, আলাহিয়া বিলাবল ও সিন্ধু ভৈরব)
৬-২০ বাংলা সংবাদ
৬-৩০ মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্রসংগীত
৬-৪৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৭-০০ সংস্কৃত সংবাদ
৭-০৫ রেবা সাঁতরা : গীটার
৭-১০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৭-৪০ প্রবোধ চক্রবর্তী : গীটার
৭-৪৫ হিন্দী শিক্ষা
৮-০০ হিন্দী সংবাদ
৮-১০ ইংরেজী সংবাদ
৮-২০ অণিমা বসুচৌধুরী
ভজন
৮-৩০ সেতার
৯-০০ নিউজ লেটার ইন হিন্দী
৯-০৫ অবকাশরঞ্জন +
৯-১০ ব্রজগোপাল দাস : ঠুংরী
৯-২৫ প্রবোধ চক্রবর্তী : গীটার
৯-৩০ খেয়াল
১০-০০ ইংরেজী সংবাদ
১০-০২ বাংলা সংবাদ
১০-০৫ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

১-০০ ইংরেজী সংবাদ
১-০৫ পি, এন, বার্ভে
খেয়াল
১-৩০ সরোদ
২-০০ ইংরেজী সংবাদ
২-১০ আধুনিক +
২-৩০ মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ
৩-০০ সমাপ্তি

তৃতীয় অধিবেশন

৬-০০ ইংরেজী সংবাদ
৬-০৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা
৬-১০ সেতার
৬-৩৫ গৌরীকেদার ভট্টাচার্য
শ্যামাসংগীত
৬-৪৫ ধীরেন বসু
রবীন্দ্রসংগীত
৬-৫৫ মজদুরমণ্ডলী
গীতিবিচিত্রা +
৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা
৭-৩০ প্রবোধ চক্রবর্তী : গীটার
৭-৩৫ বিদ্যার্থীদের জন্য
(দশম শ্রেণী)
৭-৫৫ রেবা সাঁতরা : গীটার
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ
(খেলাধুলা)
৮-০৫ হিন্দী কার্যক্রম
৮-২৫ গৌরীকেদার ভট্টাচার্য
শ্যামাসংগীত
৮-৩৫ মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়
রবীন্দ্রসংগীত
৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ
৯-০০ ইংরেজী সংবাদ
৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান
৯-২৫ অবকাশরঞ্জন +
৯-৩০ ইংরেজী কথিকা
৯-৪৫ ব্রজগোপাল দাস : ঠুংরী
১০-০০ সরোদ
১০-৩০ ওস্তাদ আমীর খাঁ +
১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি

কলকাতা খ

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান
সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ ; ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিনিট ; দুপুরে ২টা—রাত ১১টা
পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
(প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন ৫০৮.৫ মীঃ)

প্রথম অধিবেশন

৮-২০ বাংলা সংবাদ
৮-৩০ দেশগান
৮-৪০ আধুনিক
৮-৫০ লোকগীতি
৯-০০ রবীন্দ্রসংগীত
৯-০৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ
৯-১০ রবীন্দ্রসংগীত
৯-১৫ সেতার
৯-৩০ আধুনিক
৯-৪০ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
লোকগীতি
৯-৫০ রবীন্দ্রসংগীত
১০-০০ সমাপ্তি

দ্বিতীয় অধিবেশন

২-৩০ রেবা সাঁতরা : গীটার
২-৪০ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
লোকগীতি
২-৫০ আধুনিক
৩-০০ সেতার
৩-৩০ গোপা দেব : রবীন্দ্রসংগীত
৩-৪০ প্রবোধ চক্রবর্তী : গীটার
৩-৫০ আধুনিক
৪-০০ ব্রজগোপাল দাস : ঠুংরী
৪-১০ রবীন্দ্রসংগীত
৪-২০ অণিমা বসুচৌধুরী
লোকগীতি
৪-৩০ খেয়াল
৫-০০ সমাপ্তি

কলকাতা

ক

শিলিগুড়ি ও আগরতলা

*

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৫ **বন্দেমাতরম্**
৬-০০ **সুভাষিত**
৬-০৫ **সংগীতাঞ্জলি**
৬-২৫ **চাষীভাইদের বলছি** কথিকা
৬-৩০ **সাধন মৈত্র** : লোকগীতি (শিলিগুড়ি : বন্দেমাতরম্; অতঃপর সংগীত +)
৬-৪৫ **দেশবন্দনা**
৬-৫৫ **উমাশংকর সেন** : গীটার
৭-০০ **ভজন**
৭-১০ **আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি** (বাংলা ও ইংরেজী)
৭-১৫ **বেবী ঘোষ** : ভক্তিগীতি
৭-২৫ **বাংলা সংবাদ**
৭-৩৫ **স্থানীয় সংবাদ** (বাংলা)
৭-৪০ **রবীন্দ্রসংগীত**
৮-০০ **বাংলা কথিকা** (শিলিগুড়ি : হিন্দী সংবাদ)
৮-১৫ **বেবী ঘোষ** নজরুলগীতি (শিলিগুড়ি : ৮-১০ মিঃ ইংরেজী সংবাদ; অতঃপর সংগীত +)
৮-২৫ **জেলার চিঠি**
৮-৩০ **সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়** লোকগীতি (শিলিগুড়ি : সমাপ্তি)
৮-৪৫ **ভক্তিগীতি**
৯-০০ **জয়শ্রী ঘোষ** রবীন্দ্রসংগীত
৯-০৫ **বাংলা সংবাদ**
৯-১০ **জয়শ্রী ঘোষ** রবীন্দ্রসংগীত
৯-১৫ **শিশুলাল সরকার** আধুনিক
৯-৩০ **সমাপ্তি**

দ্বিতীয় অধিবেশন

১২-৩০* **রবীন্দ্রসংগীত** + (শিলিগুড়ি : ১২-৩০ মিঃ—১টা পর্যন্ত নেপালী ভাষায় অনুষ্ঠান)
১২-৫০ **মজদুরমণ্ডলী**
১-১০ **অতুলপ্রসাদের গান** +
১-২০ **ছড়ার গান** +
১-৩০ **বাংলা সংবাদ**
১-৪০ **ভজন**
১-৫০ **দিলীপ রায়** দোতারা
২-০০ **ছায়াছবির গান** +
২-২৬ **আবহবার্তা**
২-৩০ **বাংলা সংবাদ**
২-৩৫ **হিন্দী কার্যক্রম**

* সময়-সংকেত

৩-০০ **সান্ত্বনা বন্দ্যোপাধ্যায়** কীর্তন
৩-১০ **দিলীপ রায়** : দোতারা
৩-২০ **রেবা মজুমদার** দ্বিজেন্দ্রগীতি
৩-৩০ **সমাপ্তি**

তৃতীয় অধিবেশন

৩-৪৫ **গল্পদাদুর আসর**
৪-১৫ **স্পোর্টস সার্ভিস** (দিল্লী থেকে পুনঃসম্প্রচার)
৫-৫০ **রামপ্রসাদী**
৬-০০ **স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা**
৬-০৫ **সাঁওতালী অনুষ্ঠান**
৬-১০ **সাঁওতালী সংবাদ**
৬-১৫ **সাঁওতালী অনুষ্ঠান**
৬-৩৫ **সাধন মৈত্র** : লোকগীতি
৬-৪০ **প্রতিরোধ ব্যবস্থা** : ছুলি ও খুসকির : কথিকা
৬-৫০ **সাধন মৈত্র** : লোকগীতি
৬-৫৫ **কৃষিকথার আসর** গ্রামাঞ্চলের কথা; বাজার দরের সাপ্তাহিক পর্যালোচনা : কথিকা; আগামী সপ্তাহের অনুষ্ঠান; চিঠির উত্তর; দৈনিক বাজার দর; আবহাওয়ার খবর
৭-২৫ **বাংলা নাটিকা** (শিলিগুড়ি : নেপালী সংবাদ)
৭-৩৫ **বাংলা সংবাদ**
৭-৪৫ **সমীক্ষা**
৭-৫০ **স্থানীয় সংবাদ** (বাংলা)
৮-০০ **বিচিত্রা**
৮-১৫ **জয়শ্রী ঘোষ** আধুনিক
৮-৩০ **সাময়িক প্রসঙ্গ/সংগীত**
৮-৪৫ **বাংলা কথিকা** (শিলিগুড়ি ও আগরতলা: হিন্দী সংবাদ)
৯-০০ **চিত্রা সেনগুপ্ত** রবীন্দ্রসংগীত
৯-১৫ **সংবাদ পরিক্রমা**
৯-২০ **বাংলা সংবাদ**
৯-৩০ **অনুরোধের আসর** + (লোকগীতি)
৯-৪৫ **নিখিলচন্দ্র সেন** আধুনিক
১০-০০ **সাজাহান** : বাংলা নাটক; রচনা : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়; প্রযোজনা : বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
১১-১৫ **আবহবার্তা ও সমাপ্তি**

কলকাতা খ

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৫ **কলকাতা ক-এর অনুরূপ**
৬-০০ **হিন্দী সংবাদ**
৬-০২ **ইংরেজী সংবাদ**
৬-০৫ **সুবন্ধ সংগীত** সত্যেন ঘোষাল : খেয়াল (ললিত পঞ্চম, মধুমদ সারং, রামকেলি ও যোগিয়া)
৬-২০ **বাংলা সংবাদ**
৬-৩০ **জয়শ্রী ঘোষ** রবীন্দ্রসংগীত
৬-৪৫ **কলকাতা ক-এর অনুরূপ**
৭-০০ **সংস্কৃত সংবাদ**
৭-০৫ **এক্সপোর্ট ফ্রন্ট বুলেটিন** (ইংরেজী)
৭-১০ **কলকাতা ক-এর অনুরূপ**
৭-৪০ **শ্যামাসংগীত**
৭-৪৫ **সংস্কৃত শিক্ষা**
৮-০০ **হিন্দী সংবাদ**
৮-১০ **ইংরেজী সংবাদ**
৮-২০ **শ্যামাসংগীত**
৮-৩০ **রেখা সেন** : সেতার
৯-০০ **নিউজ লেটার ইন হিন্দী**
৯-০৫ **অবকাশরঞ্জন** +
৯-১০ **বেতার সংবাদ বিচিত্রা**
৯-২৫ **উমাশংকর সেন** : গীটার
৯-৩০ **শান্তি মুখোপাধ্যায়** খেয়াল
১০-০০ **ইংরেজী সংবাদ**
১০-০২ **বাংলা সংবাদ**
১০-০৫ **সমাপ্তি**

দ্বিতীয় অধিবেশন

১-০০ **ইংরেজী সংবাদ**
১-০৫ **রেখা সেন** : সেতার
১-৩০ **শান্তি মুখোপাধ্যায়** খেয়াল
২-০০ **ইংরেজী সংবাদ**
২-১০ **দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত** +
২-৩০ **মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ**
৩-০০ **সমাপ্তি**

তৃতীয় অধিবেশন

৬-০০ **ইংরেজী সংবাদ**
৬-০৫ **স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা**
৬-১০ **সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়** ভক্তিগীতি
৬-২০ **চিত্রা সেনগুপ্ত** রবীন্দ্রসংগীত
৬-৩৫ **শিশুলাল সরকার** আধুনিক
৬-৪৫ **ভজন**
৬-৫৫ **মজদুরমণ্ডলী** কর্মসূচী রূপায়ণ : শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে : কথিকা; সংগীত +
৭-১৫ **বাণিজ্যবার্তা**
৭-৩০ **উমাশংকর সেন** : গীটার
৭-৩৫ **নিখিলচন্দ্র সেন** রাগপ্রধান
৭-৫০ **মৃণালিনী সাহা** ভক্তিগীতি
৮-০০ **ইংরেজী সংবাদ** (খেলাধুলা)
৮-০৫ **রবীন্দ্রসংগীত**
৮-১৫ **বেতার সংবাদ বিচিত্রা**
৮-২৫ **গীত** +
৮-৩৫ **বেবী ঘোষ** : আধুনিক
৮-৪৫ **হিন্দী সংবাদ**
৯-০০ **ইংরেজী সংবাদ**
৯-১৫ **উল্লেখ্য অনুষ্ঠান**
৯-২৫ **অবকাশরঞ্জন** +
৯-৩০ **অখিল ভারতীয় সংগীত কার্যক্রম** : নোরি নাগভূষণম : বেহালা এবং রুক্মিণী রাজাগোপালন : কণ্ঠসংগীত
১১-০০ **আবহবার্তা ও সমাপ্তি**

কলকাতা গ

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিনিট; দুপুর ২টা—রাত ১১টা

পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান

(প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন ৫০৮·৫ মীঃ)

প্রথম অধিবেশন

৮-২০ **বাংলা সংবাদ** (৭-২৫ মিনিটে প্রচারিত সংবাদের পুনরাবৃত্তি)
৮-৩০ **দেশগান**
৮-৪০ **সান্ত্বনা বন্দ্যোপাধ্যায়** কীর্তন
৮-৫০ **গীত**
৯-০০ **বিটু সমাজপতি** আধুনিক
৯-০৫ **কলকাতা ক-এর অনুরূপ**
৯-১০ **বিটু সমাজপতি** আধুনিক
৯-১৫ **নায়ার হোসেন ও সহশিল্পিবৃন্দ** : সানাই
৯-৩০ **রেবা মজুমদার** : অতুলপ্রসাদের গান
৯-৪০ **সাধন মৈত্র** : লোকগীতি
৯-৫০ **মঞ্জু ভদ্র** : রবীন্দ্রসংগীত
১০-০০ **সমাপ্তি**

দ্বিতীয় অধিবেশন

২-৩০ **বিটু সমাজপতি** আধুনিক
২-৪০ **দিলীপ রায়** : দোতারা
২-৫০ **মঞ্জু ভদ্র** : রবীন্দ্রসংগীত
৩-০০ **রেবা মজুমদার** অতুলপ্রসাদের গান
৩-১০ **শ্যামলাল ভট্টাচার্য** আধুনিক
৩-২০ **বিটু সমাজপতি** লোকগীতি
৩-৩০ **সান্ত্বনা বন্দ্যোপাধ্যায়** কীর্তন
৩-৪০ **উমাশংকর সেন** : গীটার
৩-৫০ **গীত**
৪-০০ **আধুনিক**
৪-১০ **মঞ্জু ভদ্র** : রবীন্দ্রসংগীত
৪-২০ **সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়** লোকগীতি
৪-৩০ **নায়ার হোসেন ও সহশিল্পিবৃন্দ** : সানাই
৫-০০ **সমাপ্তি**

‡এর পর সংবাদ

কলকাতা

ক

শিলিগুড়ি ও আগরতলা

*

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৫ **বন্দেমাতরম্**
৬-০০ **সুভাষিত**
৬-০৫ **সংগীতাঞ্জলি**
৬-২৫ **চাষীভাইদের বলছি**
কথিকা
৬-৩০ **অমলকৃষ্ণ পাল**
লোকগীতি
৬-৪৫ **দেশবন্দনা**
৬-৫৫ **রবীন পাল** : গীটার
৭-০০ **বৃন্দগান** : পরিবেশনায়: আকাশবাণীর সমূহ-গীতি-কন্ঠ
৭-১০ **আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি** (বাংলা ও ইংরেজী)
৭-১৫ **গণপতি পাঠক ও সহ-শিল্পিবৃন্দ** : কালীকীর্তন
৭-২৫ **বাংলা সংবাদ**
৭-৩৫ **স্থানীয় সংবাদ** (বাংলা)
৭-৪০ **রবীন্দ্রসংগীত**
৮-০০ **বাংলা কথিকা**
৮-১৫ **লোকগীতি**
৮-২৫ **জেলার চিঠি**
৮-৩০ **ঝর্ণা দত্তরায়**
অতুলপ্রসাদের গান
৮-৪৫ **সুধীন সরকার**: আধুনিক
৯-০০ **অবকাশরঞ্জন** +
৯-০৫ **বাংলা সংবাদ**
৯-১০ **সংগীত শিক্ষার আসর**
পরিচালনা : কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
৯-৩৫ **শিশুমহল**
গল্প শোনো : শব্দদিয়ে গল্প : অসিত সরকার; গান: বন্দনা; আবৃত্তি
১০-০০ **সমাপ্তি**

দ্বিতীয় অধিবেশন

১২-৩০* **অনুরোধের আসর** +
নজরুলগীতি, দ্বিজেন্দ্র-গীতি, অতুলপ্রসাদী ও রজনীকান্তের গান
১২-৫০ **মজদুরমণ্ডলী**
১-১০ **অনুরোধের আসর** +
১-৩০ **বাংলা সংবাদ**
১-৪০ **রবীন পাল** : গীটার
১-৫০ **সুর ও বর্ণ**
অনল চট্টোপাধ্যায়
২-০০ **গীত[illegible]**
(নির্বাচিত রবীন্দ্রসংগীত)
২-২৬ **আবহবার্তা**
২-৩০ **বাংলা সংবাদ**
২-৩৫ **রাত্রি[illegible]** বাংলা নাটক: [illegible] কান্তি ঘোষ [illegible] তৃপ্তি মিত্র
৩-৩০ **সমাপ্তি**

তৃতীয় অধিবেশন

৩-৪৫ **গল্পদাদুর আসর**
৪-১৫ **স্পোর্টস্ সার্ভিস**
৫-৫০ **অমলকৃষ্ণ পাল**
লোকগীতি
৬-০০ **স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা**



শচীন বসু : খেয়াল পরিবেশন করবেন আজ খ-এ রাত ৭-১৫ মিনিটে এবং পূর্বাঞ্চলীয় অনুষ্ঠানে দুপুর ২-৫০ মিনিটে

৬-০৫ **সাঁওতালী অনুষ্ঠান**
৬-১৫ **সাঁওতালী সংবাদ**
৬-১৫ **সাঁওতালী অনুষ্ঠান**
৬-৩৫ **শ্রীভবন**
৬-৫৫ **কৃষিকথার আসর**
৭-২৫ **মন্ডলের সংসার**
৭-৩৫ **বাংলা সংবাদ**
৭-৪৫ **সমীক্ষা**
৭-৫০ **স্থানীয় সংবাদ** (বাংলা)
৮-০০ **সবিনয় নিবেদন**
৮-১৫ **এ মাসের গান**
৮-২০ **লোকগীতি**
৮-৩০ **ঝর্ণা দত্তরায়**
অতুলপ্রসাদের গান
৮-৪৫ **সুধীন সরকার** : আধুনিক
৯-০০ **দীপিকা সেন**
নজরুলগীতি
৯-১৫ **ইংরেজী কথিকা**
৯-৩০ **ছায়াছবির গান** +
১০-০০ **সংবাদ পরিক্রমা**
১০-০৫ **বাংলা সংবাদ**
১০-১৫ **সংবাদ বিচিত্রা**
১০-৩০ **রবীন্দ্রসংগীত**
১০-৪০ **লোকগীতি**
১০-৫০ **আধুনিক ও গীত**
১১-০০ **আবহবার্তা ও সমাপ্তি**

কলকাতা খ

প্রথম অধিবেশন

৫-৫৫ **কলকাতা ক-এর অনুরূপ**
৬-০০ **হিন্দী সংবাদ**
৬-০২ **ইংরেজী সংবাদ**
৬-০৫ **সুবন্ধ সংগীত**
দীপালি নাগ : খেয়াল (গুনকেলি, যোগিয়া ও গৌড় সারং)
৬-২০ **বাংলা সংবাদ**
৬-৩০ **ফ্যান্সি রায়** : নজরুলগীতি
৬-৪৫ **কলকাতা ক-এর অনুরূপ**
৭-০০ **সংস্কৃত সংবাদ**
৭-০৫ **গীটার**
৭-১০ **কলকাতা ক-এর অনুরূপ**
৭-৪০ **রবীন পাল** : গীটার
৭-৪৫ **সংস্কৃত শিক্ষা**
৮-০০ **হিন্দী সংবাদ**
৮-১০ **ইংরেজী সংবাদ**
৮-২০ **ফ্যান্সি রায়** : ভক্তিগীতি
৮-৩০ **বিমল মুখোপাধ্যায়**
সেতার
৯-০০ **নিউজ লেটার ইন হিন্দী**
৯-০৫ **অবকাশরঞ্জন** +
৯-১০ **ছবি মজুমদার**
রাগপ্রধান
৯-২৫ **রবীন পাল** : গীটার
৯-৩০ **খেয়াল**
১০-০০ **ইংরেজী সংবাদ**
১০-০২ **বাংলা সংবাদ**
১০-০৫ **সমাপ্তি**

দ্বিতীয় অধিবেশন

১২-৩০* **কলিং অল চিলড্রেন**
১-০০ **ইংরেজী সংবাদ**
১-০৫ **নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়**
সেতার
১-৩০ **ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ**: খেয়াল
২-০০ **ইংরেজী সংবাদ**
২-১০ **গীত** +
২-২০ **গজল** +
২-৩০ **মন্থর গতিতে ইংরেজী সংবাদ**
৩-০০ **সমাপ্তি**

তৃতীয় অধিবেশন

৬-০০ **ইংরেজী সংবাদ**
৬-০৫ **স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা**
৬-১০ **গণপতি পাঠক ও সহশিল্পিবৃন্দ**
কালীকীর্তন
৬-২০ **দীপিকা সেন** : আধুনিক
৬-৩৫ **জয়জয়ন্তী** : রবীন্দ্রসংগীত
৬-৪৫ **ছবি মজুমদার** : রাগপ্রধান
৬-৫৫ **মজদুরমণ্ডলী**
দেশ গঠনের দায়িত্ব : শ্রমিক সংঘের; গীত ও ভজন +
৭-৩০ **গীটার**
৭-৩৫ **ঠুংরী**
৮-০০ **ইংরেজী সংবাদ**
৮-০৫ **রবীন্দ্রসংগীত**
৮-১৫ **রামপ্রসাদী**
৮-২৫ **ফ্যান্সি রায়** : আধুনিক
৮-৩৫ **গণপতি পাঠক ও সহশিল্পিবৃন্দ**
কালীকীর্তন
৮-৪৫ **হিন্দী সংবাদ**
৯-০০ **ইংরেজী সংবাদ**
৯-১৫ **উল্লেখ্য অনুষ্ঠান**
৯-২৫ **অবকাশরঞ্জন** +
৯-৩০ **ঘটনা প্রবাহ**
১০-০০ **খেয়াল**
১০-৩০ **বিমল মুখোপাধ্যায়**
সেতার
১১-০০ **আবহবার্তা ও সমাপ্তি**

কলকাতা গ

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান

সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা রাত ১১টা

পূর্বাঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান

(প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন ৫০৮.৫ মীঃ)

প্রথম অধিবেশন

৮-২০ **বাংলা সংবাদ**
(৭-২৫ মিনিটে প্রচারিত সংবাদের পুনরাবৃত্তি)
৮-৩০ **দেশগান**
৮-৪০ **জয়জয়ন্তী**: রবীন্দ্রসংগীত
৮-৫০ **লোকগীতি**
৯-০৫ **কলকাতা ক-এর অনুরূপ**
৯-৪০ **গীটার**
৯-৫০ **রবীন্দ্রসংগীত**
১০-০০ **সমাপ্তি**

দ্বিতীয় অধিবেশন

২-৩০ **লোকগীতি**
২-৪০ **জয়জয়ন্তী**: রবীন্দ্রসংগীত
৩-২০ **দেশগান**
৩-৩০ **নজরুলগীতি**
৩-৪০ **লোকগীতি**
৩-৫০ **রবীন্দ্রসংগীত**
৪-০০ **রবীন পাল** : গীটার
৪-২০ **ছবি মজুমদার** : রাগপ্রধান
৪-৩০ **অমলকৃষ্ণ পাল**
লোকগীতি
৪-৪০ **বিমল মুখোপাধ্যায়**
সেতার
৫-০০ **সমাপ্তি**



দিলিপকুমার চক্রবর্তী : আধুনিক গান পরিবেশন করবেন আজ খ-এ রাত ৭-৫০ মিনিটে এবং পূর্বাঞ্চলীয় অনুষ্ঠানে সকাল ৯টায়, ৯-৩৫ মিনিটে ও বিকেল ৪-১০ মিনিটে

* সময়-সঙ্কেত + গ্রামোফোন রেকর্ড

১৩৮ পর সংবাদ

যুববাণী

(২৪৫.৯ মীটার)

১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

প্রভাতী অধিবেশন

৭-০০ আলোর গান
মৈত্রেয়ী দত্তচৌধুরী ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৭-০৫ আজকের ভাবনা
৭-১০ যন্ত্রসংগীত
৭-১৫ যুববাণী
৭-২০ রাগ-রঙ
লতা প্রামাণিক ঃ খেয়াল
৭-৪০ নানারঙের গান
অহিন দাশগুপ্ত ঃ ভজন এবং শিখা মন্ডল ঃ লোকগীতি ও নজরুলগীতি
৮-০০ প্রথম দশের একজন
৮-১০ গীতাঞ্জলি
মৈত্রেয়ী দত্তচৌধুরী ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৮-২০ কোথায় কি হচ্ছে
৮-২৫ ভাষা শেখা কতো সহজ
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ ভালোলাগা গান +
৯-০০ সমাপ্তি

মধ্যাহ্ন অধিবেশন

১-০০ মিউজিক্যাল ব্যান্ড বক্স +
২-০০ সমাপ্তি

সান্ধ্য অধিবেশন

৭-০০ আজ ও কালকের যুববাণী
(অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-০৫ পাশ্চাত্য সংগীত +
৭-৪০ মেঠোসুর
শিখা মন্ডল ঃ লোকগীতি
৭-৫৫ জনবিজ্ঞান ঃ বাংলা কথিকা
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ
(খেলাধুলা)
৮-০৫ আপনি কি বলেন
৮-২৫ কবি ও তাঁর কবিতা
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ রাগ-রঙ
লতা প্রামাণিক ঃ খেয়াল
৯-০০ কবির সুরে গান
মৈত্রেয়ী দত্তচৌধুরী ঃ রবীন্দ্রসংগীত এবং অহিন দাশগুপ্ত ঃ নজরুলগীতি
৯-১৫ বুকস আই হ্যাভ রেড
৯-২৫ দি চেঞ্জিং সিন
৯-৩০ একটি গান সুর নানান
(সংগীত প্রতিযোগিতা)
১০-০০ পাশ্চাত্য সংগীত +
১১-০০ সমাপ্তি

২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

প্রভাতী অধিবেশন

৭-০০ আলোর গান
গীতশ্রী বসু ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৭-০৫ আজকের ভাবনা
৭-১০ যন্ত্রসংগীত
৭-১৫ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-২০ রাগ-রঙ
৭-৪০ নানারঙের গান
বুলু চট্টোপাধ্যায় ঃ ভজন ও অতুলপ্রসাদের গান
৮-০০ বাংলা কথিকা
৮-১০ গীতাঞ্জলি
গীতশ্রী বসু ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৮-২০ সুরলহরী
৮-২৫ গান গেয়ে যাই
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ স্বরচিত কবিতা
৮-৪৫ যুবজগৎ
৯-০০ সমাপ্তি

মধ্যাহ্ন অধিবেশন

১-০০ পাশ্চাত্য সংগীত +
১-৩০ পাশ্চাত্য সংগীত +
২-০০ সমাপ্তি

সান্ধ্য অধিবেশন

৭-০০ আজ ও কালকের যুববাণী
৭-০৫ পাশ্চাত্য সংগীত +
৭-৪০ মেঠোসুর
৭-৫০ সংগীত
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ
(খেলাধুলা)
৮-০৫ ইয়ূথ অ্যাট সার্ভিস
৮-২৫ কবি ও তাঁর কবিতা
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ রাগ-রঙ
বুলু চট্টোপাধ্যায় ঃ খেয়াল
৯-০০ কবির সুরে গান
গীতশ্রী বসুঃ রবীন্দ্রসংগীত
৯-১৫ খেলাধুলার জগৎ
৯-২৫ সুরকল্লোল
৯-৩০ আমাদের নাটক
১০-০০ গীটার মেলোডিস
১০-১০ পাশ্চাত্য সংগীত
১০-৪০ পাশ্চাত্য সংগীত +
১১-০০ সমাপ্তি

৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

প্রভাতী অধিবেশন

৭-০০ আলোর গান
কুন্তলা চক্রবর্তী ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৭-০৫ আজকের ভাবনা
৭-১০ যন্ত্রসংগীত
৭-১৫ যুববাণী
(অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-২০ রাগ-রঙ
৭-৪০ নানারঙের গান
কৃষ্ণা দাস ঃ লোকগীতি এবং শান্তনু মজুমদার ঃ ভক্তিগীতি ও ভজন
৮-০০ বাংলা কথিকা
৮-১০ গীতাঞ্জলি ঃ কুন্তলা চক্রবর্তী ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৮-২০ সুরলহরী
৮-২৫ গান গেয়ে যাই
কৃষ্ণা দাস ঃ আধুনিক
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ ভালোলাগা গান +
৯-০০ সমাপ্তি

মধ্যাহ্ন অধিবেশন

১-০০ লাঞ্চ টাইম ভ্যারাইটি +
২-০০ সমাপ্তি

সান্ধ্য অধিবেশন

৭-০০ আজ ও কালকের যুববাণী
৭-০৫ পাশ্চাত্য সংগীত +
৭-৪০ মেঠোসুর
কৃষ্ণা দাস ঃ লোকগীতি
৭-৫০ সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়
অতুলপ্রসাদের গান
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ
(খেলাধুলা)
৮-০৫ প্রতিশ্রুতি
সাহিত্য অনুষ্ঠান
৮-২৫ কবি ও তাঁর কবিতা
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ রাগ-রঙ
৯-০০ কবির সুরে গান
কুন্তলা চক্রবর্তী ঃ রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতি
৯-১৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান
৯-২৫ সুরকল্লোল ঃ শিবানী গঙ্গোপাধ্যায় ঃ গীটার
৯-৩০ গান বাজনার আসর
সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায় ঃ অতুলপ্রসাদের গান, শান্তনু মজুমদার ঃ ভক্তিগীতি ও আধুনিক এবং শিবানী গঙ্গোপাধ্যায় ঃ গীটার
১০-০০ পাশ্চাত্য সংগীত +
১০-৩০ পাশ্চাত্য সংগীত +
১১-০০ সমাপ্তি

৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

প্রভাতী অধিবেশন

৭-০০ আলোর গান
রেখা চক্রবর্তী ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৭-০৫ আজকের ভাবনা
৭-১০ যন্ত্রসংগীত
৭-১৫ যুববাণী
৭-২০ রাগ-রঙ
৭-৪০ নানারঙের গান
মঞ্জু বসু ঃ কীর্তন ও ভজন এবং মিনতি ঘোষ ঃ লোকগীতি
৮-০০ বাংলা কথিকা
৮-১০ গীতাঞ্জলি ঃ রেখা চক্রবর্তী ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৮-২০ সুরলহরী
৮-২৫ গান গেয়ে যাই
মিনতি ঘোষ ঃ আধুনিক
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ স্বরচিত কবিতা
৮-৪৫ যুবজগৎ
৯-০০ সমাপ্তি

মধ্যাহ্ন অধিবেশন

১-০০ পাশ্চাত্য সংগীত +
২-০০ সমাপ্তি

সান্ধ্য অধিবেশন

৭-০০ আজ ও কালকের যুববাণী
৭-০৫ পাশ্চাত্য সংগীত +
৭-৪০ মেঠোসুর
মিনতি ধর ঃ লোকগীতি
৭-৫০ সায়েন্স কর্ণার
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ
(খেলাধুলা)
৮-০৫ চিট চ্যাট
৮-২৫ কবি ও তাঁর কবিতা
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ রাগ-রঙ
৯-০০ কবির সুরে গান
রেখা চক্রবর্তী ঃ রবীন্দ্রসংগীত এবং ডলি দে ঃ নজরুলগীতি
৯-১৫ স্পোর্টস্ ওয়ার্ল্ড
৯-২৫ সুরকল্লোল
৯-৩০ গান বাজনার আসর
রেখা চক্রবর্তী ঃ রবীন্দ্রসংগীত, রত্না দে ঃ গীটার, ডলি দে ঃ নজরুলগীতি এবং মঞ্জু বসু ঃ আধুনিক ও ভজন
১০-০০ পাশ্চাত্য সংগীত +
১০-২০ পাশ্চাত্য সংগীত +
১০-৪০ পাশ্চাত্য সংগীত +
১১-০০ সমাপ্তি

* সময়-সঙ্কেত + গ্রামোফোন রেকর্ড ‡ এর পর সংবাদ

যুববাণী

(২৪৫.৯ মীটার)

১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

প্রভাতী অধিবেশন

৭-০০ আলোর গান
মৈত্রেয়ী দত্তচৌধুরী ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৭-০৫ আজকের ভাবনা
৭-১০ যন্ত্রসংগীত
৭-১৫ যুববাণী
৭-২০ রাগ-রঙ
লতা প্রামাণিক ঃ খেয়াল
৭-৪০ নানারঙের গান
অহিন দাশগুপ্ত ঃ ভজন এবং শিখা মন্ডল ঃ লোকগীতি ও নজরুলগীতি
৮-০০ প্রথম দশের একজন
৮-১০ গীতাঞ্জলি
মৈত্রেয়ী দত্তচৌধুরী ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৮-২০ কোথায় কি হচ্ছে
৮-২৫ ভাষা শেখা কতো সহজ
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ ভালোলাগা গান +
৯-০০ সমাপ্তি

মধ্যাহ্ন অধিবেশন

১-০০ মিউজিক্যাল ব্যান্ড বক্স +
২-০০ সমাপ্তি

সান্ধ্য অধিবেশন

৭-০০ আজ ও কালকের যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-০৫ পাশ্চাত্য সংগীত +
৭-৪০ মেঠোসুর
শিখা মন্ডল ঃ লোকগীতি
৭-০৫ জনবিজ্ঞান ঃ বাংলা কথিকা
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ
(খেলাধুলা)
৮-০৫ আপনি কি বলেন
৮-২৫ কবি ও তাঁর কবিতা
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ রাগ-রঙ
লতা প্রামাণিক ঃ খেয়াল
৯-০০ কবির সুরে গান
মৈত্রেয়ী দত্তচৌধুরী ঃ রবীন্দ্রসংগীত এবং অহিন দাশগুপ্ত ঃ নজরুলগীতি
৯-১৫ বুকস আই হ্যাভ রেড
৯-২৫ দি চেঞ্জিং সিন
৯-৩০ একটি গান সুর নানান
(সংগীত প্রতিযোগিতা)
১০-০০ পাশ্চাত্য সংগীত +
১১-০০ সমাপ্তি

২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

প্রভাতী অধিবেশন

৭-০০ আলোর গান
গীতশ্রী বসু ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৭-০৫ আজকের ভাবনা
৭-১০ যন্ত্রসংগীত
৭-১৫ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-২০ রাগ-রঙ
৭-৪০ নানারঙের গান
বুলু চট্টোপাধ্যায় ঃ ভজন ও অতুলপ্রসাদের গান
৮-০০ বাংলা কথিকা
৮-১০ গীতাঞ্জলি
গীতশ্রী বসু ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৮-২০ সুরলহরী
৮-২৫ গান গেয়ে যাই
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ স্বরচিত কবিতা
৮-৪৫ যুবজগৎ
৯-০০ সমাপ্তি

মধ্যাহ্ন অধিবেশন

১-০০ পাশ্চাত্য সংগীত +
১-৩০ পাশ্চাত্য সংগীত +
২-০০ সমাপ্তি

সান্ধ্য অধিবেশন

৭-০০ আজ ও কালকের যুববাণী
৭-০৫ পাশ্চাত্য সংগীত +
৭-৪০ মেঠোসুর
৭-৫০ সংগীত
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ
(খেলাধুলা)
৮-০৫ ইয়ুথ অ্যাট সার্ভিস
৮-২৫ কবি ও তাঁর কবিতা
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ রাগ-রঙ
বুলু চট্টোপাধ্যায় ঃ খেয়াল
৯-০০ কবির সুরে গান
গীতশ্রী বসুঃ রবীন্দ্রসংগীত
৯-১৫ খেলাধুলার জগৎ
৯-২৫ সুরকল্লোল
৯-৩০ আমাদের নাটক
১০-০০ গীটার মেলোডিস
১০-১০ পাশ্চাত্য সংগীত
১০-৪০ পাশ্চাত্য সংগীত +
১১-০০ সমাপ্তি

৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

প্রভাতী অধিবেশন

৭-০০ আলোর গান
কুন্তলা চক্রবর্তী ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৭-০৫ আজকের ভাবনা
৭-১০ যন্ত্রসংগীত
৭-১৫ যুববাণী
(অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-২০ রাগ-রঙ
৭-৪০ নানারঙের গান
কৃষ্ণা দাস ঃ লোকগীতি এবং শান্তনু মজুমদার ঃ ভক্তিগীতি ও ভজন
৮-০০ বাংলা কথিকা
৮-১০ গীতাঞ্জলি ঃ কুন্তলা চক্রবর্তী ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৮-২০ সুরলহরী
৮-২৫ গান গেয়ে যাই
কৃষ্ণা দাস ঃ আধুনিক
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ ভালোলাগা গান +
৯-০০ সমাপ্তি

মধ্যাহ্ন অধিবেশন

১-০০ লাঞ্চ টাইম ভ্যারাইটি +
২-০০ সমাপ্তি

সান্ধ্য অধিবেশন

৭-০০ আজ ও কালকের যুববাণী
৭-০৫ পাশ্চাত্য সংগীত +
৭-৪০ মেঠোসুর
কৃষ্ণা দাস ঃ লোকগীতি
৭-৫০ সুমিতা গঙ্গোপাধ্যায়
অতুলপ্রসাদের গান
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ
(খেলাধুলা)
৮-০৫ প্রতিশ্রুতি
সাহিত্য অনুষ্ঠান
৮-২৫ কবি ও তাঁর কবিতা
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ রাগ-রঙ
৯-০০ কবির সুরে গান
কুন্তলা চক্রবর্তী ঃ রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতি
৯-১৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান
৯-২৫ সুরকল্লোল ঃ শিবানী গঙ্গোপাধ্যায় ঃ গীটার
৯-৩০ গান বাজনার আসর
সুমিতা গঙ্গোপাধ্যায় ঃ অতুলপ্রসাদের গান, শান্তনু মজুমদার ঃ ভক্তিগীতি ও আধুনিক এবং শিবানী গঙ্গোপাধ্যায় ঃ গীটার
১০-০০ পাশ্চাত্য সংগীত +
১০-৩০ পাশ্চাত্য সংগীত +
১১-০০ সমাপ্তি

৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

প্রভাতী অধিবেশন

৭-০০ আলোর গান
রেখা চক্রবর্তী ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৭-০৫ আজকের ভাবনা
৭-১০ যন্ত্রসংগীত
৭-১৫ যুববাণী
৭-২০ রাগ-রঙ
৭-৪০ নানারঙের গান
মঞ্জু বসু ঃ কীর্তন ও ভজন এবং মিনতি ঘোষ ঃ লোকগীতি
৮-০০ বাংলা কথিকা
৮-১০ গীতাঞ্জলি ঃ রেখা চক্রবর্তী ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৮-২০ সুরলহরী
৮-২৫ গান গেয়ে যাই
মিনতি ঘোষ ঃ আধুনিক
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ স্বরচিত কবিতা
৮-৪৫ যুবজগৎ
৯-০০ সমাপ্তি

মধ্যাহ্ন অধিবেশন

১-০০ পাশ্চাত্য সংগীত +
২-০০ সমাপ্তি

সান্ধ্য অধিবেশন

৭-০০ আজ ও কালকের যুববাণী
৭-০৫ পাশ্চাত্য সংগীত +
৭-৪০ মেঠোসুর
মিনতি ধর ঃ লোকগীতি
৭-৫০ সায়েন্স কর্ণার
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ
(খেলাধুলা)
৮-০৫ চিট চ্যাট
৮-২৫ কবি ও তাঁর কবিতা
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ রাগ-রঙ
৯-০০ কবির সুরে গান
রেখা চক্রবর্তী ঃ রবীন্দ্রসংগীত এবং ডলি দে ঃ নজরুলগীতি
৯-১৫ স্পোর্টস্ ওয়ার্ল্ড
৯-২৫ সুরকল্লোল
৯-৩০ গান বাজনার আসর
রেখা চক্রবর্তী ঃ রবীন্দ্রসংগীত, রত্না দে ঃ গীটার, ডলি দে ঃ নজরুলগীতি এবং মঞ্জু বসু ঃ আধুনিক ও ভজন
১০-০০ পাশ্চাত্য সংগীত +
১০-২০ পাশ্চাত্য সংগীত +
১০-৪০ পাশ্চাত্য সংগীত +
১১-০০ সমাপ্তি

* সময়-সঙ্কেত + গ্রামোফোন রেকর্ড ‡ এর পর সংবাদ

..ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

প্রভাতী অধিবেশন

..লোর গান
..ন্দিরা ব্রহ্মচারী ঃ
..ন্দ্রসংগীত
..জকের ভাবনা
যন্ত্রসংগীত
যুববাণী
(অনুষ্ঠান পরিচিতি)
রাগ-রঙ ঃ সৌমিত্রকুমার
লাহিড়ী ঃ সেতার
নানারঙের গান
বাংলা কথিকা
গীতাঞ্জলি ঃ মন্দিরা
ব্রহ্মচারী ঃ রবীন্দ্রসংগীত
গান গেয়ে যাই
..ন চক্রবর্তী ঃ আধুনিক
বাংলা সংবাদ
ভালোলাগা গান +
সমাপ্তি

মধ্যাহ্ন অধিবেশন

লাঞ্চ টাইম ভ্যারাইটি +
পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
সমাপ্তি

সান্ধ্য অধিবেশন

আজ ও কালকের যুববাণী
(অনুষ্ঠান পরিচিতি)
পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
মেঠোসুর
কালচারাল ইয়ং ঃ
লোকগীতি
ইংরেজী সংবাদ
(খেলাধুলা)
আমার প্রিয় গান +
কবি ও তাঁর কবিতা
সংবাদ
রাগ-রঙ
সৌমিত্রকুমার লাহিড়ী
সেতার
কবির সুরে গান
মন্দিরা ব্রহ্মচারী ঃ
রবীন্দ্রসংগীত এবং ডলি
চক্রবর্তী ঃ নজরুলগীতি
আমার পড়া বই ঃ বাংলায়
পুস্তক পর্যালোচনা
সুরকল্লোল
গান বাজনার আসর
পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
সমাপ্তি

..ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

প্রভাতী অধিবেশন

আলোর গান ঃ দীপ্তি দত্তঃ
রবীন্দ্রসংগীত
আজকের ভাবনা
যন্ত্রসংগীত
যুববাণী
(অনুষ্ঠান পরিচিতি)
রাগ-রঙ

৭-৪০ নানারঙের গান ঃ আলো দেঃ অতুলপ্রসাদের গান ও নজরুলগীতি এবং অনুরাধা ধর ঃ ভজন
৮-০০ বাংলা কথিকা
৮-১০ গীতাঞ্জলি ঃ দীপ্তি দত্ত ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৮-২০ সুরলহরী
৮-২৫ গান গেয়ে যাই
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ শাস্ত্রীয় সংগীত +
৯-০০ সমাপ্তি

মধ্যাহ্ন অধিবেশন

১-০০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
১-৩০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
২-০০ সমাপ্তি

সান্ধ্য অধিবেশন

৭-০০ আজ ও কালকের যুববাণী
৭-০৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
৭-৪০ মেঠোসুর
৭-৪৫ অনুরাধা ধর ঃ আধুনিক ও নজরুলগীতি
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ (খেলাধুলা)
৮-০৫ যুববাণীর মঞ্চ থেকে
৮-২৫ কবি ও তাঁর কবিতা
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ রাগ-রঙ
৯-০০ কবির সুরে গান ঃ দীপ্তি দত্ত ঃ রবীন্দ্রসংগীত এবং আলো দে ঃ অতুলপ্রসাদের গান ও নজরুলগীতি
৯-১৫ খেলাধুলার জগৎ
৯-২৫ সুরকল্লোল
৯-৩০ অথ ছাত্রজিজ্ঞাসা
১০-০০ উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুরোধের আসর +
১১-০০ সমাপ্তি

৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

প্রভাতী অধিবেশন

৭-০০ আলোর গান মিতা চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীত
৭-০৫ আজকের ভাবনা
৭-১০ যন্ত্রসংগীত
৭-১৫ যুববাণী
৭-২০ রাগ-রঙ
৭-৪০ নানারঙের গান সুর ও বাণী ঃ নজরুল-গীতি ও লোকগীতি
৮-০০ বাংলা কথিকা
৮-১০ গীতাঞ্জলি মিতা চট্টোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৮-২০ সুরলহরী
৮-২৫ গান গেয়ে যাই দেবদাস ভট্টাচার্য ঃ আধুনিক
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ ভালোলাগা গান +
৯-০০ সমাপ্তি

মধ্যাহ্ন অধিবেশন

১-০০ লাঞ্চ টাইম ভ্যারাইটি +
২-০০ সমাপ্তি

সান্ধ্য অধিবেশন

৭-০০ আজ ও কালকের যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-০৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
৭-৪৫ মেঠোসুর ঃ সুর ও বাণী ঃ লোকগীতি
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ (খেলাধুলা)
৮-০৫ চিঠির উত্তর
৮-১৫ দেউল
৮-২৫ কবি ও তাঁর কবিতা
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ রাগ-রঙ
৯-০০ কবির সুরে গান দেবদাস ভট্টাচার্য ঃ নজরুলগীতি
৯-১৫ বাংলায় আলোচনা
৯-৩৫ গানবাজনার আসর মিতা চট্টোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্রসংগীত; গীটার
১০-০০ অ্যাকর্ডিয়ন মেলোডিস
১০-২০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
১০-৪০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
১১-০০ সমাপ্তি

৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

প্রভাতী অধিবেশন

৭-০০ আলোর গান জয়শ্রী বসু ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৭-০৫ আজকের ভাবনা
৭-১০ যন্ত্রসংগীত অজন্তা শিল্পী ঃ সেতার (ধুন)
৭-১৫ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-২০ রাগ-রঙ অজন্তা শিল্পী ঃ সেতার
৭-৪০ নানারঙের গান চন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ লোকগীতি এবং নূপুর লাহিড়ী ঃ নজরুলগীতি ও ভজন
৮-০০ বাংলা কথিকা
৮-১০ গীতাঞ্জলি জয়শ্রী বসু ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৮-২০ কোথায় কি হচ্ছে
৮-২৫ গান গেয়ে যাই
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ ভালোলাগা গান +
৯-০০ সমাপ্তি

মধ্যাহ্ন অধিবেশন

১-০০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
২-০০ সমাপ্তি

সান্ধ্য অধিবেশন

৭-০০ আজ ও কালকের যুববাণী
৭-০৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
৭-৪০ মেঠোসুর চন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ লোকগীতি
৭-৫০ ইনফরমেশন কর্ণার
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ (খেলাধুলা)
৮-০৫ মিট দি ইয়ুথ
৮-২৫ কবি ও তাঁর কবিতা
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ রাগ-রঙ অজন্তা শিল্পী ঃ সেতার
৯-০০ কবির সুরে গান নূপুর লাহিড়ী ঃ রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতি এবং জয়শ্রী বসু ঃ অতুলপ্রসাদের গান
৯-১৫ বিজ্ঞান কথা
৯-২৫ নবদিগন্ত
৯-৩০ একটি গান সুর নানান
৯-৩৫ সফলতার গোপন কথা
১০-০০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত
১১-০০ সমাপ্তি

৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

প্রভাতী অধিবেশন

৭-০০ আলোর গান মীরা মিশ্রঃ রবীন্দ্রসংগীত
৭-০৫ আজকের ভাবনা
৭-১০ যন্ত্রসংগীত সনাতন পাল ঃ গীটার
৭-১৫ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-২০ রাগ-রঙ সুরেশরাও কুলকার্নি ঃ খেয়াল
৭-৪০ নানারঙের গান শ্যামলী চট্টোপাধ্যায় ঃ ভজন এবং রত্না চট্টোপাধ্যায় ঃ অতুলপ্রসাদের গান ও নজরুলগীতি
৮-০০ বাংলা কথিকা
৮-১০ গীতাঞ্জলি মীরা মিশ্র ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৮-২০ সুরলহরী
৮-২৫ গান গেয়ে যাই
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ স্বরচিত কবিতা

* সময় সঙ্কেত + গ্রামোফোন রেকর্ড ‡ এর পর সংবাদ

৮-৪৫ যুববজগৎ
৯-০০ সমাপ্তি

মধ্যাহ্ন অধিবেশন

১-০০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
২-০০ সমাপ্তি

সান্ধ্য অধিবেশন

৭-০০ আজ ও কালকের যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-০৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত
৭-৪০ মেঠোসুর সনাতন পাল ঃ গীটার
৭-৪৫ শ্যামলী চট্টোপাধ্যায় ভজন
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ (খেলাধুলা)
৮-০৫ ইয়ুথ অ্যাট সার্ভিস
৮-২৫ কবি ও তাঁর কবিতা
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ রাগ-রঙ সুরেশরাও কুলকার্নি খেয়াল
৯-০০ কবির সুরে গান রত্না চট্টোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্রসংগীত, অতুল-প্রসাদের গান ও নজরুলগীতি
৯-১৫ খেলাধুলার জগৎ
৯-২৫ সুরকল্লোল সনাতন পাল ঃ গীটার
৯-৩০ গানবাজনার আসর মীরা মিশ্র ঃ রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতি, সনাতন পাল ঃ গীটার এবং শ্যামলী চট্টোপাধ্যায় ঃ ভজন
১০-০০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত
১০-১৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
১১-০০ সমাপ্তি

১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

প্রভাতী অধিবেশন

৭-০০ আলোর গান
৭-০৫ আজকের ভাবনা
৭-১০ যন্ত্রসংগীত
৭-১৫ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-২০ রাগ-রঙ শিপ্রা ভট্টাচার্য ঃ খেয়াল
৭-৪০ নানারঙের গান মহুয়া চট্টোপাধ্যায় ঃ লোকগীতি ও ভজন এবং শান্তা ভট্টাচার্য ঃ নজরুলগীতি
৮-০০ বাংলা কথিকা
৮-১০ গীতাঞ্জলি
৮-২০ সুরলহরী
৮-২৫ গান গেয়ে যাই শিখা সাহা ঃ আধুনিক
৮-৩৫ সংবাদ
৮-৪০ ভালোলাগা গান +
৯-০০ সমাপ্তি

মধ্যাহ্ন অধিবেশন

১-৩০ লাঞ্চ টাইম ভ্যারাইটি +
২-০০ সমাপ্তি

সান্ধ্য অধিবেশন

৭-০০ আজ ও কালকের যুববাণী
৭-০৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
৭-৪০ মেঠোসুর মহুয়া চট্টোপাধ্যায় লোকগীতি
৭-৫০ শিখা সাহা ঃ আধুনিক ও ভজন
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ (খেলাধুলা)
৮-০৫ লিটারেচার টুডে
৮-২৫ কবি ও তাঁর কবিতা
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ রাগ-রঙ শিপ্রা ভট্টাচার্য ঃ খেয়াল
৯-০০ কবির সুরে গান মহুয়া চট্টোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্রসংগীত এবং শান্তা ভট্টাচার্য ঃ নজরুলগীতি
৯-১৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য
৯-২৫ সুরকল্লোল
৯-৩০ গানবাজনার আসর শান্তা ভট্টাচার্য ঃ নজরুলগীতি এবং শিখা সাহা ঃ আধুনিক ও ভজন
১০-০০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
১০-১৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
১০-৩০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
১১-০০ সমাপ্তি

১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

প্রভাতী অধিবেশন

৭-০০ আলোর গান
৭-০৫ আজকের ভাবনা
৭-১০ যন্ত্রসংগীত
৭-১৫ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-২০ রাগ-রঙ
৭-৪০ নানারঙের গান শঙ্করী ঘোষ ঃ লোকগীতি এবং বকুল পাল ঃ শ্যামাসংগীত, ভজন ও রামপ্রসাদী
৮-০০ বাংলা কথিকা
৮-১০ গীতাঞ্জলি
৮-২০ সুরলহরী
৮-২৫ গান গেয়ে যাই
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ স্বরচিত কবিতা
৮-৪৫ যুববজগৎ
৯-০০ সমাপ্তি

মধ্যাহ্ন অধিবেশন

১-০০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
২-০০ সমাপ্তি

সান্ধ্য অধিবেশন

৭-০০ আজ ও কালকের যুববাণী
৭-০৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
৭-৪০ মেঠোসুর শঙ্করী ঘোষ ঃ লোকগীতি
৭-৫০ বকুল পাল ঃ শ্যামাসংগীত ও রামপ্রসাদী
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ (খেলাধুলা)
৮-০৫ স্টুডিওর বাইরে থেকে
৮-২৫ কবি ও তাঁর কবিতা
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ রাগ-রঙ
৯-০০ কবির সুরে গান
৯-১৫ স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড
৯-২৫ সুরকল্লোল
৯-৩০ গানবাজনার আসর শঙ্করী ঘোষ ঃ লোকগীতি
১০-০০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
১১-০০ সমাপ্তি

১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

প্রভাতী অধিবেশন

৭-০০ আলোর গান লেখা পাল ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৭-০৫ আজকের ভাবনা
৭-১০ যন্ত্রসংগীত সূর্যজ্যোতি ভট্টাচার্য ঃ গীটার
৭-১৫ যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-২০ রাগ-রঙ
৭-৪০ নানারঙের গান সমাপ্তি ঘোষ ঃ অতুল-প্রসাদের গান, নজরুলগীতি ও শ্যামাসংগীত
৮-০০ বাংলা কথিকা
৮-১০ গীতাঞ্জলি লেখা পাল ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৮-২০ সুরলহরী সূর্যজ্যোতি ভট্টাচার্য ঃ গীটার
৮-২৫ গান গেয়ে যাই
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ ভালোলাগা গান +
৯-০০ সমাপ্তি

মধ্যাহ্ন অধিবেশন

১-০০ লাঞ্চ টাইম ভ্যারাইটি +
১-৩০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
২-০০ সমাপ্তি

সান্ধ্য অধিবেশন

৭-০০ আজ ও কালকের যুববাণ (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-০৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
৭-৪৫ মেঠোসুর
৭-৫০ লেখা পাল ঃ রবীন্দ্রসংগী
৮-০০ ইংরেজী সংবাদ (খেলাধুলা)
৮-০৫ আমার প্রিয় গান +
৮-২৫ কবি ও তাঁর কবিতা
৮-৩৫ বাংলা সংবাদ
৮-৪০ রাগ-রঙ
৯-০০ কবির সুরে গান অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতি
৯-১৫ সায়েন্স কর্ণার
৯-২৫ সুরকল্লোল ঃ সূর্যজ্যো ভট্টাচার্য ঃ গীটার

…বাঞ্জনার আসর
…প্তি ঘোষ :
…ন্দ্রসংগীত ও আধুনিক,
…জ্যোতি ভট্টাচার্য :
…টার এবং অরুন্ধতী
…ন্দ্যোপাধ্যায় :
…জরুলগীতি
পাশ্চাত্য সংগীত +
সমাপ্তি

…ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

প্রভাতী অধিবেশন

আলোর গান
রীতা চৌধুরী :
রবীন্দ্রসংগীত
আজকের ভাবনা
যন্ত্রসংগীত
যুববাণী
(অনুষ্ঠান পরিচিতি)
রাগ-রঙ : কৃষ্ণা বসু :
খেয়াল
নানারঙের গান
বাংলা কথিকা
গীতাঞ্জলি : রীতা
চৌধুরী : রবীন্দ্রসংগীত
গান গেয়ে যাই
স্বপ্না মজুমদার :
আধুনিক
বাংলা সংবাদ
শাস্ত্রীয় সংগীত +
সমাপ্তি

মধ্যাহ্ন অধিবেশন

পাশ্চাত্য সংগীত +
পাশ্চাত্য সংগীত +
সমাপ্তি

সান্ধ্য অধিবেশন

আজ ও কালকের
যুববাণী (অনুষ্ঠান
পরিচিতি)
পাশ্চাত্য সংগীত +
মেঠোসুর : স্বপ্না
মজুমদার : লোকগীতি
কৃষ্ণা বসু : ভজন
ইংরেজী সংবাদ
(খেলাধুলা)
ফ্রম দি ক্যাম্পাস
কবি ও তাঁর কবিতা
বাংলা সংবাদ
রাগ-রঙ : কৃষ্ণা বসু :
খেয়াল
কবির সুরে গান
রীতা চৌধুরী :
অতুলপ্রসাদের গান ও
নজরুলগীতি
খেলাধুলার জগৎ
সুরকল্লোল
আঁধারে আলো
উচ্চাঙ্গ সংগীতের
অনুরোধের আসর +
সমাপ্তি



রেডিও সংগীত সম্মেলন: গত রেডিও সংগীত সম্মেলন উপলক্ষে কলকাতায় কর্ণাটক সংগীত পরিবেশন করছেন এম, এস, বালসুব্রহ্মণ্য শর্মা; সঙ্গে বেহলা—ভি, কে, ভেঙ্কটরামানুজম্, ঘটম্—আর, এস, কৃষ্ণমূর্তিরাও এবং পাখোয়াজ—গুরুভয়ুর ডোরাই

১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

প্রভাতী অধিবেশন

৭-০০ **আলোর গান**
শ্যামলী রায়চৌধুরী :
রবীন্দ্রসংগীত
৭-০৫ **আজকের ভাবনা**
৭-১০ **যন্ত্রসংগীত**
আলো সাহা : গীটার
৭-১৫ **যুববাণী**
(অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-২০ **রাগ-রঙ**
৭-৪০ **নানারঙের গান :** আয়েত্রী
ভট্টাচার্য : ভজন এবং
শুক্লা অধিকারী :
অতুলপ্রসাদের গান ও
নজরুলগীতি
৮-০০ **বাংলা কথিকা**
৮-১০ **গীতাঞ্জলি : শ্যামলী**
রায়চৌধুরী : রবীন্দ্রসংগীত
৮-২০ **সুরলহরী**
আলো সাহা : গীটার
৮-২৫ **গান গেয়ে যাই :** কল্যাণী
মুখোপাধ্যায় : আধুনিক
৮-৩৫ **বাংলা সংবাদ**
৮-৪০ **ভালোলাগা গান +**
৯-০০ **সমাপ্তি**

মধ্যাহ্ন অধিবেশন

১-০০ **পাশ্চাত্য সংগীত +**
১-৩০ **লাঞ্চ টাইম ভ্যারাইটি +**
২-০০ **সমাপ্তি**

সান্ধ্য অধিবেশন

৭-০০ **আজ ও কালকের যুববাণী**
(অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-০৫ **পাশ্চাত্য সংগীত +**
৭-৪০ **মেঠোসুর**
আলো সাহা : গীটার
৭-৫০ **কল্যাণী মুখোপাধ্যায়**
আধুনিক
‡৮-০০ **ইংরেজী সংবাদ**
(খেলাধুলা)
৮-০৫ **চিঠির উত্তর**
৮-১৫ **দেউল**
৮-২৫ **কবি ও তাঁর কবিতা**
৮-৩৫ **বাংলা সংবাদ**
৮-৪০ **রাগ-রঙ**
৯-০০ **কবির সুরে গান**
৯-১৫ **বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান**
৯-২৫ **সুরকল্লোল**
আলো সাহা : গীটার
৯-৩০ **ইয়ং উইমেন কর্ণার**
৯-৪৫ **শ্যামলী রায়চৌধুরী :**
রবীন্দ্রসংগীত এবং
কল্যাণী মুখোপাধ্যায় :
আধুনিক
১০-০০ **পাশ্চাত্য সংগীত**
১০-৩০ **পাশ্চাত্য সংগীত**
১০-৪৫ **পাশ্চাত্য সংগীত**
১১-০০ **আবহবার্তা ও সমাপ্তি**

১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

প্রভাতী অনুষ্ঠান

৭-০০ **আলোর গান**
জয়শ্রী মুখোপাধ্যায় :
রবীন্দ্রসংগীত
৭-০৫ **আজকের ভাবনা**
৭-১০ **যন্ত্রসংগীত**
শাশ্বতী ঘোষ : সেতার
৭-১৫ **যুববাণী**
(অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-২০ রাগ-রঙ
শাশ্বতী ঘোষ : সেতার
৭-৪০ **নানারঙের গান**
মমতা দত্ত : নজরুলগীতি
এবং কোয়েল
শিল্পীগোষ্ঠী : লোকগীতি
৮-০০ **যুবকেন্দ্রের চিঠি**
৮-১০ **গীতাঞ্জলি**
জয়শ্রী মুখোপাধ্যায় :
রবীন্দ্রসংগীত
৮-২০ **কোথায় কি হচ্ছে**
৮-২৫ **গান গেয়ে যাই**
মমতা দত্ত : আধুনিক
৮-৩৫ **বাংলা সংবাদ**
৮-৪০ **ভালোলাগা গান +**
৯-০০ **সমাপ্তি**

মধ্যাহ্ন অধিবেশন

১-০০ **মিউজিক্যাল ব্যান্ড বক্স +**
২-০০ **সমাপ্তি**

সান্ধ্য অধিবেশন

৭-০০ **আজ ও কালকের যুববাণী**
(অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৭-০৫ **পাশ্চাত্য সংগীত +**
৭-৪০ **মেঠোসুর :** কোয়েল
শিল্পীগোষ্ঠী : লোকগীতি
৭-৫০ **নানাভাষা নানাসুর**
৮-০০ **ইংরেজী সংবাদ**
(খেলাধুলা)
৮-০৫ **যুববাণীর মঞ্চ থেকে**
৮-২৫ **কবি ও তাঁর কবিতা**
৮-৩৫ **বাংলা সংবাদ**
৮-৪০ **রাগ-রঙ**
শাশ্বতী ঘোষ : সেতার
৯-০০ **কবির সুরে গান**
জয়শ্রী মুখোপাধ্যায় :
রবীন্দ্রসংগীত এবং মমতা
দত্ত : নজরুলগীতি
৯-১৫ **বিজ্ঞানকথা**
৯-২৫ **দি চেঞ্জিং সিন**
৯-৩০ **শিল্পী পরিচিতি +**
১০-০০ **পাশ্চাত্য সংগীত +**
১১-০০ **আবহবার্তা ও সমাপ্তি**



রেডিও সংগীত সম্মেলন : কলকাতায় গত রেডিও সংগীত সম্মেলনে রঙ্গনায়কী রাজাগোপালন পরিবেশন করছেন বীণা; সঙ্গে মৃদঙ্গম্—পলঘট কুঞ্জমণি

* সময়-সঙ্কেত +গ্রামোফোন রেকর্ড ‡এর পর সংবাদ

দিল্লী

১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

ক

৬-০৫ সকাল ঃ **বন্দনা**
৬-৩৫ **সংগীত সুরভি** ওঙ্কারনাথ ঠাকুর
৮-১০ **রসিকলাল আঁধারিয়া** খেয়াল
৮-৪০ **মহম্মদ ইয়ুনুস মল্লিক** গজল
২-০০ দুপুর ঃ **মহেন্দ্র পাল** +
২-২০ **অঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়** +
৮-০০ রাত ঃ **রবীন্দ্রসংগীত**
৯-০০ **ঠুংরী ও দাদরা**
১১-০০ **বাদ্যবৃন্দ**

খ

৭-৩০ সকাল ঃ **হীরাবাঈ বরোদেকর** ঃ ঠুংরী ও দাদরা
৪-০২ বিকেল ঃ **আফতাব আহ্মেদ** ঃ গজল
৬-৪৫ রাত ঃ **মিনু পুরুষোত্তম** ভজন ও গজল
৮-৪৫ **মিনু পুরুষোত্তম** ঃ গীত ও গজল

২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

ক

৬-০৫ সকাল ঃ **বন্দনা**
৬-৩৫ **সংগীত সুরভি** ঃ নির্মলা দেবী
৮-১০ **শরাফৎ হোসেন খাঁ** কণ্ঠসংগীত
১১-০২ **চন্দন রায়** ঃ সরোদ
১১-৩০ **সবীর আহ্মেদ খাঁ** শাস্ত্রীয় কণ্ঠসংগীত
১২-১৫ দুপুর ঃ **ভি, এইচ, সাগর** গজল
২-০০ **মহীন্দর চোপরা** +
২-২০ **সতীশ ভুটানী** +
৮-১৫ রাত ঃ **শরাফৎ হোসেন খাঁ** শাস্ত্রীয় কণ্ঠসংগীত
৯-০০ **শাস্ত্রীয় সংগীত**
১০-০০ **সংগীত সভা** ঃ অজিত সিং বীণা

খ

৭-৩৫ সকাল ঃ **কৃষ্ণা দাশগুপ্ত** ঠুংরী
৩-০০ বিকেল ঃ **অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়** ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৩-১৫ **সব্রী আহ্মেদ** ঃ খেয়াল
৩-৩০ **চন্দন রায়** ঃ সরোদ
৪-০২ **অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়** বাংলা আধুনিক
৬-৪৫ রাত ঃ **এন, কাউর** ঃ গীত ও ভজন
৮-৪৫ **এন, কাউর** ঃ পাঞ্জাবী গীত

৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

ক

৬-০৫ সকাল ঃ **বন্দনা**
৬-৩৫ **সংগীত সুরভি** ঃ সত্যদেব পাওয়ার ঃ বেহালা
৮-১০ **আইরিণ রায়চৌধুরী** রাগ ভাটিয়ার
৮-৪০ **নীলম সাহানী** ঃ গজল
১০-৩০ **শর্মিষ্ঠা সরকার** ঃ সেতার
১১-০২ **মহারাম কিশোর কাপুর** খেয়াল; তবলা সহযোগিতায় ঃ দুর্গা প্রসাদ
১১-৩০ **দর্শন সিং** ঃ ক্ল্যারিওনেট
১২-১৫ দুপুর ঃ **লক্ষ্মীবাঈ রাঠোর** গীত
২-০০ **পরবীন সুলতানা** +
২-২০ **সি, এইচ, আত্মা** +
৫-২০ বিকেল ঃ **শর্মিষ্ঠা সরকার** সেতার
৭-৪৫ রাত ঃ **বাদ্য বাদন**
১০-০০ **সংগীত সভা**

খ

৭-৩০ সকাল ঃ **আইরিণ রায়চৌধুরী** ঃ ঠুংরী
৬-৪৫ রাত ঃ **রীতা গঙ্গোপাধ্যায়** গজল
৮-৪৫ **রীতা গঙ্গোপাধ্যায়** ঃ গজল

৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

ক

৬-০৫ সকাল ঃ **বন্দনা**
৬-৩৫ **সংগীত সুরভি** ঃ বীণাপাণি মিশ্রঃ শাস্ত্রীয় কণ্ঠসংগীত
৮-৪০ **শঙ্কর দাশগুপ্ত** ঃ গজল
১১-০২ **অমর নাথ** ঃ বাঁশী
১১-৩০ **মহেশ বাজপায়ী** ঃ খেয়াল
১২-১৫ দুপুর ঃ **ইন্দর নারায়ণ** গজল
৫-৪০ বিকেল ঃ **অমর নাথ** ঃ বাঁশী
৮-১৫ রাত ঃ **সিদ্ধেশ্বরী দেবী** খেয়াল
৯-০০ **সুবন্ধ সংগীত**

খ

৭-৩০ সকাল ঃ **ঠুংরী ও দাদরা**
৩-১৫ বিকেল ঃ **অমর নাথ** ঃ বাঁশী
৬-৪৫ রাত ঃ **কনোয়াল সিন্ধু** গীত ও গজল
৮-২৫ **ইন্দর নারায়ণ** ঃ গজল
৮-৪৫ **কনোয়াল সিন্ধু** ঃ গীত ও গজল

৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

ক

৬-০৫ সকাল ঃ **বন্দনা**
৬-৩৫ **সংগীত সুরভি**
৮-১০ **বিনয় কুমার** ঃ সেতার
১০-৩০ **মুস্তারি বেগম** ঃ খেয়াল
১১-১৫ **হরি সিং ও সহশিল্পিবৃন্দ** সানাই
১১-৩০ **সুবন্ধ সংগীত**
১১-৪৫ **মুস্তারি বেগম** ঃ শাস্ত্রীয় কণ্ঠসংগীত
১২-১৫ দুপুর ঃ **ঊর্মিলা নাগর** গজল
৫-৩৫ বিকেল ঃ **বিনয় কুমার** সেতার
৮-৩০ রাত ঃ **ঠুংরী ও দাদরা**
৯-০০ **বিনয় কুমার** ঃ সেতার
১০-৩০ **এ, ভেঙ্কটস্বামী** ঃ কর্ণাটক কণ্ঠসংগীত

খ

৭-৩০ সকাল ঃ **লীনা ঘটক** ঠুংরী ও দাদরা
৩-০৩ বিকেল ঃ **অমিতাভ মিশ্র** গীত ও গজল
৩-১৫ **মুস্তারি বেগম** ঃ শাস্ত্রীয় কণ্ঠসংগীত
৩-৩০ **এ, ভেঙ্কটস্বামী** ঃ কর্ণাটক কণ্ঠসংগীত
৬-৪৫ রাত ঃ **প্রেমনাথ** ঃ গীত ও গজল
৮-২৫ **নাসীম বানো** ঃ গজল +

৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

ক

৬-০৫ সকাল ঃ **বন্দনা**
৬-৩৫ **সংগীত সুরভি** লক্ষ্মীশঙ্কর ঃ শাস্ত্রীয় কণ্ঠসংগীত
৮-১০ **বালজী চতুর্বেদী** ঃ আলাপ ও ধ্রুপদ
৮-৪০ **রাজকুমার** ঃ গজল
১১-০২ **বিষ্ণুপ্রসন্ন ও সহশিল্পিবৃন্দ** ঃ সানাই
১১-৩০ **বালজী চতুর্বেদী** ঃ আলাপ ও ধ্রুপদ
১২-১৫ দুপুর ঃ **ওম প্রকাশ কাপুর** ঃ গজল
২-২০ **কুমার গন্ধর্ব** +
৭-৪৫ রাত ঃ **বাদ্য বাদন**
৮-৩০ **ঠুংরী ও দাদরা**
৯-০০ **বিষ্ণুপ্রসন্ন ও সহশিল্পিবৃন্দ** ঃ সানাই

খ

৭-৩০ সকাল ঃ **অমরনাথ মিশ্র** ঠুংরী ও দাদরা
৩-০৩ বিকেল ঃ **উমাকান্ত** গীটার
৬-৪৫ রাত ঃ **হরিশ ভরদ্বাজ** গীত ও গজল
৮-২৫ **সবিতা চৌধুরী** গীত
৮-৪৫ **হরিশ ভরদ্বাজ** ঃ গীত ও ভজন

৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

ক

৬-০৫ সকাল ঃ **বন্দনা**
৬-৩৫ **সংগীত সুরভি** ঃ বিনোদ কুমারঃ শাস্ত্রীয় কণ্ঠসংগীত
৮-১০ **মুস্তাক হোসেন** ঃ খেয়াল
৮-৪০ **নাসির আহ্মেদ খাঁ** গজল
১০-৩০ **অনন্তলাল ও সহশিল্পিবৃন্দ** ঃ সানাই
১১-৩০ **মুস্তাক হোসেন** ঃ খেয়াল
১২-১৫ দুপুর ঃ **শ্রীরাম** ঃ গজল
২-০০ **কমলা ঝরিয়া**
২-২০ **মান্না দে**
৮-৩০ রাত ঃ **ঠুংরী ও দাদরা**
৯-০০ **অনন্তলাল ও সহশিল্পিবৃন্দ** ঃ সানাই

খ

৭-৩০ সকাল ঃ **মহীন্দর সিং** ঠুংরী ও দাদরা
৩-৩০ বিকেল ঃ **গোলাম ওয়ারিস** সেতার
৪-০২ **মায়া ঘোষ** ঃ গীত ও ভজন
৮-২৫ রাত ঃ **ঊষা ট্যাণ্ডন** ঃ গীত

৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

ক

৬-০৫ সকাল ঃ **বন্দনা**
৬-৩৫ **সংগীত সুরভি**
৮-১০ **সীতারাম তেওয়ারী** আলাপ ও ধ্রুপদ
৮-৪০ **বিজয়শ্রী শঙ্কর** ঃ গজল
১০-০০ **সংগীত সভা** ঃ দেবব্রত চৌধুরী ঃ সেতার
১১-৩০ **প্রপঞ্চম সীতারাম** ঃ বাঁশী
২-২০ দুপুর ঃ **কৃষ্ণা কাল্লে** +
৫-২০ বিকেল ঃ **দেবব্রত চৌধুরী** সেতার
৫-৩৫ **প্রপঞ্চম সতীরাম** ঃ বাঁশী
৮-০০ রাত ঃ **রবীন্দ্রসংগীত**

খ

৭-৩০ সকাল ঃ **রসুলাবাঈ** ঠুংরী ও দাদরা
৪-০২ বিকেল ঃ **মনমোহন পাহাড়ী** ঃ ভজন
৬-৪৫ রাত ঃ **মীনা কাপুর** নগমা, গীত ও গজল
৮-৪৫ **মীনা কাপুর** ঃ গীত ও গজল
৯-১৫ **উল্লেখ্য অনুষ্ঠান**

+ গ্রামোফোন রেকর্ড

[illegible]ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

ক

[illegible] : **বন্দনা**
[illegible] **সুরভি**
[illegible] নাথ : বিলাবল কা
[illegible]
[illegible] **আহ্মেদ**
[illegible]
[illegible] **মিশ্র** : সারেংগী
[illegible] **আহ্মদ**
[illegible]
[illegible] : **সুনন্দা**
[illegible]য়ক +
[illegible]কুমার +
[illegible] : **অমর নাথ**
[illegible]
[illegible] : **অমর নাথ**
[illegible] কা **প্রকার**
[illegible] ও দাদরা
[illegible] সভা : গোপাল
[illegible] সারেঙ্গী

খ

[illegible] **জ্যোৎস্না ভোলে**
[illegible]
[illegible] : **বাণী মুখোপাধ্যায়**
[illegible]সংগীত
[illegible] আহ্মদ
[illegible]
[illegible] মুখোপাধ্যায়
[illegible]সংগীত
[illegible] : **চন্দ্রমণি চৌধুরী**
[illegible]
[illegible] আহ্মেদ
[illegible]
[illegible] চৌধুরী : গজল

[illegible]ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

ক

[illegible] : **বন্দনা**
[illegible] সুরভি
[illegible] রবিশঙ্কর
[illegible] আহ্মদ : খেয়াল
[illegible] সবের : গজল
[illegible] শ্রীবাস্তব ও মুখতার
[illegible] : বেহালা ও
[illegible]
[illegible] হোসেন খাঁ
[illegible]
[illegible] খাঁ : সেতার
[illegible] : **পংকজ মল্লিক** +
[illegible] সিং +
[illegible] : **শফি আহ্মদ** :
[illegible]
[illegible] : **পরবীন সুলতানা** :
[illegible]
[illegible] সংগীত

খ

[illegible] **শরাফৎ হোসেন**
[illegible] : ঠুংরী ও দাদরা
[illegible] **সোহন সিং**
[illegible]

৩-৩০ **জয় শ্রীবাস্তব ও মুখতার আহ্মদ** : বেহালা ও সরোদ (যুগলবন্দী)
৬-৪৫ রাত : **বিদ্যানাথ শেঠ** : গীত ও গজল
৮-২৫ **বেলা সবের** : গজল
৮-৪৫ **বিদ্যানাথ শেঠ** : গীত ও ভজন

১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

ক

৬-০৫ সকাল : **বন্দনা**
৬-৩৫ **সংগীত সুরভি**
সুমতি মুতাৎকর
৮-১০ **চাঁদ খাঁ** : খেয়াল
৮-৪০ **গজল**
১১-৩০ **বরুণকুমার সেনগুপ্ত**
খেয়াল
১২-১৫ দুপুর : **মানস মুখোপাধ্যায়** : গীত
২-২০ **কে. সি. দে** +
৮-১৫ রাত : **চাঁদ খাঁ** : খেয়াল
৯-০০ **ভি. আর. অথভেলে**
ঠুংরী
১০-০০ **সংগীত সভা** : রীতা গঙ্গোপাধ্যায় : ঠুংরী, দাদরা ও গজল

খ

৭-৩০ সকাল : **মুজাদ্দীদ নিয়াজী** : ঠুংরী ও দাদরা
৩-০৩ বিকেল : **দীপককুমার ভট্টাচার্য** : ভজন
৩-১৫ **বরুণকুমার সেনগুপ্ত**
খেয়াল
৬-৪৫ রাত : **উর্মিলা ওয়াধেরা** : গীত ও ভজন
৮-৪৫ **উর্মিলা ওয়াধেরা** : গীত ও গজল

১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

ক

৬-০৫ সকাল : **বন্দনা**
৬-৩৫ **সংগীত সুরভি**
অপর্ণা চক্রবর্তী
৮-১০ **রাসবিহারী দত্ত** : সেতার
৮-৪০ **গজল**
১০-৩০ **বাসবরাজ রাজগুরু**
খেয়াল
১১-০২ **মণি দাস** : সরোদ
১১-৪৫ **রমজান খাঁ** : তবলা
১২-১৫ দুপুর : **হীরা শর্মা** :
গীত
২-০০ **শঙ্কর শম্ভু কাওয়াল** +
২-২০ **সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়** +
৫-৩৫ বিকেল : **রাসবিহারী দত্ত** : সেতার
৮-৩০ রাত : **লীনা ঘটক** : ঠুংরী
৯-০০ **সুবন্ধ সংগীত**

খ

৭-৩০ সকাল : **মালতী পান্ডে** : ঠুংরী
৩-০৩ বিকেল : **সিরাজ আহ্মেদ খাঁ** : গীত ও ভজন
৩-১৫ **মণি দাস** : সরোদ
৬-৪৫ রাত : **রবীন্দ্র কাউর** : গীত ও ভজন

৮-২৫ **সুগম সংগীত**
৮-৪৫ **রবীন্দ্র কাউর** গীত ও গজল

১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

ক

৬-০৫ সকাল : **বন্দনা**
৬-৩৫ **সংগীত সুরভি** : নিয়াজ আহ্মদ ও ফৈয়জ আহ্মদ
৮-৪০ **গজল**
১০-৩০ **ভীম সিং** : ক্ল্যারিওনেট
১১-০২ **বি. আর. দেওধর**
খেয়াল
১১-৩০ **জৈনকুমার জৈন**
জলতরঙ্গ
১১-৪৫ **সুবন্ধ সংগীত**
১২-১৫ দুপুর : **কাওয়ালী**
২-০০ **কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়** +
২-২০ **মুজাদ্দীদ নিয়াজী** +
৮-৩৫ রাত : **ভীম সিং** :
ক্ল্যারিওনেট
১০-৩০ **পি. ভেঙ্কটচলম**
কর্ণাটক কন্ঠসংগীত

খ

৭-৩০ সকাল : **মীরা মিরোয়াড়কর** : ঠুংরী
৩-১৫ বিকেল : **ভীম সিং**
ক্ল্যারিওনেট
৬-৪৫ রাত : **অমরজিৎ** : গীত ও গজল
৮-২৫ **সুগম সংগীত**
৮-৪৫ **অমরজিৎ** : গীত ও ভজন

১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

ক

৬-০৪ সকাল : **বন্দনা**
৬-৩৫ **সংগীত সুরভি**
সিং বন্ধু
৮-১০ **প্রকাশ ওয়াধেরা** : বাঁশী
তবলা সহযোগিতায় : সন্তরাম
১০-৩০ **সালামৎ হোসেন খাঁ**
আলাপ ও ধ্রুপদ
১১-০২ **রবীন্দ্র দেব** : সেতার
১১-৩০ **সুবন্ধ সংগীত**
১১-৪৫ **সন্তরাম** : তবলা
১২-১৫ দুপুর : **পুষ্পরাণী** :
গজল
২-০০ **শৈলেন্দ্র সিং** +
২-২০ **ঊষা মঙ্গেশকর** +
৫-২০ বিকেল : **সালামৎ হোসেন খাঁ** : ধামার
৫-৩৫ **প্রকাশ ওয়াধেরা** : বাঁশী
৮-৩০ রাত : **প্রকাশ ওয়াধেরা** :
বাঁশী

খ

৭-৩০ সকাল **প্রতিমা বসু**
ঠুংরী
৩-০৩ বিকেল : **মীরা রায়** :
গীত ও ভজন
৩-১৫ **রবীন্দ্র দেব** : সেতার
৩-৩০ **সালামৎ হোসেন খাঁ**
আলাপ ও ধ্রুপদ

৪-০২ **মীরা রায়** : গীত ও ভজন
৬-৪৫ রাত : **সুগম সংগীত**
৮-১৫ **বেতার সংবাদ বিচিত্রা**
৮-৪৫ **সুগম সংগীত**

১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

ক

৬-০৫ সকাল : **বন্দনা**
৬-৩৫ **সংগীত সুরভি**
৭-০৫ **ব্রজমাধুরী**
১১-০০ **হিন্দী সংবাদ**
১-১০ দুপুর : **আপ কি পসন্দ** +
৬-১৫ সন্ধ্যা : **বাদ্য বাদন**
৭-৫০ রাত : **প্রাদেশিক সমাচার**
৮-০০ **রবীন্দ্রসংগীত**
৮-৪৫ **হিন্দী সংবাদ**

খ

৭-২০ সকাল : **গীতিকা**
৮-১০ **ইংরেজী সংবাদ**
৯-৩০ **সবরস**
৭-৪০ রাত : **বৃন্দগান**
৮-১৫ **সমাচার দর্শন**
৯-১৫ **উল্লেখ্য অনুষ্ঠান**

কার্সিয়ং

(৬১.২৯ মীটার)

১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৭-০০ সকাল : **ভক্তিগীত**
৭-৪৫ **নেপালী আধুনিক** +
৮-৩০ **তপাইনকো অনুরোধম**
৯-১০ **নানিকো মেলা**
১১-০০ **যুববাণী**
১১-৩০ **বিবিধ ভারতী**
১-৪৫ দুপুর : **পাশ্চাত্য সংগীত** +
৫-১০ বিকেল : **এস. টি. লেপচা** : লেপচাগীত
৬-৪৫ রাত : **ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ** :
ঠুংরী +
৭-১৫ **বাংলা লোকগীত** +
৭-৪৫ **নেপালী আধুনিক** +
৮-০০ **অভয় ছেত্রী** : নেপালী আধুনিক

২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৭-১৫ সকাল : **উদয় গান**
৭-৪৫ **কুমার প্রধান** : নেপালী আধুনিক
৮-২০ **রবীন্দ্রসংগীত** +
৮-৩০ **প্রভাতরঞ্জন বসু** : বাঁশী
১১-০০ **হাসতে তামাং ও সহ-শিল্পিবৃন্দ** : তামাং সেলো
১১-১৫ **গোপাল কর্মকার**
রবীন্দ্রসংগীত
১-০৫ দুপুর : **তিব্বতী অনুষ্ঠান**
২-২০ **প্রভাতরঞ্জন বসু** : বাঁশী
৫-১০ বিকেল : **নরবাহাদুর গৈনে** : গৈনে গীত
৫-২০ **সিকিমী অনুষ্ঠান**

+ গ্রামোফোন

৫-৪৫ ভুটানী অনুষ্ঠান
৬-৪৫ রাত : সরোদ +
৭-১৫ নজরুলগীতি +
৭-৪৫ নেপালী কথিকা
৮-০০ নেপালী যুগলগীত +

৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৭-০০ সকাল : ভক্তিগীত
৭-৪৫ অরুণা : নেপালী আধুনিক +
৮-৪৫ নেপালী আধুনিক +
১১-০০ মনকুমারী তামাং : নেপালী লোকগীত
১১-১৫ সতীনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলা আধুনিক +
১১-৩০ নেপালী আধুনিক +
১-৪৫ দুপুর : পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
২-২০ কাজী অনিরুদ্ধ : গীটার +
৫-১০ বিকেল : জিতেন্দ্র অভিষেক ও সহশিল্পিবৃন্দ নেপালী লোকগীত
৬-৪৫ রাত : প্রহরী
৭-১৫ বাউল +
৭-৪৫ বাংলা নাটক

৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৭-১৫ সকাল : উদয় গান
৭-৪৫ এন. ডি. যোশী ও সরলা যোশী : নেপালী আধুনিক
৮-২০ রবীন্দ্রসংগীত +
৮-৩০ জাফর পরোয়াজ : সারেংগী
১১-০০ আশা গিরি : নেপালী লোকগীত
১১-১৫ বাংলা আধুনিক +
১-৪৫ দুপুর : পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
২-২০ শের বাহাদুর সুনোয়ার বেহালা
৫-১০ বিকেল : আশা গিরি : নেপালী লোকগীত
৬-১৫ সন্ধ্যা : কমনে শ্রমিক সভা
৭-১৫ রাত : দ্বিজেন্দ্রগীতি +
৮-০০ নেপালী আধুনিক যুগলগীত +
৯-৩০ গুরুসগুচ্ছ

৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৭-০০ সকাল : ভক্তিগীত
৭-৪৫ শেরবাহাদুর খাটি নেপালী আধুনিক
৮-৩০ ধনমনদাইকো সংসার
১১-০০ ধনবাহাদুর বিশ্বকর্মা মঙ্গল গীত
মৃণাল চক্রবর্তী : বাংলা আধুনিক +
২-২০ প্রদীপকুমার দারণল ইলেকট্রিক গীটার
৫-১০ বিকেল : নেপালী লোকগীত +
৬-১৫ সন্ধ্যা : গাওনলে সভা
৬-৪৫ রাত : যুববাণী
৭-৪৫ বসন্ত পঞ্চমী : নেপালী ভাষায় সংগীতলেখা: প্রযোজনা : এস. কে. রাই



প্রদীপকুমার দারনল : 'সিংগিং স্ট্রিংস' পরিবেশন করছেন আকাশবাণী কার্সিয়ং থেকে

৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৭-১৫ সকাল : উদয় গান
৭-৪৫ গান্ধীকথা
৮-২০ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীত
১১-০০ সানু তামাঙিগনী : নেপালী লোকগীত
১১-১৫ বাংলা আধুনিক +
১১-৩০ নেপালী আধুনিক +
১-০৫ দুপুর : তিব্বতী অনুষ্ঠান
৫-১০ বিকেল : শান্তিসুধা তামাং : নেপালী লোকগীত
৫-২০ সিকিমী অনুষ্ঠান
৫-৪৫ ভুটানী অনুষ্ঠান
৭-১৫ রাত : অতুলপ্রসাদের গান +

৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৭-০০ সকাল : ভক্তিগীত
৭-৪৫ এস. রবিদাস : নেপালী আধুনিক +
৮-৪৫ বাছু কৈলাস : নেপালী আধুনিক +
১১-০০ প্রচন্ড বাহাদুর বুরাথোকি ও সহশিল্পিবৃন্দ : নেপালী লোকগীত
১১-১৫ বাংলা আধুনিক +
১২-০০ দুপুর : নারী জগৎ
১-৪৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
৫-১০ নাতী কাজী ও তারা দেবী নেপালী লোকগীত
৬-৪৫ রাত : যুববাণী
৭-১৫ নজরুলগীতি +
৭-৪৫ ইংরেজী কথিকা

৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৭-০০ সকাল : ভক্তিগীত
৭-৪৫ নেপালী আধুনিক +
১১-০০ যুববাণী
১-৪৫ দুপুর : পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
২-২০ মনবাহাদুর রাই ম্যান্ডোলিন
৫-১০ বিকেল : জি. লেপচা ও সহশিল্পিবৃন্দ : লেপচাগীত
৬-৪৫ রাত : রাগপ্রধান +
৭-১৫ লোকগীত +
৭-৪৫ নেপালী আধুনিক (যুগলগীত) +

৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৭-০০ সকাল : ভক্তিগীত
৭-৪৫ নেপালী আধুনিক
৮-২০ রবীন্দ্রসংগীত +
৮-৩০ পন্ডিত ডি. ভি. পালুসকর খেয়াল +
১১-১৫ ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য : বাংলা আধুনিক +
১-৪৫ দুপুর : পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
৫-১০ বিকেল : মনকুমারী রাই : নেপালী লোকগীত
৬-৪৫ রাত : নারায়ণরাও ব্যাস : খেয়াল
৭-১৫ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় নজরুলগীতি +
৭-৪৫ নেপালী কথিকা

১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৭-১৫ সকাল : উদয় গান
৭-৪৫ নেপালী আধুনিক +
৮-৩০ গোপাল মিশ্র : তবলা
১১-১৫ প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা আধুনিক +
১১-৩০ নেপালী আধুনিক +
১-৪৫ দুপুর : পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
২-২০ কাজী অনিরুদ্ধ : গীটার +
৫-১৫ বিকেল : নেপালী লোকগীত
৬-৪৫ রাত : প্রহরী
৭-১৫ অতুলপ্রসাদের গান +
৭-৪৫ হিন্দী নাটক

১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৭-১৫ সকাল : উদয় গান
৭-৪৫ তারা দেবী : নেপালী আধুনিক +
৮-২০ রাজেশ্বরী দত্ত রবীন্দ্রসংগীত +
৮-৩০ পূর্বা লামা : সেতার
১১-০০ নেপালী লোকগীত
১১-১৫ বাংলা আধুনিক +
১-০৫ দুপুর : তিব্বতী অনুষ্ঠান
২-২০ পূর্বা লামা : সেতার
৫-১০ বিকেল : নেপালী লোকগীত
৭-১৫ রাত : রবীন্দ্রসংগীত +
৮-০০ নেপালী আধুনিক +
৯-৩০ মধুরিকা : হিন্দী সাহিত্য অনুষ্ঠান

১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৭-১৫ সকাল : উদয় গান
৭-৪৫ শিবশংকর : নেপালী আধুনিক +
১১-১৫ বিশ্বজিৎ : বাংলা আধুনিক +
১১-৩০ নেপালী আধুনিক +
১-৪৫ দুপুর : পাশ্চাত্ত্য সংগীত +
৫-১০ বিকেল : নেপালী লোকগীত

+ গ্রামোফোন রেকর্ড

[illegible] : গাওনলে সভা
[illegible] : যুববাণী
[illegible]
[illegible] রবিদাস : নেপালী
[illegible]নিক +

[illegible] ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

[illegible] : ভক্তিগীতি
[illegible]
[illegible] কর্মকার
[illegible]সংগীত
[illegible] লোকগীত
[illegible] আধুনিক +
[illegible] : তিব্বতী
[illegible]
[illegible] : নেপালী
[illegible]গীত
[illegible] অনুষ্ঠান
[illegible] অনুষ্ঠান
[illegible] : তপাইনকো
[illegible]
[illegible] : নিশীথ সাধু
[illegible]কান্তের গান
[illegible] বাহাদুর সুনোয়ার
[illegible]

[illegible] ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

[illegible] ভক্তিগীত
[illegible] প্রকাশ : নেপালী
[illegible]নিক +
[illegible] : সরোদ +
[illegible] লোকগীত
[illegible] আধুনিক +
[illegible] : নারী জগৎ
[illegible] : যুববাণী
[illegible] কথিকা
[illegible] আধুনিক
[illegible] +

[illegible] ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

[illegible] : ভক্তিগীত
[illegible] গুরুং : নেপালী
[illegible]
[illegible] অনুরোধম
[illegible] মেলা
[illegible]
[illegible] ভারতী
[illegible] : পাশ্চাত্য
[illegible] +
[illegible] গঙ্গোপাধ্যায়
[illegible] +
[illegible] : এস. টি. লেপচা
[illegible]
[illegible] : গাওনলে সভা
[illegible] : নারায়ণরাও যোশী
[illegible]
[illegible] +
[illegible] আধুনিক
[illegible] +

শিলিগুড়ি

১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৩৫ সকাল : **অমৃতবাণী**
বন্দনা +
৭-১৫ **বিজয়লক্ষ্মী মুখোপাধ্যায়**
ভজন
৯-০০ **সুনীলকুমার চক্রবর্তী**
সেতার
১-০০ দুপুর : **অনুরোধের আসর** +
১-৪০ **দুলাল সুরচৌধুরী**
রবীন্দ্রসংগীত
৫-৪৫ বিকেল : **দুলাল সুরচৌধুরী**
রবীন্দ্রসংগীত
৬-৩০ সন্ধ্যা : **গ্রামবাসীদের জন্য**
নবজীবনের আহ্বান : রূপক
৮-০০ রাত : **সংগীত** +
৮-৩০ **দুলাল সুরচৌধুরী**
রবীন্দ্রসংগীত

২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৩৫ সকাল : **অমৃতবাণী**
বন্দনা +
৭-১৫ **মঞ্জু ঘোষ** : আধুনিক
১-৪০ দুপুর : **মঞ্জু ঘোষ**
আধুনিক
৫-৪৫ বিকেল : **মঞ্জু ঘোষ**
আধুনিক
৬-৩০ সন্ধ্যা : **গ্রামবাসীদের জন্য**
৯-৩০ রাত : **অনুরোধের আসর** +
(রবীন্দ্রসংগীত)

৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৩৫ সকাল : **অমৃতবাণী**
বন্দনা +
৭-১৫ **বিদ্যা ভট্টাচার্য** : ভজন
১-৪০ দুপুর : **বিদ্যা ভট্টাচার্য**
ভজন
৫-৪৫ বিকেল : **বিদ্যা ভট্টাচার্য**
ভজন
৬-৩০ সন্ধ্যা : **গ্রামবাসীদের জন্য**
৮-০০ রাত : **বাংলা কথিকা**

৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৩৫ সকাল : **অমৃতবাণী**
বন্দনা +
৭-১৫ **পাঁচকড়ি দাস**
শ্যামাসংগীত
১-৪০ দুপুর : **সুজাতা দত্ত**
রবীন্দ্রসংগীত
৫-৪৫ বিকেল : **সুজাতা দত্ত**
রবীন্দ্রসংগীত
৮-০০ রাত : **সাময়িক প্রসঙ্গ**
৮-১৫ **সুজাতা দত্ত**
রবীন্দ্রসংগীত

৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৩৫ সকাল : **অমৃতবাণী**
বন্দনা +
৭-১৫ **উৎপল দাশগুপ্ত**
লোকগীতি
১-৪০ দুপুর : **উৎপল দাশগুপ্ত**
লোকগীতি
৫-৪৫ বিকেল : **উৎপল দাশগুপ্ত**
লোকগীতি
৬-৩০ সন্ধ্যা : **গ্রামবাসীদের জন্য**

৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৩৫ সকাল : **অমৃতবাণী**
বন্দনা +
৭-১৫ **পাঁচকড়ি দাস**
শ্যামাসংগীত
১-৪০ দুপুর : **পাঁচকড়ি দাস**
শ্যামাসংগীত
৫-৪৫ বিকেল : **পাঁচকড়ি দাস**
শ্যামাসংগীত
৬-৩০ সন্ধ্যা : **গ্রামবাসীদের জন্য**

৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৩৫ সকাল : **অমৃতবাণী**
বন্দনা +
৭-১৫ **ছায়া দাস** : শ্যামাসংগীত
১-৪০ দুপুর : **ছায়া দাস**
লোকগীতি
৫-৪৫ বিকেল : **ছায়া দাস**
লোকগীতি
৬-৩০ সন্ধ্যা : **গ্রামবাসীদের জন্য**
৮-০০ রাত : **বাংলা কথিকা**

৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৩৫ সকাল : **অমৃতবাণী**
বন্দনা +
১-৪০ দুপুর : **অপর্ণা মজুমদার** : রবীন্দ্রসংগীত
৫-৪৫ বিকেল : **অপর্ণা মজুমদার** : রবীন্দ্রসংগীত
৬-৩০ সন্ধ্যা : **গ্রামবাসীদের জন্য**
নবজীবনের আহ্বান : রূপক
৮-০০ রাত : **যুব অনুষ্ঠান**
৮-৩০ **অপর্ণা মজুমদার**
রবীন্দ্রসংগীত

৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৩৫ সকাল : **অমৃতবাণী**
বন্দনা +
৭-১৫ **অনিলকান্তি সরকার**
লোকগীতি
১-৪০ দুপুর : **অনিলকান্তি সরকার** : লোকগীতি
৫-৪৫ বিকেল : **অনিলকান্তি সরকার** : লোকগীতি
৬-৩০ সন্ধ্যা : **গ্রামবাসীদের জন্য**

১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৩৫ সকাল : **অমৃতবাণী**
বন্দনা +
৭-১৫ **দেশবন্ধু চক্রবর্তী**
লোকগীতি
১-৪০ দুপুর : **দেশবন্ধু চক্রবর্তী** : লোকগীতি
৫-৪৫ বিকেল : **দেশবন্ধু চক্রবর্তী** : লোকগীতি
৬-৩০ সন্ধ্যা : **গ্রামবাসীদের জন্য**
৮-০০ **বাংলা কথিকা**

১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৩৫ সকাল : **অমৃতবাণী**
বন্দনা +
৭-১৫ **স্নিগ্ধা নন্দ** : আধুনিক
১-৪০ দুপুর : **স্নিগ্ধা নন্দ**
আধুনিক
৫-৪৫ বিকেল : **স্নিগ্ধা নন্দ**
আধুনিক

১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৩৫ সকাল : **অমৃতবাণী**
বন্দনা +
৭-১৫ **স্বপ্না গুহ** : লোকগীতি
১-৪০ দুপুর : **স্বপ্না গুহ**
লোকগীতি
৫-৪৫ বিকেল : **স্বপ্না গুহ**
লোকগীতি
৬-৩০ সন্ধ্যা : **গ্রামবাসীদের জন্য**
৮-০০ রাত : **ইংরেজী কথিকা**

১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৩৫ সকাল : **অমৃতবাণী**
বন্দনা +
৭-১৫ **জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস**
লোকগীতি
১-৪০ দুপুর : **জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস** : লোকগীতি
৬-৩০ সন্ধ্যা : **গ্রামবাসীদের জন্য**

১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৩৫ সকাল : **অমৃতবাণী**
বন্দনা +
৭-১৫ **সমীরকুমার রায়**
লোকগীতি
১-৪০ দুপুর : **সমীরকুমার রায়**
লোকগীতি
৫-৪৫ বিকেল : **সমীরকুমার রায়**
লোকগীতি
৬-৩০ সন্ধ্যা : **গ্রামবাসীদের জন্য**
৮-০০ রাত : **বাংলা কথিকা**

১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৩৫ সকাল : **অমৃতবাণী**
বন্দনা +
৭-১৫ **আনন্দ বোদাস** : তবলা
৯-০০ **আনন্দ বোদাস** : তবলা
১-৪০ দুপুর : **আনন্দ বোদাস**
তবলা
৫-৪৫ বিকেল : **অঞ্জলি সাহা**
রবীন্দ্রসংগীত
৮-০০ রাত : **যুব অনুষ্ঠান**
৮-৩০ **অঞ্জলি সাহা**
রবীন্দ্রসংগীত

+ গ্রামোফোন রেকর্ড

আগরতলা

(২৩৬·২ মীঃ)

১—১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৩৫ সকাল : **মহাপুরুষের বাণী**
৬-৩৮ **আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি**
৬-৪০ **গীতাঞ্জলি**
৬-৫৫ **স্বদেশ বন্দনা**
৭-০৫ **শাস্ত্রীয় সংগীত**
৮-২০ **লোকগীতি**
৯-১৫ **আধুনিক**
১-০৫ দুপুর : **যন্ত্রসংগীত**
১-১৫ **লঘু সংগীত**
১-৪০ **শাস্ত্রীয় সংগীত**
৫-১৫ বিকেল : **সেনাবাহিনীর জন্য অনুষ্ঠান**
৬-০৫ সন্ধ্যা : **আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি/ স্থনীয় ঘোষণা**
৬-১০ **গীতিবিচিত্রা**
৭-০০ রাত : **ত্রিপুরী অনুষ্ঠান**
৭-২০ **শাস্ত্রীয় সংগীত**
বাংলা সংবাদ
৭-২৫ সকাল : **দিল্লী থেকে পুনঃসম্প্রচার**
৯-০০ **কলকাতা থেকে পুনঃসম্প্রচার**
১-৩০ দুপুর : **দিল্লী থেকে পুনঃসম্প্রচার**
৭-৩৫ রাত : **দিল্লী থেকে পুনঃসম্প্রচার**
১০-০৫ **কলকাতা থেকে পুনঃসম্প্রচার**
ইংরেজী সংবাদ
৭-০০ সকাল : **দিল্লী থেকে পুনঃসম্প্রচার**
৮-১০ **দিল্লী থেকে পুনঃসম্প্রচার**
১-০০ দুপুর : **দিল্লী থেকে পুনঃসম্প্রচার**
৬-০০ সন্ধ্যা : **দিল্লী থেকে পুনঃসম্প্রচার**
৯-০০ রাত : **দিল্লী থেকে পুনঃসম্প্রচার**
হিন্দী সংবাদ
৮-০০ সকাল : **দিল্লী থেকে পুনঃসম্প্রচার**
৮-৪৫ রাত : **দিল্লী থেকে পুনঃসম্প্রচার**

তৃতীয় অধিবেশন

বিকেল : **ভক্তিগীতি** (প্রতিদিন)
কৃষিজগৎ (প্রতিদিন)
রাত : **বাংলা কথিকা**
[illegible] (রবিবার)
লঘু সংগীত : কণ্ঠসংগীত (শুক্রবার ও রবিবার ছাড়া)
বাংলা নাটক (শুক্রবার)
৮-১৫ **লঘু সংগীত** (বুধবার)
সংবাদ বিচিত্রা [illegible] (সোমবার)
বেতার সংবাদ বিচিত্রা (মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও **শনিবার**)
এ মাসের গান (রবিবার)
৮-৩০ **লঘু সংগীত** : কণ্ঠসংগীত (প্রতিদিন)
৯-১৫ **লঘু সংগীত : কণ্ঠসংগীত** (রবিবার ছাড়া)
আবৃত্তি (রবিবার) সংবাদ পরিক্রমা (মঙ্গলবার, শনিবার ও প্রথম বৃহস্পতিবার)
৯-৩০ **ঘটনা প্রবাহ** (রবিবার)
অনুরোধের আসর
রবীন্দ্রসংগীত (সোমবার)
সুরবাণী (সোমবার)
অনুরোধের আসর
লঘুসংগীত (বুধবার)
অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে রূপক (২য় বৃহস্পতিবার)
লঘু সংগীত (১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ বৃহস্পতিবার)
ছায়াছবির গান (শুক্রবার)
অখিল ভারতীয় সংগীত কার্যক্রম
১০-০০ **সংবাদ পরিক্রমা** (মঙ্গলবার, শনিবার এবং ১ম বৃহস্পতিবার ছাড়া)
ক্ল্যাসিকাল মিউজিক কনসার্ট (মঙ্গলবার)
১০-১৫ **লঘুসংগীত** : কণ্ঠসংগীত (প্রতিদিন)
১০-৩০ **আবহবার্তা ও সমাপ্তি**

১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৫৫ সকাল : **স্বদেশবন্দনা**
৭-০৫ **ভীমসেন যোশী** খেয়াল
৮-২০ **কৃষ্ণদাস গোস্বামী ও সহশিল্পিবৃন্দ** : তরজা
৯-১০ **অবকাশরঞ্জন**
৯-১৫ **মান্না দে** : আধুনিক
১-৪০ দুপুর : **সুগম সংগীত**
২-২০ **ভক্তিগীতি**
৬-৩০ সন্ধ্যা : **কৃষি জগৎ** কৃষি যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার ও তার মেরামতের ব্যবস্থা : বাংলায় আলোচনা : কৃষ্ণদাস গোস্বামী ও সহশিল্পিবৃন্দ : তরজা
৭-০০ রাত : **ত্রিপুরী ভাষায় কথিকা**
৭-২০ **পণ্ডিত রবিশংকর** সেতার
৮-০০ **কৃষ্ণদাস গোস্বামী ও সহশিল্পিবৃন্দ** : তরজা
৯-৩০ **ঘটনা প্রবাহ**

২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৪০ সকাল : **গীতাঞ্জলি**
৭-০৫ **শরণরাণী** : সরোদ
৮-২০ **চন্দ্রমা চক্রবর্তী** লোকগীতি
৯-১৫ **নির্মলা মিশ্র** : আধুনিক
১-১৫ দুপুর : **ছায়াছবির গান**
৬-৩০ সন্ধ্যা : **কৃষি জগৎ** উন্নত জাতের মিঠা ও তিতা পাটের বৈশিষ্ট্য ও চাষ পদ্ধতি : বাংলায় আলোচনা
চন্দ্রমা চক্রবর্তী লোকগীতি
৭-০০ রাত : **ত্রিপুরী ভাষায় আলোচনা**
৭-২০ **ডি. ভি. পালুসকর** খেয়াল
৮-০০ **গীতা মাইতি** অতুলপ্রসাদের গান
৮-৩০ **অপর্ণা রায় ও রামকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভক্তিগীতি**
৯-১৫ **চন্দ্রমা চক্রবর্তী** লোকগীতি
৯-৩০ **অনুরোধের আসর** (রবীন্দ্রসংগীত)
১০-১৫ **ধীরেন বসু** নজরুলগীতি

৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৩৫ সকাল॥ **সুভাষিত**
৭-০৫ **নিয়াজ আহ্‌মেদ খাঁ ও ফৈয়াজ আহ্‌মেদ খাঁ** খেয়াল
৮-২০ **সাবিত্রী ঘোষ** : লোকগীতি
৯-১৫ **দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়** আধুনিক
১-১৫ দুপুর॥ **সুগম সংগীত**
৬-৩০ সন্ধ্যা : **কৃষি জগৎ : কৃত্রিম** উপায়ে ডিম ফোটাবার **ব্যবস্থা** : বাংলায় আলোচনা; সাবিত্রী ঘোষ লোকগীতি
৭-০০ রাত॥ **ত্রিপুরী ভাষায় আলোচনা**
৭-২০ **বিজয় রাঘবরাও** : বাঁশী
৮-০০ **অর্ঘ্য সেন** : অতুলপ্রসাদের গান
৮-৩০ **সাবিত্রী ঘোষ** : লোকগীতি
৯-১৫ **সংবাদ পরিক্রমা**
১০-০০ **ক্ল্যাসিকাল মিউজিক কনসার্ট**

৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৫৫ সকাল॥ **স্বদেশবন্দনা**
৭-০৫ **নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়** সেতার
৮-২০ **প্রিয়বালা আচার্য** লোকগীতি
৯-০৫ **অবকাশরঞ্জন**
৯-১৫ **ললিতা ধরচৌধুরী** আধুনিক
১-১৫ দুপুর॥ **চিত্রগীতি**
৬-৩০ সন্ধ্যা॥ **কৃষি জগৎ** বসন্ত রোগ ও তার নিবারনের উন্নত পদ্ধতি বাংলায় আলোচনা প্রিয়বালা আচার্য লোকগীতি
৭-০০ রাত॥ **ত্রিপুরী ভাষায় আলোচনা**
৭-২০ **বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত** সরোদ
৮-০০ **জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী** রাগপ্রধান
৮-৩০ **সংগীত**
৯-১৫ **নীলিমা সেন** রবীন্দ্রসংগীত
৯-৩০ **অনুরোধের আসর**
১০-১৫ **প্রিয়বালা আচার্য** লোকগীতি

৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৫৫ সকাল॥ **স্বদেশবন্দনা**
৭-০৫ **আলি আকবর খাঁ** সরোদ
৮-২০ **রূপচাঁদ দাস** : লোকগী
৯-০৫ **অবকাশরঞ্জন**
৯-১৫ **সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়** আধুনিক
১-১৫ দুপুর॥ **সুগম সংগী**
৬-১০ সন্ধ্যা॥ **গীতিবিচিত্রা**
৬-৩০ **কৃষি জগৎ** সেচ বিহীন এলাকায় ফসল চক্র : বাংলায় আলোচনা; রূপচাঁদ দা লোকগীতি
৭-০০ রাত॥ **ত্রিপুরী ভাষায় আলোচনা**
৭-২০ **মহম্মদ হোসেন খাঁ** খেয়াল
৮-০০ **বেগম আখতার** রাগপ্রধান
৮-৩০ **রূপচাঁদ দাস** : লোকগী
৯-৩০ **অখিল ভারতীয় সংগ কার্যক্রম**

৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৪০ সকাল॥ **গীতাঞ্জলি**
৭-০৫ **নিসার হোসেন খাঁ** খেয়াল
৮-২০ **লক্ষ্মী বীর** : লোকগী
৯-১৫ **নীতা সেন** : আধুনিক
১-১৫ দুপুর॥ **সুগম সংগীত**
৬-৩০ সন্ধ্যা॥ **কৃষি জগৎ** নানাকথা লক্ষ্মী বীর : লোকগী
৭-০০ রাত॥ **ত্রিপুরী অনুষ্ঠা**
৭-২০ **গজাননরাও যোশী** বেহালা
৮-০০ **রাত্রি নিশীথে** : বাংলা নাটক; রচনা : শ্যাম কান্তি ঘোষ; প্রযোজন তৃপ্তি মিত্র
৯-১৫ **লক্ষ্মী বীর** : লোকগীতি
৯-৩০ **ছায়াছবির গান**
১০-১৫ **শান্তিদেব ঘোষ** রবীন্দ্রসংগীত

৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৪০ সকাল॥ **গীতাঞ্জলি**
৭-০৫ **নির্মলা দেবী** : খেয়াল ঠুংরী
৮-২০ **মালতী দেব** : লোকগী
৯-০৫ **অবকাশরঞ্জন**
৯-১৫ **তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়** আধুনিক
১-১৫ দুপুর॥ **বীথিন বন্দ্যোপাধ্যায়** : রবীন্দ্রসংগীত
৬-৩০ সন্ধ্যা॥ **কৃষি জগৎ** কৃষকভাইদের চিঠিপত্রের উত্তর; মালতী দেব লোকগীতি
৭-০০ রাত॥ **ত্রিপুরী ভাষায় কথিকা**
৭-২০ **সিদ্ধেশ্বরী দেবী** : দা
৮-০০ **মালতী দেব** : লোকগী

+ গ্রামোফোন রেকর্ড

রাজেশ্বরী দত্ত
রবীন্দ্রসংগীত
সংবাদ পরিক্রমা
অখিল ভারতীয় সংগীত কার্যক্রম

৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

সকাল॥ **স্বদেশবন্দনা**
পন্ডিত যশরাজ ঃ খেয়াল
নিতাই ঘোষ ঃ লোকগীতি
আরতি মুখোপাধ্যায়
আধুনিক
দুপুর॥ **আধুনিক**
অনুরোধের আসর
সুগম সংগীত
ভক্তিগীতি
সন্ধ্যা॥ **কৃষি জগৎ**
আম ও লিচু চাষের যত্ন ও পরিচর্যা ঃ বাংলায় আলোচনা; নিতাই ঘোষ লোকগীতি
রাত॥ **ত্রিপুরী ভাষায় কথিকা**
আহ্‌মেদজান থিরাকোয়া
তবলা
নিতাই ঘোষ ঃ লোকগীতি
ঘটনা প্রবাহ
সংবাদ বিচিত্রা

৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

সকাল॥ **কুমার গন্ধর্ব**
খেয়াল
নিয়তি চক্রবর্তী
লোকগীতি
ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য
আধুনিক
দুপুর॥ **যন্ত্রসংগীত**
ছায়াছবির গান
সন্ধ্যা॥ **কৃষি জগৎ**
উচ্চফলনশীল ধানের [illegible] ঃ বাংলায় আলোচনা
নিয়তি চক্রবর্তী
লোকগীতি
রাত॥ **ত্রিপুরী ভাষায় কথিকা**
আলাউদ্দীন খাঁ ঃ বেহালা
তারাপদ চক্রবর্তী
রাগপ্রধান
ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়
কীর্তন
নিয়তি চক্রবর্তী
লোকগীতি
অনুরোধের আসর
(রবীন্দ্রসংগীত)
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়
নজরুলগীতি

•**১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬**

সকাল॥ **সুভাষিত**
আশিস খাঁ ঃ সরোদ
কবিপদ দেবরায়
লোকগীতি
অবকাশরঞ্জন
জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়
আধুনিক
দুপুর॥ **সুগম সংগীত**
সন্ধ্যা॥ **কৃষি জগৎ**
উন্নত জাতের তিলের চাষ ঃ বাংলায় আলোচনা
কবিপদ দেবরায়
লোকগীতি

৭-০০ রাত॥ **ত্রিপুরী ভাষায় কথিকা**
৭-২০ **বাসবরাজ রাজগুরু** খেয়াল
৮-০০ **বনানী ঘোষ** রবীন্দ্রসংগীত
৮-৩০ **কবিপদ দেবরায়** লোকগীতি
৯-১৫ **সংবাদ পরিক্রমা**
৯-৩০ **শ্রবণী**
১০-০০ **ক্ল্যাসিকাল মিউজিক কনসার্ট**

১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৪০ সকাল॥ **গীতাঞ্জলি**
৭-০৫ **কল্যাণী রায়** ঃ সেতার
৮-২০ **গৌরী মজুমদার** লোকগীতি
৯-০৫ **বাংলা সংবাদ**
৯-১৫ **মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়** আধুনিক
১-০৫ দুপুর॥ **যন্ত্রসংগীত**
১-১৫ **চিত্রগীতি** (হিন্দী)
৬-১০ সন্ধ্যা॥ **গীতিবিচিত্রা**
৬-৩০ **কৃষি জগৎ**
পতিত জমিকে চাষের আওতায় আনতে যা করণীয় ঃ বাংলায় আলোচনা
গৌরী মজুমদার লোকগীতি
৭-০০ রাত॥ **ত্রিপুরী ভাষায় কথিকা**
৭-২০ **গিরিজা দেবী** ঃ ঠুংরী ও টপ্পা
৮-০০ **লতা মঙ্গেশকর** গজল
৮-৩০ **সংগীত**
৯-১৫ **গৌরী মজুমদার** লোকগীতি
৯-৩০ **অনুরোধের আসর**
১০-১৫ **সুশীল মল্লিক** রবীন্দ্রসংগীত

১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৪০ সকাল॥ **গীতাঞ্জলি**
৭-০৫ **মাণিক বর্মা** ঃ খেয়াল ও ঠুংরী
৮-২০ **অমিয় দাস** ঃ লোকগীতি
৯-১৫ **মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়** আধুনিক
১-১৫ দুপুর॥ **সুগম সংগীত**
৬-৩০ সন্ধ্যা॥ **কৃষি জগৎ**
গ্রামের কর্মসংস্থানে সমবায়ের ভূমিকা বাংলায় আলোচনা
অমিয় দাস ঃ লোকগীতি
৭-০০ রাত॥ **ত্রিপুরী ভাষায় কথিকা**
৭-২০ **আমজাদ আলি খাঁ** সরোদ
৮-০০ **দিলীপ কুমার রায়** ভক্তিগীতি
৮-৩০ **শেফালী ঘোষ** রাগপ্রধান
৯-১৫ **অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়** নজরুলগীতি
১০-১৫ **অমিয় দাস** লোকগীতি

১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৫৫ সকাল॥ **স্বদেশবন্দনা**
৭-০৫ **নাজির হোসেন ও আলি হোসেন** ঃ সানাই
৮-২০ **নরেন্দ্রচন্দ্র দাস** লোকগীতি
৯-১৫ **নিশীথ সাধু** ঃ আধুনিক
১-১৫ দুপুর॥ **সুগম সংগীত**
৬-৩০ সন্ধ্যা॥ **কৃষি জগৎ**
নানাকথা
নরেন্দ্রচন্দ্র দাস ঃ লোকগীতি
৭-০০ রাত॥ **ত্রিপুরী ভাষায় কথিকা**
৭-২০ **নাসির মৈনুদ্দীন ডাগর ও নাসির আমিনউদ্দীন** ডাগর ঃ খেয়াল
৯-১৫ **নরেন্দ্রচন্দ্র দাস** ঃ লোকগীতি
৯-৩০ **ছায়াছবির গান**
১০-১৫ **সুবিনয় রায়** রবীন্দ্রসংগীত

১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৩৫ সকাল॥ **সুভাষিত**
৭-০৫ **রবীন ঘোষ** ঃ বেহালা
৮-২০ **নিত্যরঞ্জন দাশগুপ্ত** লোকগীতি
৯-১৫ **রাণু মুখোপাধ্যায়** আধুনিক
১-১৫ দুপুর॥ **সুগম সংগীত**
৬-৩০ সন্ধ্যা॥ **কৃষি জগৎ**
চাষবাসে ফসফেট ও তার ব্যবহার কেন ঃ বাংলায় আলোচনা নিত্যরঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ শ্যামাসংগীত
৭-০০ রাত॥ **ত্রিপুরী ভাষায় কথিকা**
৭-২০ **কিশোরী আমোনকর** খেয়াল; **পরবীন সুলতানা** ঠুংরী
৮-০০ **নীতিশ দত্তরায়** নজরুলগীতি
৮-৩০ **নিত্যরঞ্জন দাশগুপ্ত** শ্যামাসংগীত
৯-১৫ **সংবাদ পরিক্রমা**
৯-৩০ **অখিল ভারতীয় সংগীত কার্যক্রম**

১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৪০ সকাল॥ **গীতাঞ্জলি**
৭-০৫ **ওস্তাদ আমীর খাঁ** খেয়াল
৮-২০ **নির্মলেন্দু চৌধুরী** লোকগীতি
৯-১৫ **আশা ভোঁসলে** আধুনিক
১-০৫ দুপুর॥ **অনুরোধের আসর**
১-৪০ **সুগম সংগীত**
২-২০ **ভক্তিগীতি**
৬-৩০ সন্ধ্যা॥ **কৃষি জগৎ**
নানাকথা
অর্চনা চক্রবর্তী শ্যামাসংগীত
৭-০০ রাত॥ **ত্রিপুরী ভাষায় আলোচনা**
৭-২০ **এস. কে. দাউদ** ঃ তবলা
৮-৩০ **অর্চনা চক্রবর্তী** শ্যামাসংগীত
৯-৩০ **ঘটনা প্রবাহ**
১০-১৫ **সংবাদ পরিক্রমা**

শিলচর

১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৪০ সকাল ঃ **পূরবী ভট্টাচার্য** রবীন্দ্রসংগীত
৭-০৫ **রঞ্জিত পুরকায়স্থ** লোকগীতি
৭-৩৫ **লতা মঙ্গেশকর** ঃ আধুনিক
৮-২০ **শিশুমেলা**
১-১০ দুপুর ঃ **বুলবুল সেন ও প্রসাদ সেন** ঃ রবীন্দ্রসংগীত
১-২০ **লতা মঙ্গেশকর** ঃ আধুনিক
৫-০০ বিকেল ঃ **গোলাম মুস্তাফা** খেয়াল ও ঠুংরী
৬-১৫ সন্ধ্যা **ঊর্মিলা নাগর** ভজন
৭-২০ রাত ঃ **রঞ্জিত পুরকায়স্থ** লোকগীতি
৭-৪৫ **সতীনাথ মুখোপাধ্যায়** আধুনিক
৮-০৫ **পূরবী ভট্টাচার্য** রবীন্দ্রসংগীত
৯-৩০ **ঘটনা প্রবাহ**

২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৩০ সকাল ঃ **প্রদ্যুম্ন দাস** সেতার
৬-৪০ **চিত্রলেখা চৌধুরী** রবীন্দ্রসংগীত
৭-০৫ **প্রদীপ চৌধুরী** লোকগীতি
৭-৩৫ **দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়** আধুনিক
৭-৫০ **সুপ্রভা সরকার** নজরুলগীতি
৮-৩০ **পূরবী মুখোপাধ্যায়** খেয়াল
১-১০ দুপুর ঃ **বিজয়া চৌধুরী** রবীন্দ্রসংগীত
১-২০ **দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়** আধুনিক
৬-১৫ সন্ধ্যা ঃ **জগমোহন** ঃ গীত
৬-৩০ **সুপ্রভা সরকার** নজরুলগীতি
৭-২০ রাত ঃ **প্রদীপ চৌধুরী** লোকগীতি
৭-৪৫ **ললিতা ধরচৌধুরী** আধুনিক
৮-০৫ **চিত্রলেখা চৌধুরী** রবীন্দ্রসংগীত
৯-৩০ **পূরবী মুখোপাধ্যায়** খেয়াল

৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৪০ সকাল ঃ **অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়** ঃ রবীন্দ্রসংগীত
৭-০৫ **কন্দর্পমোহন দেব** লোকগীতি
৭-৩৫ **চন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়** আধুনিক
৭-৫০ **সুধীরলাল দেব** শ্যামাসংগীত
৮-৩০ **বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত** ঃ সরোদ
১-২০ দুপুর ঃ **চন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়** ঃ আধুনিক
১-৪০ **চতুরলাল** ঃ তবলা
৫-০০ বিকেল ঃ **মণিমঞ্জুষা মজুমদার** ঃ খেয়াল

\+ গ্রামোফোন রেকর্ড

৬-৩০ সন্ধ্যা : সুধীরলাল দেব শ্যামাসংগীত
৭-২০ রাত : কন্দর্পমোহন দেব লোকগীতি
৭-৪৫ বাংলা কথিকা
৮-০৫ অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীত
১০-০০ হিন্দুস্থানী সংগীত সভা

৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৪০ সকাল : শ্যামল মিত্র রবীন্দ্রসংগীত
৭-০৫ মাধবী কানুঙ্গ লোকগীতি
৭-৩৫ অনুপ ঘোষাল : আধুনিক
৮-৩০ ভীমসেন যোশী : খেয়াল
১-১০ দুপুর : কল্যাণী ঘোষ রবীন্দ্রসংগীত
১-২০ অংশুমান রায় : আধুনিক
৫-০০ বিকেল : দেবেন্দ্র মুর্দেশ্বর : বাঁশী
৬-১৫ সন্ধ্যা : ব্রহ্মদেও নারায়ণ সিং : ভজন
৬-৩০ সুবন্ধ সংগীত লক্ষ্মীশঙ্কর
৭-২০ রাত : অনুপ ঘোষাল আধুনিক
৭-৪৫ অনুপ ঘোষাল : আধুনিক
৮-০৫ শ্যামল মিত্র : রবীন্দ্রসংগীত
৯-৩০ ভীমসেন যোশী : খেয়াল ও ঠুংরী

৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৪০ সকাল : মঞ্জরী লাল রবীন্দ্রসংগীত
৭-০৫ রঞ্জনা নাথ : লোকগীতি
৭-৩৫ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় আধুনিক
৭-৫০ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় নজরুলগীতি
৮-৩০ বিসমিল্লা খাঁ ও সহশিল্পিবৃন্দ : সানাই
১-১০ দুপুর : প্রতিমা মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রসংগীত
১-২০ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় আধুনিক
৫-০০ বিকেল : দীপালি নাগ খেয়াল ও ঠুংরী
৬-১৫ সন্ধ্যা : পান্নালাল ভট্টাচার্য : শ্যামাসংগীত
৬-৩০ অঞ্জলি মুখোপাধ্যায় নজরুলগীতি
৭-২০ রাত : রঞ্জনা নাথ লোকগীতি
৭-৪৫ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় আধুনিক
৮-০৫ প্রতিমা মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীত
৯-৩০ অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে আঞ্চলিক সংগীত ও লোকগীতি

৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৩০ সকাল : করবী পালচৌধুরী : গীটার
৭-০৫ অমর পাল : লোকগীতি
৭-২০ করবী পালচৌধুরী গীটার
৭-৩৫ কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক
১-১০ দুপুর : বাণী ঠাকুর রবীন্দ্রসংগীত
১-২০ রাহুল দেববর্মণ আধুনিক
১-৪০ বীরেন্দ্রকুমার মাথুর সরোদ
৫-০০ বিকেল পণ্ডিত যশরাজ খেয়াল
৬-৩০ সন্ধ্যা : আমজাদ আলি খাঁ : সরোদ
৭-২০ রাত : অমর পাল লোকগীতি
৭-৪৫ কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক
৮-০৫ বাণী ঠাকুর : রবীন্দ্রসংগীত
৮-২৫ করবী পালচৌধুরী গীটার
৮-৩০ পন্ডিত যশরাজ : খেয়াল গিরিজা দেবী : ঠুংরী
৯-৩০ ছবির গান

৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৪০ সকাল : চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় : রবীন্দ্রসংগীত
৭-০৫ ভানুমতী চৌধুরী লোকগীতি
৭-৩৫ পিন্টু ভট্টাচার্য : আধুনিক
৭-৫০ ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় : কীর্তন
৮-৩০ আবদুল হালিম জাফর খাঁ সেতার
১-২০ দুপুর : পিন্টু ভট্টাচার্য : আধুনিক
১-৪০ মহিলামজলিশ
৫-০০ বিকেল : মল্লিকার্জুন মনসুর : খেয়াল পাগল দাস : মৃদঙ্গম
৬-৩০ সন্ধ্যা : শোভা গুর্টু : ঠুংরী
৭-২০ ভানুমতী চৌধুরী লোকগীতি
৭-৪৫ বাংলা কথিকা
৮-০৫ চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীত

৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৪০ সকাল : মঞ্জু গোস্বামী : রবীন্দ্রসংগীত
৭-০৫ হারান সেনগুপ্ত লোকগীতি
৭-৩৫ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আধুনিক
৮-২০ শিশুমেলা
১-১০ দুপুর : বনানী ঘোষ : রবীন্দ্রসংগীত
৫-০০ বিকেল : মণিমঞ্জুষা মজুমদার : খেয়াল
৬-৩০ সন্ধ্যা : মঞ্জু গোস্বামী : নজরুলগীতি
৭-২০ রাত : হারান সেনগুপ্ত : লোকগীতি
৮-৩০ মণিমঞ্জুষা মজুমদার খেয়াল

৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৭-০৫ সকাল : সন্দীপ চৌধুরী: লোকগীতি
৭-৫০ পুরবী দত্ত : নজরুলগীতি
৮-৩০ ছোট গন্ধর্ব : খেয়াল
১-১০ দুপুর : অরবিন্দ বিশ্বাস: রবীন্দ্রসংগীত
১-২০ গীতা মুখোপাধ্যায় আধুনিক
৫-০০ বিকেল : অনন্তলাল ও সহশিল্পিবৃন্দ : সানাই
৭-২০ রাত : সন্দীপ চৌধুরী লোকগীতি
৭-৪৫ ফিরে তাকাই
৮-২০ গীতা মুখোপাধ্যায় আধুনিক
৯-৩০ প্রভা আত্রে : খেয়াল ও তারানা

১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৭-০৫ সকাল : শান্তা রায়চৌধুরী : লোকগীতি
৭-৩৫ ইলা বসু : আধুনিক
৮-৩০ নন্দলাল ঘোষ : সরোদ
১-২০ দুপুর : ইলা বসু আধুনিক
১-৪০ কার্তিককুমার : সেতার
৫-০০ বিকেল : ডি. ভি. পালুসকর : খেয়াল
৭-২০ রাত : শান্তা রায়চৌধুরী লোকগীতি
৮-০৫ গোরা সর্বাধিকারী রবীন্দ্রসংগীত

১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৭-০৫ সকাল : অমর পাল : লোকগীতি
৭-২০ এস. আলি : ক্ল্যারিওনেট
৭-৩৫ সুদেষ্ণা চৌধুরী শ্যামাসংগীত
৮-৩০ কিশোরী আমোনকর খেয়াল ও ঠুংরী
১-১০ দুপুর : পঙ্কজ মল্লিক : রবীন্দ্রসংগীত
৫-০০ বিকেল : ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য : সেতার
৬-৩০ সন্ধ্যা : সুদেষ্ণা চৌধুরী : শ্যামাসংগীত
৭-২০ রাত : অমর পাল : লোকগীতি
৭-৪৫ সুজাতা মুখোপাধ্যায় আধুনিক
৮-০৫ পঙ্কজ মল্লিক রবীন্দ্রসংগীত
৮-২৫ এস. আলি : ক্ল্যারিওনেট
৯-৩০ ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য : সেতার

১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৩০ সকাল : রাধারাণী কুন্ডু এসরাজ
৬-৪০ পুরবী মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীত
৭-০৫ প্রবীরকান্তি ভট্টাচার্য লোকগীতি
৭-৫০ শ্যামাসংগীত
১-১০ দুপুর : পুরবী মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রসংগীত
৫-০০ বিকেল : রাধারাণী কুন্ডু এসরাজ
৭-৪৫ রাত : সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায় : আধুনিক
৮-০৫ পুরবী মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রসংগীত
৮-৩০ সুমন দন্ডেকর : খেয়াল
৯-৩০ সুমন দন্ডেকর : খেয়াল

১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-৩০ সকাল : রথীশরঞ্জন চক্রবর্তী : বাঁশী
৭-০৫ ললিতা ধরচৌধুরী লোকগীতি
৭-৩৫ মৃণাল চক্রবর্তী : আধুনিক
৭-৫০ লতা মঙ্গেশকর : ভজন
৮-৩০ শৈলেন চট্টোপাধ্যায় ও ভোলানাথ সাহা : সেতার ও দিলরুবা
১-১০ দুপুর : সুশীল মল্লিক : রবীন্দ্রসংগীত
১-৪০ মাণিক বর্মা : খেয়াল ও ঠুংরী
৫-০০ বিকেল : জিতেন্দ্র অভিষেকী : খেয়াল
৬-৩০ সন্ধ্যা : মুন্নে খাঁ : তবলা বাদন
৭-২০ রাত : রথীশরঞ্জন চক্রবর্তী : বাঁশী
৭-৪৫ নির্মলা মিশ্র : আধুনিক
৮-০৫ সুশীল মল্লিক রবীন্দ্রসংগীত
৮-২৫ রথীশরঞ্জন চক্রবর্তী বাঁশী

১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৭-০৫ সকাল : পীযুষকান্তি চক্রবর্তী : লোকগীতি
৭-৩৫ শ্যামল মিত্র : আধুনিক
৮-৩০ নিয়াজ আহমেদ ও ফৈয়াজ আহমেদ খাঁ : খেয়াল
১-২০ দুপুর : শ্যামল মিত্র : আধুনিক
৫-০০ বিকেল : দেবব্রত চৌধুরী: সেতার
৬-৩০ সন্ধ্যা : চিন্তামণি জৈন: জলতরঙ্গ
৭-২০ রাত : পীযুষকান্তি চক্রবর্তী : লোকগীতি
৭-৫৫ দেবব্রত চৌধুরী : সেতার
৮-০৫ নীলিমা সেন রবীন্দ্রসংগীত

১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৭-০৫ সকাল : দেবযানী গুপ্ত : লোকগীতি
৭-৫০ মমতা সরকার : ভজন
৮-২০ শিশুমেলা
১-১০ দুপুর : রবীন্দ্রসংগীত
৬-৩০ সন্ধ্যা : মমতা সরকার : ভজন
৭-২০ রাত : দেবযানী গুপ্ত : লোকগীতি
৮-০৫ গীতবিতান রবীন্দ্রসংগীত
৯-৩০ ঘটনাপ্রবাহ

কটক

১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-১০ সকাল : বন্দনা
৭-৪৫ কে. এল. শর্মা : বাঁশী
৮-২০ হিন্দী শিক্ষা
৮-৪০ যন্ত্রসংগীত +
১-১০ দুপুর : নারীমহল
৭-৩০ রাত : কৃষি সংসার
৮-১৫ রাধামণি মহাপাত্র : ওড়িষী ও ভজন
৮-৩০ কথাচিত্রের গীত +

২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-১০ সকাল : বন্দনা
৭-৪৫ শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষা

+ গ্রামোফোন রেকর্ড

নিত্যানন্দ পান্ডা
একতারা ভজন
দুপুর ঃ বিচিত্রা +
কথাচিত্রের গীত +
সন্ধ্যা যুববাণী
রাত ঃ ইংরেজী সংবাদ
সমাচার দর্পণ
হিন্দী সংবাদ

ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

সকাল ঃ বন্দনা
ডি, ভি, পলুসকর
কণ্ঠসংগীত +
দুপুর ঃ কৃষি প্রসঙ্গ
সন্ধ্যা ঃ আঞ্চলিক সংবাদ
রাত ঃ অতসী কুসুম
গীতি ভারতী

ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

সকাল ঃ বন্দনা
বালকৃষ্ণ দাস ঃ আধুনিক ও ভজন
দুপুর ঃ বিদ্যালয় কার্যক্রম
কথাচিত্রের গীত +
সন্ধ্যা ঃ ইংরেজী সংবাদ
রাত ঃ গীত মাধুরী
উল্লেখ্য অনুষ্ঠান

ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

সকাল ঃ বন্দনা
পুরাতনী
কথাচিত্রের গীত –
দুপুর নারীমহল
সন্ধ্যা যুববাণী
রাত ঃ কৃষি সংসার
সজা[illegible]ল
রাগসংগীত +

ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

সকাল ঃ বন্দনা
ইংরেজী সংবাদ
গান্ধীবচন ও প্রার্থনা
পুরাতনী
দুপুর ঃ বিদ্যালয় কার্যক্রম
দেশাত্মবোধক গীত
সন্ধ্যা ঃ আঞ্চলিক সংবাদ
রাত ঃ পল্লী শ্রোতামণ্ডলী
রাগসংগীত +

ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

সকাল ঃ বন্দনা
রাগরঙ্গ
কথাচিত্রের গীত +
দুপুর ঃ কথাচিত্রের গীত +
রাত ঃ আদিবাসী সংগীত
কৃষি সংসার
ইংরেজী সংবাদ
(খেলাধুলা)
অখিল ভারতীয় সংগীত কার্যক্রম



দক্ষিণ কলকাতার কারমেল হাইস্কুলের 'স্কুল দিবস' অনুষ্ঠানটি ফুল্লরা গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় সম্প্রতি শিশু মহলে।

৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-১০	সকাল বন্দনা
৭-১০	কৃষি সূচনা
৮-৪০	যন্ত্রসংগীত +
৮-৪৫	শিশুসংসার
	দুপুর নারীমহল
	রাত কৃষি সংসার
	কথাচিত্রের গীত –
	উল্লেখ্য অনুষ্ঠান

৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-১০	সকাল ঃ দেশবন্দনা
৭-২৫	দেশাত্মবোধক গীত
৭-৪৫	শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষা
৮-৩৫	পুরাতনী
১-৩০	দুপুর ঃ বিচিত্রা +
৮-০০	রাত ঃ ইংরেজী সংবাদ (খেলাধুলা)
৯-০০	ইংরেজী সংবাদ

১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-১০	সকাল ঃ বন্দনা
৭-৪৫	ওড়িষী সংগীত শিক্ষা
৮-৫০	কথাচিত্রের গীত +
১-০৫	দুপুর ঃ কৃষি প্রসঙ্গ
১-৩০	নারীমহল
৬-২০	সন্ধ্যা ঃ আঞ্চলিক সংবাদ
৭-০০	রাত ঃ আদিবাসী সংগীত
৭-৩০	পল্লীশ্রোতামণ্ডলী
৮-৩০	গীতিভারতী

১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-১০	সকাল ঃ বন্দনা
৭-০০	ইংরেজী সংবাদ
৮-৩৫	পুরাতনী
১২-৪০	দুপুর ঃ বিদ্যালয় কার্যক্রম (ইংরেজী)
৭-৩০	রাত ঃ কৃষি সংসার
৮-৩০	গীতিভারতী
৯-১৫	উল্লেখ্য অনুষ্ঠান

১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-১০	সকাল ঃ বন্দনা
৭-০০	ইংরেজী সংবাদ
৮-২০	হিন্দী শিক্ষা
৯-০০	সংস্কৃত সংবাদ
১-১০	দুপুর ঃ নারীমহল
৮-১৫	রাত ঃ সজাফুল
৮-৩০	রাগসংগীত +
৯-১৫	উল্লেখ্য অনুষ্ঠান

১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-১০	সকাল ঃ বন্দনা
৭-২৫	গান্ধীবচন ও প্রার্থনা
৮-০০	হিন্দী সংবাদ
৮-৫০	কথাচিত্রের গীত +
১-১০	দুপুর ঃ দেশাত্মবোধক গীত
৬-৩০	সন্ধ্যা ঃ যুববাণী
৭-৩০	রাত ঃ পল্লী শ্রোতামণ্ডলী
৮-৩০	রাগসংগীত +

১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-১০	সকাল ঃ বন্দনা
৭-১০	কৃষি সূচনা
৭-৪৫	রাগরঙ
৯-০০	সংস্কৃত সংবাদ
৭-০০	রাত ঃ আদিবাসী সংগীত
৯-৩০	অখিল ভারতীয় সংগীত কার্যক্রম

৪

১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

৬-১০	সকাল ঃ বন্দনা
৮-২০	হিন্দী শিক্ষা
৮-৪৫	শিশু সংসার
১-৩০	দুপুর ঃ নারীমহল
৭-৩০	রাত ঃ কৃষি সংসার
৮-৩০	কথাচিত্রের গীত +
৯-১৫	উল্লেখ্য অনুষ্ঠান

+ গ্রামোফোন রেকর্ড

আকাশবাণী কলকাতা টেলিভিশন কেন্দ্রের নির্দিষ্ট সময়সূচী

সান্ধ্য অধিবেশন

সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ—রাত ৯-৩০ মিঃ

রবিবার

৬-৩০ আজকের অনুষ্ঠান
৬-৩২ দেশবিদেশের খেলা
৭-০০ কাহিনী চিত্র
৭-৫৫ অনুষ্ঠান পরিচিতি
৮-০০ বাংলা সংবাদ
৮-১০ কাহিনী চিত্র
৯-২০ সংবাদ
৯-৩০ কাহিনী চিত্র/সমাপ্তি

সোমবার

৬-৩০ আজকের অনুষ্ঠান
৬-৩২ চিলড্রেন ফিল্মস
৬-৫৫ তরুণদের জন্যে
৭-২০ উন্নয়নের শপথ
৭-৩৫ সাক্ষাৎকার
৭-৫৫ অনুষ্ঠান পরিচিতি
৮-০০ বাংলা সংবাদ
৮-১০ নাটক (বাংলা/হিন্দী)
৯-১০ কয়ার (অর্কেষ্ট্রা)
৯-২০ সংবাদ
৯-৩০ সমাপ্তি

মঙ্গলবার

৬-৩০ আজকের অনুষ্ঠান
৬-৩২ চিচিং ফাঁক
শিশুদের অনুষ্ঠান
(বাংলা)
৭-০০ লোকগীতি/জনসেবায়
৭-১০ পল্লীকথা
৭-২৫ অন্য কেন্দ্র থেকে
৭-৫৫ অনুষ্ঠান পরিচিতি
৮-০০ বাংলা সংবাদ
৮-১০ এফ. ডি. প্রামাণ্য চিত্র
৮-২০ সাহিত্য ও সংস্কৃতি
৮-৫০ পার্সপেক্টিভ
দিল্লী টি, ভি, অনুষ্ঠান
৯-২০ সংবাদ
৯-৩০ সমাপ্তি

বুধবার

৬-৩০ আজকের অনুষ্ঠান
৬-৩২ দেশবিদেশের খেলা
৬-৫৫ নৃত্য/লঘুসংগীত
৭-১০ শিল্প-জগৎ
৭-২৫ কলকাতা কলকাতা
৭-৫৫ অনুষ্ঠান পরিচিতি
৮-০০ বাংলা সংবাদ
৮-১০ দর্শকের দরবারে
৮-২০ সিক্রেটস অব দি সী : এ ফিল্ম অন দি আন্ডার সী ওয়ার্ল্ড অব 'জ্যাকস্ ক্যুস্তো'
৯-২০ সংবাদ
৯-৩০ সমাপ্তি

বৃহস্পতিবার

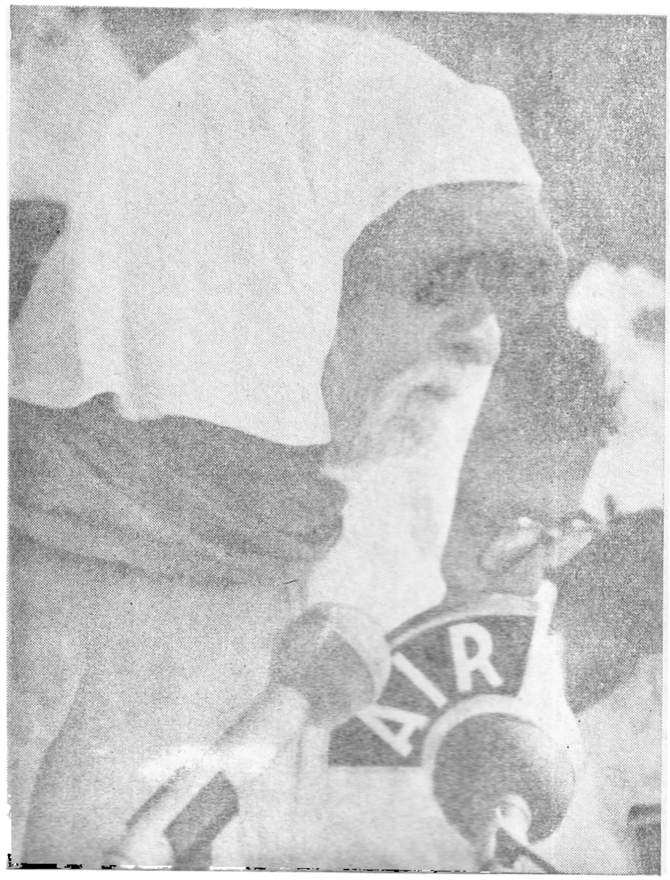
৬-৩০ আজকের অনুষ্ঠান
৬-৩২ বিজ্ঞান প্রসঙ্গে
৭-০০ উইন্ডো অব দি ওয়ার্ল্ড
৭-৩০ ঘরে বাইরে
৭-৫৫ অনুষ্ঠান পরিচিতি
৮-০০ বাংলা সংবাদ
৮-১০ চিত্রমালা/ছায়াছবির গান
৮-৫০ ইয়ুথ টাইম (ইংরেজী)
৯-২০ সংবাদ
৯-৩০ সমাপ্তি

শুক্রবার

৬-৩০ আজকের অনুষ্ঠান
৬-৩২ হরেকরকমবা
শিশুদের অনুষ্ঠান
(বাংলা)
৭-০০ লঘুসংগীত
৭-১০ শিল্প-জগৎ
৭-২৫ হিয়ার ইজ ন্যুসি
৭-৫৫ অনুষ্ঠান পরিচিতি
৮-০০ বাংলা সংবাদ
৮-১০ প্রাসঙ্গিকী : ঘটনা প্রবাহ
৮-৩৫ উচ্চাঙ্গ সংগীত নৃত্য
৮-৫০ এফ. ডি প্রামাণ্য চিত্র
৯-২০ সংবাদ
৯-৩০ সমাপ্তি

শনিবার

৬-৩০ আজকের অনুষ্ঠান
৬-৩২ (ক) প্রশ্নোত্তর
(বাংলা/ইংরেজী)
(খ) বিচিত্র
(গ) ফটো ফিচার
(ঘ) সুস্বাস্থ্য (বাংলা)
৭-০০ আঞ্চলিক কাহিনী চিত্র
৭-৫৫ অনুষ্ঠান পরিচিতি
৮-০০ বাংলা সংবাদ
৮-১০ ইন্ডিয়ান নিউজ রিল
৮-২০ আঞ্চলিক ছায়াছবি
৯-২০ সংবাদ
৯-৩০ ছায়াছবি/সমাপ্তি



[illegible] ২৫ ডিসেম্বর, [illegible] সমবেত জনগণের [illegible]

আকাশবাণী কোলকাতা কেন্দ্রের নব-সংযোজন

"জেলা দিবসের অনুষ্ঠান"

এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ভৌগলিক রূপরেখা, জনসংখ্যা তথ্য, অর্থনৈতিক কাঠামো, ঐতিহাসিক গুরুত্ব, পূজা-পার্ব্বন-মেলা, শিল্প, চাষ-আবাদ, লোকসংস্কৃতি এবং অন্যান্য দিকগুলি তুলে ধরা হবে।

এই অনুষ্ঠানের মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য হলো :

(ক) জেলার মানুষেরাই বলবেন নিজেদের জেলার কথা,

(খ) আকাশবাণীর প্রতিনিধিরাই মাইক্রোফোন নিয়ে এগিয়ে যাবেন জেলার মানুষদের কাছে।

এই ভাবেই যোগসূত্র স্থাপিত হবে এক জেলার মানুষের সঙ্গে অন্য জেলার। আকাশবাণীর এই নবউদ্যমে জেগে উঠবে পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধ।

৯ই ফেব্রুয়ারী থেকে প্রতি সোমবার এই অনুষ্ঠান শোনা যাবে আকাশবাণী ক'লকাতা-ক কেন্দ্রের তিনটি অধিবেশনেই।

সময়সূচীঃ সকাল ৮টা ও ৮-৩০ মিঃ; দুপুর ১২-৫০ মিঃ ও ১-৫০ মিঃ; রাত ৬-৩০ মিঃ; ৬-৫৫ মিঃ; ৭-২৫ মিঃ; ৮-১৫ মিঃ ও ৮-৩০ মিঃ।

জেলায় জেলায়

মুর্শিদাবাদ

[ধ]বান মন্ত্রীর ২০ দফা কার্যসূচী অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে যে সব চাষী এক হেকটরের কম জমি আছে, [তাঁদে]র রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার [দেওয়া]র ব্যবস্থা হয়েছে। এই ব্যাপারে [ইউ]নাইটেড ব্যাঙ্ক একটি বিশেষ ভূমিকা [নি]য়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে মালদহে "গৌড় [গ্রামী]ণ ব্যাঙ্ক" খোলা হয়েছে এবং তার [মাধ্যমে] মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও পশ্চিম-[দিনাজ]পুরের চাষীদের চাষের সুবিধার [জন্য] প্রয়োজন মত টাকা ধার দেওয়া [হচ্ছে]। এতে একদিকে যেমন ফসল [উৎপাদ]ন বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়বে, [অন্যদি]কে চাষীরা মহাজনদের শোষণ [থেকে] মুক্ত হবেন।

[সা]রা ভারতে গ্রামিণ চাষীদের এই [সু]বিধা দেওয়ার জন্য মোট ৫টি ব্যাঙ্ক [খোলা] হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের জন্য [ইউ]নাইটেড ব্যাঙ্ক মালদহে প্রধান ব্যাঙ্ক [এব]ং গৌড় গ্রামিণ ব্যাঙ্ক খুলেছেন। [এই] ব্যাঙ্কেরই শাখা মুর্শিদাবাদের [...]নগরে খোলা হয়েছে। এই ব্যাঙ্কের [এক] কোটি টাকা মূলধন স্থির হয়েছে। [এ]র মধ্যে ৩৫ লক্ষ টাকা দেবেন [ইউ]নাইটেড ব্যাঙ্ক, ৫০ লক্ষ টাকা [দেবে]ন কেন্দ্রীয় সরকার এবং বাকী ১৫ [লক্ষ] দেবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তিন [একরে]র কম জমির চাষী মালিকদের [এ]র জন্য টাকা ধার দেওয়া হ'বে [ও] তাঁরা ব্যাঙ্কে টাকা জমাও রাখতে [পা]রেন। ক্ষুদ্র প্রান্তিক ভূমিহীন কৃষক [ও] শিল্পী-শ্রমিকরাও প্রয়োজনে টাকা [ধা]র পেতে পারেন। গ্রামিণ কুসীদজীবী [মহা]জনদের নির্মূল করা এর অন্যতম [উদ্দে]শ্য।

বহরমপুরে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের [W]est Bengal Region II [না]মে [এক]টি বিশেষ অফিস খোলা হয়েছে। [এ]খান থেকে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, [মা]লদহ, পশ্চিম দিনাজপুর জলপাই-[গু]ড়ি, কোচবিহার এবং দার্জ্জিলিং-এর [অধি]বাসীদের ব্যাঙ্কের নানাবিধ সুযোগ [সু]বিধা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

[এ] জেলায় সরকার মোট চাষের জমি [পে]য়েছিলেন ২৩,৩২৯ একর এবং তার [মধ্যে] ২২,০০০ একর জমি বিলি করা [হয়ে]ছে ৭৩,০০০ জমিহীন কৃষি পরি-[বারে]র মধ্যে। এঁদের মধ্যে তফশিলী [সম্]প্রদায়ভুক্তের সংখ্যা ১৩,৫২৮, উপ-[জা]তির সংখ্যা ৪,৫৭৫, মুসলমান [...],০৫০ এবং অন্যান্য ১৭,০০০। [...],৭৮৫ জন বাস্তুহীনকে বাস্তু [জ]মিও দেওয়া হয়েছে।

[সা]রা পশ্চিম বঙ্গে সর্বাত্মক অর্থ-[নৈ]তিক উন্নতির জন্য বর্তমান বছরে [...]১ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছে [মু]র্শিদাবাদ জেলায় গ্রামিণ উন্নতির [জ]ন্য ৪২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়েছে [এ]বং বিশেষ কর্মসংস্থান প্রকল্পে ১৬ [লক্ষ] ৭৭ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

—সৌরীন্দ্রমোহন সেন

নদীয়া

মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া এই দুই জেলার জন্যে কৃষ্ণনগরে অবস্থিত জেলা আবাসে বর্তমানে সবে মিলে মোট পঁচিশটি মেয়ে ঠাঁই পেয়েছে। রাস্তায় পরিত্যক্তা, অনাথিনী, অপহৃতা বা বিপথগামিনী মেয়েদেরই প্রধানতঃ আশ্রয় মেলে এই আবাসে। অর্থাৎ যাদের অভিভাবকদের সন্ধান পাওয়া যায় না, বা বিপথগামিনী নাবালিকারা যাদের নিয়ে আদালতে মামলা রুজু হয় এবং অভিভাবকদের কাছে ঠাঁই হয় না—পুলিশ বিভাগ তাদেরই এনে হাজির করে আবাসে আশ্রয়ের জন্যে। পরবর্তীকালে যদি সেই মেয়ের অভিভাবকের সন্ধান পাওয়া যায় বা অভিভাবকরা নিয়ে যেতে চান, তা হ'লে তখন তারা স্বগৃহে চ'লে যেতে পারে। কিন্তু না নিয়ে গেলে আবাসেই তাদের স্থান। তবে আঠারো বছর বয়সের পর কেউ বিয়ে করতে চাইলে বা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হ'লে সে আবাস ছেড়ে চলে যেতেও পারে। যত-দিন তা না হচ্ছে বা অন্য আশ্রয় না জুটছে ততদিন তারা এখানেই থাকে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের অধীন ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত আবাসটির সমুদয় ব্যয় বহন করেন রাজ্য সরকার। কৃষ্ণ-নগরের এই আবাস স্থাপিত হয়েছিল ১৯৬০ সনে। আবাসিকদের লেখা-পড়া, বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা, গান-বাজনা শেখানো প্রভৃতির ব্যবস্থাও রয়েছে। অনেকে বিদ্যালয়েও পড়াশোনা করে। মেয়েদের অনেকের মধ্যে প্রতিভার বিকাশও দেখা যায়। মেয়েরা এখানে এক পরিবারের মত হ'য়ে বাস করে। আবাসে রয়েছেন যে ছ' জন তত্ত্বাবধায়িকা, তাঁরাও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এদের গ'ড়ে তুলছেন। শুধু চাকুরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে এলে তাঁদের একাজ সফল হ'ত না। ইতিমধ্যে একটি মেয়ের বিয়েও দেওয়া হয়েছে এই আবাস থেকে। কেউবা চাকরি পেয়ে চলে গেছে।

নবদ্বীপাড়ার মৃণালিনী কল্যাণ আশ্রম দুস্থা মেয়েদের আর একটি আবাস। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের সমাজ কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত এই আশ্রম স্থাপিত হয় ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে। এখানে রাজ্য সরকার অর্থ সাহায্য দিলেও আশ্রম পরিচালিত হয় বেসরকারী তত্ত্বাবধানে। এখানে আছে ছ' থেকে চোদ্দ বছর পর্যন্ত মোট ৫০টি দুঃস্থা ও অনাথা বালিকা। এ আশ্রমে এদের লেখাপড়া, রান্নাবান্না, সেলাই কাজ শেখানো হ'য়ে থাকে। এই আশ্রমও মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া দুই জেলা মিলিয়ে। ১৮ বছর পর এদের অন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা না হ'লে পাঠান হয় কলকাতায় বড়দের জন্য নির্দিষ্ট আবাসে।

এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণনগরস্থ শঙ্কর মিশনের কথা না বললে এ কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই মিশনে আশ্রয় পেয়েছে ১৭৪ জন দুঃস্থ বালক। এদের মধ্যে আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত আছে ৪৫ জন এবং অনাথ শিশু ১২ জন। যারা এখানে থাকে, তাদের বয়স চার থেকে আঠারো বছর। আঠারো বছর পর মিশনে আর রাখা হয় না। যথাক্রমে রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের সমাজ কল্যাণ, আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজ কল্যাণ পর্ষদ্ এর অর্থানুকূল্যে এটি পরিচালিত হয়।

নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্থল এই আবাস-গুলি যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করছে দেশের। এগুলির যে আরও পরি-বর্ধনের প্রয়োজন আছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

সমবায়

নদীয়া জেলার সমবায় আন্দোলনের সুরু ১৯১৩ সালে নদীয়া জেলা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং রাণাঘাট কেন্দ্রীয় কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের রেজিস্ট্রি হবার পর থেকে। এই দুটি ব্যাঙ্ক চালু হবার পর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি গ্রাম্য ঋণদান সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত সমবায় আন্দোলন প্রধানতঃ কৃষি-জীবিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। স্বাধীনতা লাভের পর উদ্বাস্তুদের আশ্রয় ও জীবিকা অর্জনে সাহায্যের জন্যে অনেকগুলি সমবায় গৃহনির্মাণ ও শিল্প সমিতি গড়ে ওঠে। ১৯৪৯-৫০ সালে শান্তিপুর অঞ্চলে কয়েকটি তন্তুবায় সমবায় সমিতিও গঠিত হয়। বর্তমানে এদের সংখ্যা প্রায় ৬০। পিতল-কাঁসা, খাদি, পাদুকা, শস্য-গোলা, নকল সোনার গহনা ও ঘড়ি তৈরী প্রভৃতি ছোটখাট শিল্পেও সমবায় সমিতি গঠন জেলার সমবায় আন্দোলনে দৃঢ় পদক্ষেপ। বর্তমানে সমবায়ের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে কৃষির উন্নতির জন্যে কৃষকদের মধ্যে অগভীর নলকূপ ও পাম্পসেট এবং বীজ, সার প্রভৃতি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে জেলার সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের কৃষিঋণ দান। গত দু' বছরে স্বল্পমেয়াদী ঋণ হিসাবে চলতি আর্থিক বছরে কৃষকদের মধ্যে ২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হিসাবে ১২ লক্ষ টাকা দাদন দেওয়া হয়েছে। আগামী আর্থিক বছরে স্বল্পমেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে এবং এই টাকাটা ব্যয় করা হবে সেচ ব্যবস্থার জন্যে। কৃষি ঋণদানকে সার্থক করে তোলার জন্যে জেলায় ১১টি বিপণন সমিতি কৃষকদের কাছ থেকে ন্যায্যমূল্যে পাট ক্রয় করছে। পাট কেনার জন্যে এই সমিতিগুলিকে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অগ্রিমও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চটকলগুলির কাছ থেকে সহযোগিতার অভাবে ও বিলের টাকা ঠিকমত না পাওয়ায় সমিতিগুলির আর্থিক অনটনও দেখা দিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, এ জেলায় গত-বারের চেয়ে এবার শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ কম জমিতে পাট চাষ হয়েছে। কিন্তু উৎপাদন গতবারের চেয়ে কম নয়। গত বছর ৪ লক্ষ গাঁট পাট উৎপাদন হয়েছিল। আর্থিক অসুবিধা সত্ত্বেও ভারতীয় জুট করপোরেশন ও সমবায় সমিতিগুলি মিলে গতবার শতকরা ১৬ ভাগ পাট সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল। এ বছর জুট করপোরেশনের প্রতিদিন ৩৭৭০ মন পাট কেনার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে। ইতিমধ্যে জুট করপোরেশন ও সমবায় সমিতির মাধ্যমে ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৩০০ মন অর্থাৎ শতকরা ২০ শতাংশ পাট কেনা হয়ে গিয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, মোট উৎপাদনের প্রায় ৪০ শতাংশ পাট এবার সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। এ জন্যে আরও ক্রয়কেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টাও চলছে। আর্থিক সংকট হেতু পাট-চাষীরা আজও মহাজনের খপ্পরে রয়েছে। এর প্রতিকারের জন্যে জুট করপোরেশন ও সমবায়ের ভূমিকা আরও ব্যাপক ও জোরদার হওয়া প্রয়োজন।

অকৃষি সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে কৃষ্ণনগর সিটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, রাণাঘাট পিপ্‌লস্ কো-অপারেটিভ ও ক্রেডিট সোসাইটি, প্যাক্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি ও কৃষ্ণনগর হাউসিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তা ছাড়া পাওয়ারলুম সমবায় সমিতি, মৎস্য-জীবি ফেডারেশন ও সমবায় সমিতি, পরিবহণ সমবায় সমিতি, ক্রেতা সমবায় সমিতি প্রভৃতির অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। মহিলাদের শিল্প সমবায় সমিতির সংখ্যাও এ জেলায় নগণ্য নয়।

—নির্মল দত্ত

পুরুলিয়া

এই বছরে খাদ্যশস্যের ফলন ১৯৭১ সালের সাড়ে ৫ লক্ষ টনের রেকর্ড উৎপাদনের সমকক্ষ না হলেও, কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টন হবে। তবে '৭১ সালের তুলনায় এই বছর প্রায় ৮০ হাজার একর কম জমিতে চাষ হয়েছে।

ফসল যেমন ভাল হয়েছে, সেই সঙ্গে স্বল্প সঞ্চয়ের অভিযানও জোরদার হচ্ছে। এই বছরের লক্ষ্যমাত্রা ৫০ লক্ষ টাকা অতিক্রম করে গত অক্টোবর পর্যন্ত ৫১ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। স্বল্প সঞ্চয়ের হাওয়া স্কুলেও পৌঁছেছে। বলরামপুর রঘুনাথপুর ও বরাবাজারের চারটি উচ্চ বিদ্যালয়ের 'সঞ্চয়িকা' ব্যাঙ্কে পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রী একাউণ্ট খুলেছে।

এই বছরের সমবায় সপ্তাহ অনুষ্ঠান জনসাধারণের, বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। পুরুলিয়া সহরে ছাড়াও—কাশীপুর, বাঘমুণ্ডী, আনাড়া, লধুড়কা, বলরামপুর,

বরাবাজার প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে কৃষি দিবস, ক্রেতা দিবস, শিল্প দিবস, ২০-দফা কর্ম্মসূচী দিবস, মহিলা দিবস ও যুব দিবস বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যোগ্য ও নিষ্ঠাবান কর্ম্মচারীরূপে রেল সম্পত্তির লোকসান কি ভাবে বন্ধ করা যায় তার প্রমাণ দিয়েছেন ঝালিদার স্টেশন মাষ্টার এন, কে, দত্ত। ঝালিদা থানার পুলিশের সক্রিয় সহযোগিতায় কতিপয় অসাধু রেল কর্ম্মচারীর যোগসাজসে ওয়াগনভঙ্গকারী দুর্বৃত্ত-দের দুষ্ট চক্র সমূলে বিনাশ করে আর, এন, দত্ত প্রতি বছর কয়েক লক্ষ টাকার রেল সম্পত্তি লুণ্ঠন বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। দক্ষিণ পূর্ব্ব রেলের আদ্রা ডিভিসনের কর্তৃপক্ষ সৎ ও দক্ষ ষ্টেশন মাষ্টার রূপে আর, এন, দত্তকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করেন।

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম আয়-কর কমিশনার আর, এন, বসু সম্প্রতি পুরুলিয়া সফরকালে দুই শতাধিক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, আইনজীবি, চিকিৎসক প্রমুখের এক সভায় আয় ও সম্পত্তির স্বেচ্ছাকৃত ঘোষণা সংক্রান্ত ১৯৭৫ সালের অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্য, তাৎপর্য্য ও প্রয়োগ-বিধি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, হিসাব বহির্ভূত আয় ও সম্পত্তির দায়ে বিপন্ন ব্যক্তিদের সহায়তাকল্পে ঐ অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়েছে। সুতরাং অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী যাঁরা ঘোষণা পত্র দাখিল করবেন তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হবে না, বা তাঁরা কোনও কলঙ্কের ভাগী হবেন না। নির্দ্ধারিত ট্যাক্স তাঁরা দুই কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগও পাবেন। আলোচনা সভাটি বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করে এবং কমিশনার ব্যবসায়ী ও আইনজীবিদের ঐ সম্পর্কে বহুবিধ প্রশ্নের জবাব দিয়ে তাঁদের নানা সন্দেহ ভঞ্জন করেন।

—অশোক চৌধুরী

চব্বিশ পরগণা

কিছুদিন আগে জেলার জয়নগরে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্যদের পক্ষ থেকে এক আলোচনাচক্রে জানা গেল যে, সুন্দরবনকে আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে ৮০ লক্ষ টাকার এক পরিকল্পনা রচনা করা হচ্ছে।

কলকাতার কাছে রাজ্য বন দপ্তরের চারটি নার্সারি এই জেলায় রয়েছে—সল্ট লেক, লেক টাউন, ব্যারাকপুরের জহরকুঞ্জ ও বারাসতে। নার্সারিগুলিতে জন্মানো চারাগাছ, জেলা বন বিভাগ এ যাবৎ বনমহোৎসব উপলক্ষে বিনামূল্যে জনসাধারণকে যোগান দিয়ে আসছেন। বারাসত বাদে অন্য তিনটি নার্সারি থেকে জেলা বন বিভাগ জনসাধারনের কাছে গত দেড় বছরে প্রায় ২০ হাজার টাকার ফুল গাছ ও বাহারে গাছের চারা বিক্রি করেছেন। এ সব গাছের মধ্যে রয়েছে গোলাপ, জবা, আর্কিড ইত্যাদি। বনমহোৎসবের চারা গাছ যোগান দেবার জন্যে শুধু বারাসত নার্সারিটিকে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। কলকাতার উত্তর-পূর্ব উপকণ্ঠে সাড়ে ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ভি-আই-পি রোডের মাঝে ও দু'পাশে জেলার বন বিভাগ রকমারী ফুল ও বাহারে গাছ লাগিয়ে পরম রমণীয় এলাকা গড়ে তুলছেন। গাছের পরিচর্যা সব সময়ই চলছে।

২৪-পরগণায় এবার সাড়ে ১৭ হাজার মেট্রিক টন চাল সংগ্রহ করবেন বলে জেলা কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন। জেলার ছ'টি মহকুমার মধ্যে বসিরহাট, ডায়মণ্ডহারবার ও আলিপুর এই তিনটি মহকুমা থেকেই সংগ্রহ করা হবে ১ হাজার ৬০০ মেট্রিক টন চাল। জেলায় চালু ১৮টি চাল-কল থেকে লেভি হিসেবে তোলা হবে ৮ হাজার মেট্রিক টন এবং বাকীটা সংগ্রহ করার ব্যবস্থা হয়েছে উৎপাদক ও স্বেচ্ছা-বিক্রয় থেকে। গত বছর এই জেলায় চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ২৫ হাজার মেট্রিক টন। সেই জায়গায় শেষ পর্যন্ত জোর চেষ্টা চালিয়ে সংগ্রহ হয়েছিল ১২ হাজার মেট্রিক টনের মত।

জেলায় এবার আমন চাষ হয়েছে প্রায় ১৪ লক্ষ একর জমিতে। এর মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪-পরগনা মিলে অধিক উৎপাদনশীল ধানের চাষ হয়েছে প্রায় পৌনে দুলক্ষ একর জমিতে। গতবারের তুলনায় জেলায় এবার এই চাষ বেড়েছে, কারণ অধিক ফলনশীল ধান উৎপাদনে এবার সরকার থেকে চাষীদের নতুন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বিশ-দফা অর্থনৈতিক কর্ম-সূচীর অঙ্গ হিসেবে জেলায় প্রায় ১৬ হাজার 'মিনি-কিট' সরকার থেকে চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এই সব চাষী তাঁদের চাষবাসে নতুন একটা সুযোগ পেলেন। ফলে চাষের ক্ষেত্রে দেখা দিল এক লক্ষণীয় পরিবর্তন। এই জন্যেই বিশেষজ্ঞদের আশা, জেলায় সাড়ে ৬ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশি আমন ধান এবার পাওয়া যাবে। গত বছরের উৎপাদন ছিল ৬ লক্ষ ৩০ হাজার মেট্রিক টন।

জেলায় খাস কৃষি জমির পরিমান ১ লক্ষ ৪ হাজার ৬৩৬ একর। এর মধ্যে ৪৭ হাজার ৯২৮ একর জমি—৯২০৩১ জন ভূমিহীন চাষীর মধ্যে বিতরণ করার কাজ গত ৩১ শে আগস্টের মধ্যেই শেষ হয়। এর মধ্যে তফশিলীভুক্ত সম্প্রদায় ৩৭০৪৫, তফ-শিলী উপজাতি ১৩০২৮, মুসলমান ১৩৭৬৫ এবং অন্যান্য সম্প্রদায় ২৮১৯৩। অবিলি জমির মধ্যে কোর্টের ইনজাংসন রয়েছে ৪৩৬৬৪ একরে; আর ১৫০২৮ একর চাষের অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। জেলায় ৩৬৫৫৫টি ভূমিহীন পরিবারকে ১৫২৮ একর বাস্তু জমি দেওয়া হয়েছে। এতদিন এঁরা একটু আশ্রয়ের জন্য অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটিয়ে এসেছেন। এই পরিবার-গুলির মধ্যে ১৪৪৩৪টি তফশিলীভুক্ত, ২৪৩৫ টি তফশিলী উপজাতি এবং ৪৮৭১ টি মুসলমান পরিবার। এ ছাড়া, ১৩৫৬৪ টি পরিবার—যাঁরা অন্যের জমিতে বসবাস করছিলেন তাঁদেরকেও স্থায়ী-ভাবে পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।

স্বাধীনতার পর ২৪-পরগনাতেও প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার প্রসার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই অবদানে আজ এই জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাড়িয়েছে সাড়ে ৫ হাজারের মত।

—কল্যাণ দাশ

মেদিনীপুর

গত বছর জেলায় আমন ধান উৎপন্ন হ'য়েছিল ৮ লক্ষ মেট্রিক টন। গত বছরের তুলনায় কিছু জমি অনাবাদি থাকা সত্ত্বেও এ বছর আমন ধান দশ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপন্ন হবে বলে আশা আছে। জেলার পাথুরে অঞ্চল অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিমাংশ থেকে পূর্ব ও দক্ষিণাংশের জমি ধান চাষের পক্ষে খুবই উপযোগী। তাই ঘাটাল, ঝাড়গ্রাম মহকুমার চেয়ে তমলুক, কাঁথি ও মেদিনীপুর মহকুমায় আমন ধানের ফলনও আশাতীত ভাল হ'য়েছে। সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী এই জেলার অনেক আবাদি জমি সমুদ্রের নোনা জলের জন্যে অনাবাদী হ'য়ে পড়ে থাকে। এই নোনা জল থেকে জমিকে বাঁচাবার জন্যে কোন স্থায়ী ব্যবস্থা আজও পর্য্যন্ত হয়নি। বর্ষার উপর নির্ভর করে জেলার অধিকাংশ চাষীকে চাষ করতে হয়। তবে বন্যার জল থেকে জমিকে বাঁচাবার জন্যে বিভিন্ন পরি-কল্পনা চলছে।

উচ্চ ফলনশীল চাষকে জনপ্রিয় করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে জেলার সর্বত্র মিনিকিট প্রথা চালু করা হয়েছে। মিনিকিট অর্থাৎ পলিথিনের একটি প্যাকেটে উন্নত জাতের দু কেজি বীজ, চার কেজি ইউরিয়া সার, কীটনাশক ওষুধ ও অন্যান্য চাষের উপাদান কৃষি বিভাগ থেকে বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়। আমন চাষের জন্যে জেলায় মোট ২৯,৮৭২টি মিনিকিট চাষীদের বিতরণ করা হ'য়েছে। জেলায় এ বছর উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ হ'য়েছে মোট ২ লক্ষ একর জমিতে। চাষের উন্নতির জন্যে ১৫২টি গভীর নলকূপ, ৬০০০ অগভীর নলকূপ, নদী থেকে জলোত্তলনের জন্যে ২১৩টি পাম্পসেট এবং ১৩০২৭টি কূপের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। উন্নত ধরণের ফসল চাষের জন্যে এই জেলায় অনেকগুলি কর্মসূচী নেওয়া হ'য়েছে। সফল করে তুলতে পারলে চাষের অগ্রগতি ও উন্নতি অবধার্য।

এ বছর এই জেলার জন্যে ৬৫ হাজার মেট্রিক টন চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য হ'য়েছে। জেলায় কৃষির সামগ্রিক উন্নয়ণের জন্যে সরকার ১ কোটিরও বেশী টাকা মঞ্জুর করেছেন।

রবিশস্যের জন্যেও সরকার মিনিকিট বিতরণ ও সেচ এলাকা আরও বাড়িয়ে দেবার এক জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া গভীর ও অগভীর নলকূপ ব্যাপক হারে বসানোর জন্যে সরকার ব্যাঙ্কের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন এবং নদী থেকে জলোত্তলন প্রকল্প নিয়ে আরও কয়েক হাজার একর জমি কৃষির আওতায় আনা হবে।

সরকারের মিনিকিট প্রকল্পটি চাষী-দের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে। প্রকৃত গরীব চাষীদের পক্ষে এই প্রকল্পটি বিশেষ উপকারী। মিনিকিট ও সেচের ব্যাপক প্রসারে অনেক পতিত জমি আবাদী জমিতে পরিণত হ'বে।

মৎস্য চাষ

ঘরের পিছনে এঁদো ডোবা থেকেও যে হাজার টাকা আয় হ'তে পারে, মৎস্য বিভাগের এক আলোচনা চক্রে এই তথ্য জানা গেল। নিবিড় মিশ্র চাষে মাছের উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নূতন দিগন্ত খুলে গেছে। অধুনা-লব্ধ এক প্রথায় হেক্টর প্রতি মাছের ফলন বছরে ৬০০ কেজি হ'তে ৬০০০ কেজি পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব। এই বৈপ্লবিক কৌশলের ব্যপক প্রয়োগ ও প্রচারের উদ্দেশ্যে খড়্গপুর নারায়ণগড়, ও সবং এই তিন জায়গায় সরকারী অনুদানে তিনটি মাছের নিবিড় মিশ্রচাষ প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপিত হ'য়েছে। এ ছাড়া, বেকার ও সমবায় ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের "স্ব-নিয়োগ কর্মসূচী" অনুযায়ী সরকারী জলাভূমিতে মাছ চাষ বিষয়ে সর্ব্বতো-ভাবে সাহায্য করা হ'বে।

তাম্রলিপ্ত

মেদিনীপুরের তমলুক ছিল প্রাচীন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ বন্দর ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। কিন্তু দুঃখের কথা, যদি কোন বিদেশী পর্যটক তাম্রলিপ্তর পথ নির্দেশ চান, তাহলে তাঁকে হতাশ হতে হবে। ইতিপূর্বে এ অঞ্চলে অনেকেই বহু পুঁথিপত্র, মুদ্রা ও দেব দেবীর মূর্ত্তি ইত্যাদি প্রাচীন নিদর্শন পেয়েছেন। কেউ শখ করে তা নিজের ড্রইংরুমে রেখেছেন, আবার কেউ তার মূল্য বুঝতে না পেরে নষ্ট করে ফেলেছেন। কিছু কিছু সামগ্রী অবশ্য যাদুঘর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহ-শালায় স্থানান্তরিত হয়েছে। সর্বা-ধুনিক দৃষ্টান্ত, সেদিন চন্দ্রেশ্বর খাল খননের সময় প্রাপ্ত দেবী দুর্গার মূর্ত্তি (মৌর্য্যযুগের), শেরশাহের প্রতিকৃতি মুদ্রিত ১৬টি রৌপ্যমুদ্রা কলকাতা যাদুঘরে স্থানান্তরিত হয়েছে। তমলুকে কোন সংগ্রহশালা থাকলে প্রাচীনত্বের এই সব নিদর্শন ও ঐতিহ্যবাহী সামগ্রী দিয়ে সর্ব-সাধারনের উপযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারত, এতদিনে তমলুকও পর্যটন বিভাগের তালিকাভুক্ত একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান হিসাবে চিহ্নিত হত।

তমলুকের এ অভাব দূরে করার জন্য এগিয়ে এসেছেন তাম্রলিপ্ত মহা-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক কান্তিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত। প্রশান্তকুমার মন্ডল নামে এক ভদ্রলোক তাঁর বাড়ীর একটি কক্ষ সংগ্রহশালার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। সেইখানেই সংগৃহীত সামগ্রী সাজিয়ে সংগ্রহশালা খোলা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের নাম হয়েছে 'তাম্রলিপ্ত মিউজিয়াম এ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার'।

সংগৃহীত সামগ্রী [redacted] মুদ্রা, দেবদেবীর প্রতিমূর্তি [redacted] খেলনা, অলঙ্কার, পুঁথি [redacted] প্রাগৈতিহাসিক যুগ [redacted] যুগের সামগ্রী [redacted] সংগৃহীত পুঁথির [redacted] এর মধ্যে কয়েকটি [redacted] শ্রীরামপুর থেকে বাংলা [redacted] প্রথম সংবাদপত্র "[redacted] কয়েকটি সংখ্যাও [redacted] এখানে বিলুপ্ত ও [redacted] শিল্পের নানা নিদর্শন [redacted] বড়ি, মাদুর, শোলা [redacted] সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা [redacted] বিপ্লবের উপর [redacted] গবেষণা গ্রন্থ রচনার [redacted] নথিপত্র সংগ্রহের [redacted] সংগ্রহশালার পক্ষ [redacted] বোর্ডের নিকট এক [redacted] পাঁশকুড়া-হলদিয়া লাইনে [redacted] ষ্টেশনের নাম তাম্রলিপ্ত [redacted] অনুরোধ করা হয়েছে [redacted] ষ্টেশনে তাম্রলিপ্তের [redacted] স্তম্ভ স্থাপনের কথা [redacted]

মেদিনীপুরের [redacted] আদিবাসী ও তপশীলি [redacted] অধ্যুষিত। সম্প্রতি [redacted] উন্নয়নের কাজও দ্রুত [redacted] এখানে তসরের [redacted] গাছের চাষ হচ্ছে এবং [redacted] গাছও লাগান হচ্ছে। এর [redacted] টাকা বরাদ্দ হয়েছে। [redacted] থেকে কাপগাড়ী [redacted] রাস্তার কাজ শেষ হয়েছে। [redacted] লক্ষ ২৫ হাজার টাকা [redacted] মানিকপাড়া থেকে [redacted] কাজও সম্প্রতি শেষ হয়েছে [redacted] জন্যে ২ লক্ষ ১৭ [redacted] বরাদ্দ আছে। ৩৬ টি [redacted] জন্যে ৮ লক্ষ ৮৬ হাজার [redacted] আছে। লালগেড়িতে [redacted] পরিকল্পনার দ্বারা [redacted] ধরণের সেচ ব্যবস্থার [redacted] ২৫ টাকা ব্যয় হয়েছে [redacted]

জনকল্যাণ

খরাপ্রবন উষর [redacted] মেটাবার জন্যে গত ২ বা [redacted] এ ঝাড়গ্রাম শহরে ৫ লক্ষ [redacted] টাকা ব্যয়ে পানীয় [redacted] উদ্বোধন করেন [redacted] মুখ্যমন্ত্রী। জনস্বাস্থ্য [redacted] বিভাগ ৪৫০ ফুট গভীর [redacted] তুলে ৬০ টি কলের [redacted] একাংশে পানীয় [redacted] ব্যবস্থা করলেন প্রকল্পটির [redacted] প্রকল্পটিকে সম্পূর্ণাঙ্গ [redacted] চিরস্থায়ী করার জন্যে [redacted] বরাদ্দ আছে।

মেদিনীপুরের দক্ষিণে [redacted] সাগরের তীরে কম [redacted] পরিবারবর্গসহ থাকবার [redacted] কার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন [redacted] রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। [redacted] জমির উপর ৪ লক্ষ [redacted] টাকা ব্যয়ে এই অবকাশ [redacted] শয্যা আছে। দীঘাতে [redacted] হাজার টাকা ব্যয়ে [redacted]

[redacted] পরিকল্পনা [redacted]

[redacted] হবে [redacted] হবে। [redacted] সেচ [redacted] সেচ [redacted] হবে [redacted] হবে। [redacted] এবং [redacted] প্রায় [redacted] এবং [redacted] পাবে। [redacted] ১৭ টী [redacted]

[redacted] রাস্তা [redacted] বে-আইনি- [redacted] উল্লিখিত [redacted] জেলার [redacted] এগরা, [redacted] বেলবনী, [redacted] মেদিনী- [redacted] প্রধান [redacted] হয়েছিল [redacted] বাসও [redacted] এই [redacted] কলেক্টরেটের [redacted] ও গাছ [redacted] ট্রাফিক [redacted] নির্মিত [redacted] ঈশ্বর- [redacted] মূর্তি [redacted] প্রসঙ্গে [redacted] অবাঞ্ছিত [redacted] তাদের [redacted] খড়গপুরে [redacted] টি নূতন [redacted] এর মধ্যে ১ টি [redacted] বাজার ও [redacted] হবে। [redacted] স্থানেও [redacted] মাফিক [redacted]

[redacted] বেআইনি [redacted] হচ্ছে, [redacted] উদ্যোগে [redacted] ভূমি বণ্টন [redacted] নয় [redacted] মধ্যে, এ [redacted] জমিবণ্টনের [redacted] করা হয়। [redacted] ১৬ জন [redacted] ও ভূমির [redacted] হয়েছে। এ [redacted] বাস্তুহীন পরিবারকে সরকার এ পর্যন্ত ১১৬ টি বাড়ী তৈরি করে দিয়েছেন; আরো তৈরি হবে বলে পরিকল্পনা আছে।

এ জেলার অধিবাসী কয়েকজন প্রাক্তন জওয়ানকে সম্প্রতি সরকার কর্তৃক পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছেঃ মেদিনীপুরের সর্বশ্রী বিষ্ণুপদ বেরা, সন্তোষকুমার মণ্ডল, অমলকুমার সাঁতরা এবং বাঁকুড়া জেলার অধীর কুমার দাস ও পুরুলিয়া জেলার শৈলেন্দ্র নাথ হেমব্রম এবং অলোক কুমার সিংহ। যুদ্ধে এ'দের অঙ্গহানি হয়। তাঁদের জীবিকা নির্বাহের উদ্দেশ্যে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় স্থায়ী কর্মে নিয়োগ করা হয়েছে এবং একজনকে "জয় জওয়ান স্টল" করে দেওয়া হয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আষ্ট্রেলিয়া সরকারের মাধ্যমে ঝাড়গ্রাম মহকুমায় অতি শীঘ্র ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা চালু করবেন। এই ধরণের প্রকল্প মেদিনীপুর জেলাতে এই প্রথম। এই প্রকল্পে ঝাড়গ্রাম মহকুমার জামবনী, বিনপুর ও ঝাড়গ্রাম ব্লকে কাজ আরম্ভ হবে। এই উদ্দেশ্যে একটি সমীক্ষক দল অতি শীঘ্র ঝাড়গ্রামে আসবেন ও ছয়মাস ব্যাপী কৃষকদের কৃষি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দান করবেন।

দেশের বর্তমান জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, প্রধান মন্ত্রীর ২০ দফা কর্মসূচী সফল করার উদ্দেশ্যে মেদিনীপুরের কেন্দ্রীয় কারার সর্ব-শ্রেণীর বন্দীরা সীমিত অবস্থার মধ্যেও সঙ্কল্প করেছেন যে তাঁরা প্রতিদিন নির্দ্ধারিত কাজের অতিরিক্ত একঘন্টা সময় শ্রমদান করবেন, এবং প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদকমূলক কাজে নিযুক্ত বন্দীরা প্রতি রবিবার ছুটির দিনে, সমস্ত দিন ধরে কারাগারের উৎপাদন বৃদ্ধি করবেন।

জনস্বাস্থ্য

সম্প্রতি স্থানীয় এক সভায় রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী অজিত পাঁজা বলেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ব্লকে একটি করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও দুটি করে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র হবে। এ ছাড়া মোট ৬০০টি স্বাস্থ্য বিষয়ে 'সাব সেন্টার' হবে। এ জন্য ১ কোটি টাকা ব্যয় হবে ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এক হাজার প্যারা-মেডিক্যাল স্টাফ নিয়োগ করা হবে। তারা গ্রামের মহিলাদের বৈজ্ঞানিক প্রথায় স্বাস্থ্য বিষয়ে নানা-রকম শিক্ষা দেবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই জেলায় পরিবার পরিকল্পনার কমসূচী সুরু হয় ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে। ধীরে ধীরে এই প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে এ জেলা পুরুষ ও মহিলাদের বন্ধ্যাত্বকরনের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে রেকর্ড স্থাপন করে। এই সঙ্গে জেলার হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির উন্নতি-বিধানের চেষ্টা চলছে। সদর হাসপাতালের ৩৩০টি শয্যা বৃদ্ধি করে ৫৫০টি শয্যা করা হবে। খড়্গপুর শহরে ২৫০ শয্যার একটি হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে। ঘাটালেও একটি ১৩০ শয্যার হাসপাতাল ভবন নির্মিত হয়েছে। ঝাড়গ্রামের হাসপাতালটিকে ১৩১ শয্যা, এগরার হাসপাতাল ৬০ শয্যা ও দীঘারটিকে ৫০ শয্যায় রূপান্তরিত করা হবে। এ ছাড়া হলদিয়ায় ১০০ শয্যার একটি নূতন হাসপাতাল ভবন নির্মিত হচ্ছে।

ভারতীয় রেড ক্রশ সমিতির মেদিনীপুর জেলা শাখা স্থাপিত হয় ১৯৪৫ সালে। তখন থেকে এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকার গঠন মূলক কাজের মাধ্যমে সুনামের সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে। সমিতির নিজস্ব ভবনে বহির্বিভাগসহ ১৪টি শয্যাযুক্ত একটি মাতৃসদন ও শিশু মঙ্গল হাসপাতাল আছে। এ ছাড়া ৪টি শয্যাযুক্ত পরিবার পরিকল্পনার অস্ত্রোপচার কেন্দ্রও আছে। হাসপাতালে রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ ও খাদ্য দেওয়া হয়। তাছাড়া জেলার সুদূর পল্লী অঞ্চলেও অনুন্নত ও দরিদ্র অধ্যুষিত অঞ্চলে জেলা শাখা হতে দুটি মাতৃমঙ্গল ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে।

এ ছাড়া জেলা শাখার সদরে একটি খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র থেকে প্রত্যহ ২০০ জন দরিদ্র ও অশক্ত ব্যক্তিকে রুটি ও তরকারি বিতরণ করা হয়। নভেম্বর মাস পর্যন্ত এই কেন্দ্র চালু থাকে। এই শাখার অধীনে ৬২টি জুনিয়র রেড ক্রশ ইউনিট এবং ৫৫টি স্থায়ী রেড ক্রশ সেবাকেন্দ্র আছে। এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে বন্যা, খরা, আকস্মিক বিপদে দুস্থ ব্যক্তি ও শিশুদের মধ্যে বিনামূল্যে বস্ত্র, কম্বল, খাদ্য ও ঔষধ বিতরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি প্রধানতঃ সর্বসাধারণের দানের উপর নির্ভরশীল।

—কনক দত্ত।

ভ্রম সংশোধন

'বেতার জগৎ' ৭ জানুয়ারী ১৯৭৬ সংখ্যায় ৫২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'অনাথনাথ বসু' শীর্ষক নিবন্ধের লেখক আশিস চট্টোপাধ্যায়। মুদ্রণ-বিভ্রাটের জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

পশ্চিম দিনাজপুর

আধুনিক পশ্চিম দিনাজপুর জেলার পরিচয় সবাই জানেন তার উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ধানে, আর সেকালের কোটিবর্ষ জেলার পরিচয়ে—প্রাচীন ভারতের কাব্য ও সাহিত্যে, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে, ধর্ম ও রাজনীতিতে এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাসে। ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ, জৈন প্রজ্ঞাপণা, জৈন কল্পসূত্র, বৈখানস ধর্মসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে নানা মূল্যবান তথ্যে পূর্ণ প্রাচীন এই ভূখণ্ডের গৌরবময় পরিচয় পাওয়া যায়।

ভগবান মহাবীর জৈনের প্রিয়তম প্রধান শিষ্য—ভারত বিখ্যাত জৈনসাধু ভদ্রবাহুর ভদ্রাসন ছিল বর্তমানের গঙ্গারামপুরে। মৌর্যসম্রাট স্বয়ং চন্দ্রগুপ্ত এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর সাম্রাজ্যে দ্বাদশ বছর কাল খরা-কবলিত হয়ে শষ্যহানি ঘটায়, প্রজা-বর্গের কল্যাণে তিনি গুরু ভদ্রবাহুর সঙ্গে মহীশূরের অন্তর্গত শ্রবণবেল-গোলায় প্রয়োপবেশনে দেহত্যাগ করেন। ভারতখ্যাত ভাস্কর ও স্থপতি ধীমান ও বীটপালের জন্মস্থান তদানীন্তন পোশলী গ্রামে—বর্তমানের পোর্ষায়। বাংলার প্রথম গণ-অভ্যুত্থান হয় এখানেই—অত্যাচারী রাজা দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে। এই প্রজাবিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন কৃষক সন্তান মহাবীর দিব্যক। গণ-যুদ্ধে ২য় মহীপালকে পরাভূত ও নিহত ক'রে বাংলায় প্রথম গণভোটে রাজা নির্বাচিত হন মহানায়ক দিব্যক। রামপাল দেবের সভাকবি বিখ্যাত 'রামচরিত কাব্য' প্রণেতা সন্ধ্যাকর নন্দীও ছিলেন এই জনপদের অধিবাসী।

মুশিলম যুগেও এ-অঞ্চলের গর্ব-গৌরব অক্ষুণ্ন ছিল। গঙ্গারামপুরেই বাংলার প্রথম মুশিলম রাজধানী স্থাপন করেন বখতিয়ার খিলজী। তাঁর সমাধি মন্দিরও এখানে রয়েছে। সুলতান গিয়াসুদ্দিন বাংলার প্রথম টাঁকশাল এই দেবকোট বা গঙ্গারামপুরেই নির্মাণ করান। জাফর খাঁ গাজীর উদ্যোগে এখানেই বাংলার প্রথম মসজিদ নির্মিত হয়। মুশিলম সাধু শাহ্ আতাউল্লার উদারনৈতিক ধর্ম সাধনায় বাংলায় প্রথম হিন্দু-মুশিলম ঐক্য সাধনের সূত্রপাত হয় এখানে। ধলদীঘির বর্তমান ফকির সাহেবরা এঁরই অধস্তন প্রতিভূ। ব্রিটিশ রাজত্বে এ-অঞ্চলের বিগতপ্রায় পঁচিশ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে মেদিনীপুরের পরেই পশ্চিম দিনাজ-পুরের স্থান।

ক্রমে এই জনপদের গৌরবময় ঐতিহ্য হারিয়ে যায় বিস্মৃতির গর্ভে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ভয়াবহ মন্বন্তরে এই জন-পদ মহাশ্মশানে পরিণত হয়। পর পর বহু রাজা ও রাজত্বের পতন ও অবলুপ্তির ফলে ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই ভূখণ্ড হয়ে ওঠে দীন-জন-পুর—আজকের দিনাজপুর। ইংরেজ শাসন কালেও এই প্রাচীন কোটিবর্ষের হৃত গৌরব আর ফেরে না। ক্রমে এই জন-স্থান হয়ে ওঠে সহজ যোগ-বিচ্ছিন্ন এক পরিত্যক্ত দ্বীপের মত। দীর্ঘকাল বৃষ্টি-নির্ভর কৃষিকার্য চালিয়ে এ জেলাবাসী জীবন-সংগ্রামে পরাভূত হয়ে ক্রমশঃ হৃতসম্পদ হতে থাকে। দীর্ঘ দু'শ বছরের অবহেলার পর সহসা ১৯৭২ সাল থেকে অবজ্ঞাত, অবহেলিত এক-ফসলি এই জেলাকে বহু-ফসল সমৃদ্ধ এক উন্নত কৃষি অঞ্চলে পরিণত করার সংকল্প পশ্চিম-বঙ্গ সরকার গ্রহণ করেন। বিভিন্ন সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে এ জেলার ১১ লক্ষ ৯ হাজার একর কৃষি-জমির মধ্যে ১০ লক্ষ একর সেচের আওতায় আনার জন্য বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই এক-শস্য এ জেলার ২ লক্ষ ২১ হাজার একর জমি সেচ-সেবিত ক'রে বছরে তিনটি ফসল তোলার কাজ সুনিশ্চিত হয়েছে। আগামী ১৯৭৬ সালের মার্চের মধ্যে সেচ-এলাকা বাড়িয়ে ৩ লক্ষ একরে পরিণত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। এই সুযোগকে অবহেলায় নষ্ট না ক'রে সুষ্ঠু সদ্ব্যবহারে প্রতিজ্ঞা এ জেলার পল্লী কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

'দেওয়ার দিকোৎ চা'য়ে চা'য়ে
জলের তনে কান্মোঁ না।
ফুটিকজল পোক্খী নাহান
মিছাই ব'সে ডাকমোঁ না॥
পাতাল ফুড়ে আন্মোঁ জল
করমোঁ ভুঁইওক্ ছলাৎ ছল্
কামের না'গে কাচো দোরোৎ
ধন্না দিয়ে পড়মোঁ না॥
হামার কথা নয় আচানক
না খা'টে কে হয় বড়নোক
খাটমোঁ কষে ধরমোঁ ঠাসে
হালের মুঠা ছাড়মোঁ না॥'—

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি-কল্পে ৫৪ কোটি টাকার এক বিশেষ প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে এসেছেন বিশ্ব ব্যাংক। এই প্রকল্প অনুযায়ী পশ্চিম দিনাজপুর পেয়েছে ৭ কোটি টাকা। এই টাকায় শুরু হয়ে গেছে জেলা-ব্যাপী বিরাট কৃষি কর্মযজ্ঞ। জেলার ৫ লক্ষ প্রগতিশীল কৃষকের মধ্যে এক কোটি টাকার উচ্চফলনশীল বীজ, কীটনাশক ওষুধ ও রাসায়নিক সার সরবরাহ; ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার ৪,১২৫টি বিদ্যুৎ চালিত অগভীর নলকূপ বসানো; দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে সেচ-পুকুর খনন ও সংস্কার এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হলে জেলার প্রায় ২ লক্ষ একর কৃষিভূমি সেচের আওতায় আসবে এবং ১০ কোটি টাকার খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে

আগামী মার্চ মাসের মধ্যে এ জেলার প্রায় ৫০ হাজার একর জমি সেচ সেবিত করার উদ্দেশ্যে ৬৬টি **'সমষ্টি সেচ প্রকল্প'** গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন সংস্থার ভূমিকা সর্বাধিক। এই সব সমষ্টি সেচ প্রকল্প রূপায়ণে প্রতিটি যোজনাকারী সংস্থা-কে জেলা ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন সংস্থা মোট ব্যয়ের ৫০% অর্থ ভরতুকী হিসাবে দিয়েছেন। এতে মোট ব্যয় হয়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। প্রতিটি প্রকল্পের বাকি অর্ধেক টাকা দাদন করছেন বাণিজ্যিক ব্যাংক ও সমবায় ব্যাংকগুলি।

গত ১৫ই ডিসেম্বর বালুরঘাটে অনুষ্ঠিত এক সভায় রাজ্য সমবায় ও ক্ষুদ্রায়ত শিল্পমন্ত্রী ডাঃ জয়নাল আবেদিন জানান যে, এ জেলায় এ পর্যন্ত মাত্র ৩৪টি সমষ্টি সেচ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে, ৩টির কাজ চলেছে, ৫টির জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে, আর বাকি ২৪টি প্রকল্প এখনো বিভিন্ন ব্যাংকের বিবেচনাধীন রয়েছে। এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে প্রায় ২৫ হাজার একর জমি সেচ সেবিত হবে এবং প্রায় এক হাজার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী বছরে তিনটি ফসল উৎপন্ন করতে পারবেন।

গত বছর পশ্চিম দিনাজপুরে আমন ধানের চাষ হয়েছিল মোট ৭ লক্ষ ১৩ হাজার একরে। এবার গত বছর অপেক্ষা ১৫ হাজার একর বেশি জমিতে আমন চাষের লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়; কিন্তু প্রকৃতির প্রতিকূলতায় আমন চাষের আওতায় আসে মাত্র ৬,২৭,৪৪০ একর। ৮৫,৫৬০ একরে আমন ধান রোপণ সম্ভব হয় নি।

গত বছর এ জেলায় যেখানে আমন ধানের মোট উৎপাদন হয়েছিল ৩,১৮,৮৫৭ মেট্রিক টন ধান, এবার সেখানে নৈসর্গিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ২ লক্ষ ৬০ হাজার মেট্রিক টন ধান পাওয়া যেতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। গত বছর মোট চাষের উৎপাদন ছিল ১,০৬,২৮৬ মেট্রিক টন। এই পরিমাণ থেকে লেভিসহ সরকারী সংগ্রহের মোট পরিমাণ ছিল ২৯ হাজার মেট্রিক টন, আর, ৫০% ছাড় বাবদ জেলার চালকলগুলি পেয়েছিল মোট ২৪ হাজার মেট্রিক টন। এই সব কারণে, এবার পশ্চিম দিনাজপুরে সরকারী সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে ২৫ হাজার মেট্রিক টন চাল। গত বছরের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫০ হাজার মেট্রিক টন। ইতিমধ্যে সরকারী খাদ্য-সংগ্রহ অভিযান সফল করার উদ্দেশ্যে ১লা নভেম্বর যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

আমন ধানের ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে জেলা কৃষি বিভাগ এবার রবি মরশুমে গম চাষ বৃদ্ধিকল্পে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। ইতি-মধ্যে জেলার প্রগতিশীল চাষীর মধ্যে উচ্চফলনশীল জাতের গমবীজ বিতরণ করা হয়েছে। জেলার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার দুর্গত কৃষকদের গম, সরষে ও কলাই বীজ কেনার জন্য ৪ লক্ষ টাকা বীজ-ঋণ দাদন করা হয়েছে। এবার গম চাষের এলাকা ১ লক্ষ ২০ হাজার একর থেকে বাড়িয়ে ১ লক্ষ ৪৮ হাজার একর করা হয়েছে। এ ছাড়া জেলার সব কটি সেচকেন্দ্র থেকে খরাপীড়িত এলাকার চাষীদের মাঠের ধারে জলসেচ দিয়ে ফসল ওঠার পর পরিশোধের সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং দ্রুত খাদ্য উৎপাদন প্রকল্পে পশ্চিম দিনাজপুরে ৩১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে ৩৫০টি অগভীর নলকূপ বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। এর ফলে খরাপীড়িত এলাকার কৃষকরা সেচের সুযোগ পেয়ে এবারই রবি-শস্যের আবাদ করতে পারবে।

গম ছাড়া বর্তমান রবি মরশুমে ৬০ হাজার একর জমিতে তৈলবীজ চাষ ক'রে ১৮ হাজার মেট্রিক টন সরষে উৎপাদনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে। আশা করা যায়, এবার ২২ হাজার একরে আলু চাষ ক'রে ৬৫ হাজার মেট্রিক টন উৎপাদন পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে ১৫ হাজার মেট্রিক টন মুগ, মুশুর, ছোলা ও কলাই উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ৬০ হাজার একর জমি চাষের আওতায় আনা হয়েছে। উপরন্তু আগামী প্রাক্ খরিফ মরশুমে ৪০ হাজার একর জমিতে উচ্চফলন বোরো ধান চাষ ক'রে ৬০ হাজার মেট্রিক টন চাল উৎপন্নের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার পশ্চিম দিনাজপুরে কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইসলামপুর, রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট সদর মহকুমায় নিবিড় আখ চাষের পরি-কল্পনা নিয়েছেন। এর উদ্দেশ্যে মহকুমা তিনটিতে আখের চাষ বাড়িয়ে কয়েকটি ক্ষুদ্র চিনি কল প্রতিষ্ঠা ক'রে প্রত্যহ ১২ থেকে ১৫ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপন্ন করা এবং স্থানীয় যুবক-দের কর্মসংস্থানের সুযোগ উন্মুক্ত ক'রে দেওয়া।

প্রধান মন্ত্রীর ২০-দফা কার্যসূচীর রূপায়ণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনায় অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ১৭১ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে প্রায় ২০০ কোটি টাকা করেছেন। এই পরিকল্পনার প্রারম্ভেই রাজ্য সরকার দ্রুত খাদ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চালিত অগভীর নলকূপ বসানোর জন্য ৭ কোটি টাকা বিলি করেছেন। এই খাতে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা ৩৫০টি অগভীর নলকূপ বসানোর জন্য পেয়েছে মোট ৩১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, আর ২০টি সেচ পুকুর খননের জন্য পেয়েছে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিম দিনাজপুর জেলাই সর্বপ্রথম ১৮০টি বিদ্যুৎ চালিত অগভীর নলকূপ বসানোর কাজ গত নভেম্বর মাসের মধ্যে শেষ করেছে। বাকি ১৭০টির কাজ শীঘ্রই শেষ হবে বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয়, এই জেলায় দ্রুত খাদ্য-উৎপাদন কার্যসূচীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে জেলার সমবায় ব্যাংকগুলি। এর মধ্যে বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও রায়গঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক দুটির স্বল্প মেয়াদী কৃষিঋণ দানের পরিমান প্রায় দেড় কোটি টাকা। আর দীর্ঘমেয়াদী কৃষিঋণ দানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ সমবায় ভূমি-উন্নয়ণ ব্যাংক। এই ব্যাংক দুটির লগ্নীর পরিমান প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা কৃষি-উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণের জন্য এ জেলার কৃষক সাধারণের মধ্যে দারুণ উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু

[illegible]

প্রীতিভূষণ চাকী

অমাবস্যার গায়ে আগুন [illegible]
যখন
শঙ্খ-ধরা সাপ ছুঁতে [illegible]
তখন আমি মর্গ-এর বারান্দায় [illegible] :
কয়েকটা সূর্যমুখী ফুল
আলো নিয়ে লোফালুফি [illegible].
বোতলে-রাখা সমুদ্রের [illegible]
যখন তোমরা জীবন [illegible]—
তখন সবে শিকার-ধরা [illegible],
নাড়ি-কাটা যন্ত্রণায়
যে শিশু
পৃথিবীকে উপহার [illegible]
সেই গানই আমাকে ঘর-ছাড়া [illegible]
কেবলি হাতড়ে হাতড়ে
খুঁজে বেড়াই কামিনী [illegible]—
পেছন থেকে তার চোখদুটি [illegible]
বলতে চাই : বল তো [illegible]

ফেষ্টিভ্যালের ছবি

(শেষাংশ)

সংগীতশিল্পী হিসেবে [illegible] কেনবার পর এর প্রধান [illegible] আবিষ্কার করল সে মেয়ে [illegible] পুরুষে রূপান্তরিত হচ্ছে! [illegible] সে নিজেকে মানিয়ে [illegible] এই রূপান্তরের ভিত্তিতে তাই [illegible] গল্প। যে তরুণী [illegible] সেনোরিটা হিসেবে তার [illegible] এবং বকুনি খেত, পুরুষে [illegible] হবার পর সে-ই হয়ে [illegible] প্রণয়িণী। বিষয়বস্তুর দিক [illegible] খানি যেমন অভিনব [illegible] শালীনতা বজায় রেখে ছবির [illegible] যেভাবে তা রূপায়িত [illegible] উচ্চ প্রশংসার যোগ্য।

ফরাসী ছবি "উন [illegible] সম্পূর্ণভাবে সংলাপ [illegible] একটি চরিত্রের ভাবনা ও [illegible] কাহিনী নেপথ্য ভাষ্যের [illegible] দের শোনানো হয়েছে [illegible] বিচ্ছিন্নতা-বোধের [illegible] চালিতের মত [illegible] বেড়িয়েছে, বই [illegible] কিছুতেই স্বস্তি [illegible] স্বাভাবিক জীব[illegible] [illegible] হয়েছে। ছবিটির [illegible] কিছু নূতনত্ব। উপভোগ [illegible] আর কিছু নেই।

পোল্যান্ডের "বহাইনত [illegible] একটি উল্লেখযোগ্য ছবি। [illegible] দুটি বিভিন্ন ফ্ল্যাটে থাকে [illegible] দুই চরিত্র—জীবনে সফল [illegible] বৈজ্ঞানিক এবং এমন এক [illegible] নানাগুণের অধিকারিণী [illegible] যুদ্ধে পরাস্ত। ছেলেটির [illegible] আসবার সব চেষ্টা যখন বিফল হল, তখন মেয়েটি আত্মহননের [illegible] নিল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু [illegible] অসফল হল। যে করুণ সুর ছবিটিকে ঘিরে রেখেছে তা দর্শকদের মন [illegible] স্পর্শ করে। কে, জানুসি ছবিটির পরিচালক।

আমেরিকার পাঁচখানি ছবি এই উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। তাদের মধ্যে [illegible] পরিচালিত "ফ্রেনজি" এবং [illegible] পরিচালিত "সায়লেন্ট [illegible]" [illegible] মত ফিল্ম।

[illegible] হিচককের স্বভাব-[illegible] "ফ্রেনজি"-তে নতুন করে [illegible] হত্যাকারী কে, তা জানার [illegible] সে ধরা পড়ল, তা [illegible] উৎকন্ঠা দর্শকরা ভোগ [illegible] ছবিতে। "সায়লেন্ট গ্রীণ" [illegible] মানুষের কী অবস্থা [illegible] কল্প-কাহিনী। নিউ [illegible] সংখ্যা তখন দশ [illegible], বলাই বাহুল্য, তাদের [illegible] এবং ভোজনং ভিটামিন [illegible] এখানেই শেষ নয়। [illegible] ক্ষেত্র যখন সীমাবদ্ধ, [illegible] মৃত দেহ থেকে [illegible] প্রক্রিয়ায় খাদ্য বস্তু সংগ্রহ [illegible] আর উপায় কি? একটি [illegible] ঘিরে এই সব কান্ড-[illegible] দেখান হয়েছে। অবশ্যই [illegible] রসের ছবি এটি। তবে ভাববার [illegible] নেই এর মধ্যে।

[illegible] ফেষ্টিভ্যালে ভারতের [illegible] ছবি ছিল শ্যাম বেনেগল [illegible] "নিশান্ত" যা বর্তমানে [illegible] ব্যবসায়িক ভিত্তিতে [illegible]। শ্রীবেনেগলের প্রথম ছবি "[illegible]"-এর মত এটি সর্বাঙ্গ সুন্দর [illegible], পরিচ্ছন্ন শিল্পবোধ একে [illegible]।

[illegible]র "লোয়ার ডেপথ্" ও [illegible]র "ঈডিপাস রেক্স" ক্লাসিক [illegible] ছবি যার গুণাগুণ অল্প কথায় [illegible] সম্ভব নয়। এ দুটি ফিল্মের [illegible] কলকাতা-র ফিল্ম ফেষ্টিভ্যাল-[illegible] আন্তর্জাতিক খ্যাতির [illegible]।

[illegible] সব ফিল্ম এই উৎসবে [illegible] তাদের মধ্যে বিশেষ-ভাবে [illegible] পশ্চিম জার্মানির "[illegible] অফ ফ্রান্ৎজ ব্রাম", [illegible] "[illegible] সুইট হোম", [illegible] "[illegible] ম্যান্স ওয়ার", ফ্রান্সের "[illegible] হেয়ার কাট" এবং [illegible] "[illegible] লাস্ট চান্স"।

জেলায় জেলায়

(শেষাংশ)

এই ব্যাংক থেকে যাঁরা আগে ঋণ নিয়েছেন, তাঁরা নিয়মিত কিস্তির টাকা পরিশোধে অবহেলা দেখাচ্ছেন বলে এই ব্যাংকগুলি থেকে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক কৃষকেরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। কারণ, লগ্নীকৃত অর্থের আদায় আশানুরূপ না হওয়ায় রিজার্ভ ব্যাংক কৃষকদের দাদনের জন্য যে ৫ কোটি টাকা বালুরঘাট সমবায় ভূমি-উন্নয়ন ব্যাংককে দিতে চেয়েছেন, তা দিচ্ছেন না।

প্রধান মন্ত্রীর ২০-দফা অর্থনৈতিক কার্যসূচী অনুসারে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার সারা পশ্চিম-বঙ্গে যে ২০টি 'সর্বাত্মক অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প' মঞ্জুর করেছেন, তার মধ্যে পশ্চিম দিনাজপুর পেয়েছে দুটি প্রকল্প। এই সব প্রকল্পের প্রতিটির জন্য ব্যয় হবে ৪ কোটি টাকা।

পশ্চিম দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ ও গোয়ালপোখরে যথাক্রমে ১৪ হাজার ও ১১ হাজার একর জমি নিয়ে এক একটি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। সম্প্রতি বালুরঘাটে গ্রামসেবক কেন্দ্রে 'সর্বাত্মক অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের' ৪০ জন গ্রাম্য সংগঠককে ৫ দিনের প্র-শিক্ষণ দেওয়া হয়। কালিয়াগঞ্জে সি-এ-ডি-পি প্রকল্প ক্ষেত্রে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫টি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে।

রায়গঞ্জে ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'উত্তরবঙ্গ সুতাকল' স্থাপনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এই সুতাকলের পরিচালন দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ হস্ত ও শক্তি চালিত তাঁত শিল্প উন্নয়ন সংস্থার' উপর। এই শিল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা অংশীদারী মূলধন / বিনিয়োগ করেছেন। এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে উত্তর বঙ্গের প্রায় এক হাজার বেকারের কর্মসংস্থান হবে।

গত ২রা অক্টোবর এ জেলার পতিরামে গ্রামীন গৌড় ব্যাংকের একটি শাখার উদ্বোধন করে নামমাত্র সুদে ঋণ দিয়ে মহাজনদের শোষণের নাগ-পাশ থেকে গ্রামের গরীব কৃষকদের মুক্ত করার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হয়েছে। গ্রামীন এই শাখা ব্যাংকটি এক কোটি টাকার মূলধন নিয়ে কাজ শুরু করেছে।

সরকারের 'গৃহহীনে গৃহ আর ভূমিহীনে ভূমিদান' প্রকল্পেও পশ্চিম দিনাজপুর পিছিয়ে নেই। এ জেলায় গত ১৫ই আগস্টের মধ্যে 'ভূমি সংস্কার আইন' অনুযায়ী গৃহহীন, ভূমিহীন ৫,৮৪৯ জন আদিবাসী হরিজন ও তপশিলী সম্প্রদায়ের কৃষি শ্রমিকের মধ্যে প্রায় ৩৮৮ একর বাস্তু-জমির পাট্টা বিলি করা হয়েছে এবং এই সব সম্প্রদায়ের ৬৩,৫১৬ জন ভূমিহীন কৃষি শ্রমিককে সরকারে ন্যস্ত প্রায় ৬০,০০০ একর কৃষিজমির মালিকানা স্বত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া 'পল্লীগৃহ নির্মাণ প্রকল্পে ৪,৭৪৪ জন গৃহহীন দরিদ্র পল্লীবাসীর প্রত্যেককে পাঁচ কাঠা হারে বাস্তুজমি ও তদুপরি গৃহ নির্মানের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। জেলার বাস্তু-জমির মালিকানা স্বত্ব প্রাপ্ত মোট পরিবারের সংখ্যা ২৪,৭৫৫। এদের মধ্যে মোট ১,৩১০ একর বাস্তুজমি বিলি করা হয়েছে, আর ৮৫,২৫৩ জন চাষী মজুরের প্রত্যেকে সরকারের খাস জমি থেকে দু' বিঘা হতে পাঁচ বিঘা হারে মোট ৬৩,৪৩৪.৭৪ একর চাষের জমি পেয়েছেন।

তাছাড়া জেলা উপজাতি কল্যাণ দপ্তর অনুন্নত আদিবাসী সমাজ ও তফশিলী সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন, পানীয় জল সরবরাহ, গৃহ নির্মান ও শিক্ষা বিস্তার কল্পে এ বছর মোট ৯,৭৫,৮৯৬ টাকা ব্যয় করেছেন এবং তপশিলী ও আদিবাসী সমাজের ১২ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা-খাতে ৭ লক্ষ টাকার উপর ব্যয় করা হয়েছে। উপরন্তু কেবলমাত্র আদিবাসী সম্প্রদায়ের সর্বাত্মক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে জেলার পূর্বাঞ্চলের সাতটি ব্লকে বৃহদাকার সমাজ সেবা প্রকল্পে ১০ লক্ষ টাকার মঞ্জুরী পাওয়া গেছে। এই প্রকল্পে কাজ শুরুর জন্য শীঘ্রই ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার বরাদ্দ পাওয়া যাবে।

—রাধামোহন মোহান্ত

আকাশবাণী কলকাতা থেকে "জেলার চিঠি" শীর্ষক অনুষ্ঠানে পঠিত কথিকাগুলির সম্পাদিত সংস্করণ

জীবন পাত্র

(১০৩ পৃষ্ঠার পর)

মায়ের শোক দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অকারণ মায়া তাদের জীবনকে ভারাক্রান্ত করে না কখনো।

ভিখিরিদের সম্বন্ধে এত কথা বললাম, তার মানে এই যে, আমাদের জীবনযাপনই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে তৈরী করে দেয়। শৈশবে আমার চেতনা হওয়ার পর থেকেই আমি স্বাভাবিকভাবেই জানতে পেরেছিলাম যে খিদে পেলেই খাবার এসে হাজির হয় না। এও জানতাম, ছোটোখাটো ব্যথা বেদনা, খিদে বা মারধরে কাঁদতে নেই। কান্না বৃথা, কেউ সেই কান্না ভোলাতে আসে না। এও জানতাম, আমার বাবার থাপ্পড়ের জোর খুব বেশী, মার নিস্পৃহতা ছিল পাহাড়ের মতো অটল। উনিশশো সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পরই ঢাকা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা আমাদের পরিবারে জনসংখ্যা খুব কম ছিল না। ঐ অত লোকের মধ্যে থেকে থেকে আমাদের আত্মসচেতনতাও অনেক কমে গিয়েছিল। রাণাঘাটের কাছে এক ক্যাম্পে তখন থাকি, অনেক উদ্‌ভ্রান্ত লোক চারদিকে, খাওয়া পরার কোনো ঠিক নেই। মচ্ছবের মতো দু বেলা কারা যেন খিচুড়ি খাওয়াতে আসে। খাওয়া বলতে ঐটুকুই। সারাদিনে বহুবার খিদে পেত, খিদে মরে যেত। প্রথমে কাঁদতাম খুব, কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে বুঝতে পারতাম কান্নার মূল্য দেওয়ার কেউ নেই। বাবার এক খুড়ী ছিল দলে, খুনখুনে বুড়ি, সেই ঠাকুমা মাঝে মাঝে কাছে ডেকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন, কাঁপা কাঁপা স্বরে কিছু বলতে চেষ্টা করতেন। তার চোখের কোল ছিল ফোলা, চোখ ঘোলাটে, চোখের দোষেই সব সময়ে অশ্রুপাত করতেন, সেটা কান্না ছিল না। সেই ঠাকুমা ছাড়া আর কেউ বড় একটা পাত্তা দিত না। দরমার বেড়া দেওয়া দমবন্ধ সেই ঘরে আমরা অবশ্য বেশীক্ষণ থাকতামও না। অনেক আমাদের বয়সী ছেলেমেয়ে জুটেছিলাম সেইখানে। ক্রমে খিদে ভুলে খেলায় মেতে থাকতে শিখেছিলাম। মার্বেল নেই, লাট্টু নেই, ঘুড়ি লাটাই জোটে না, তবু কত রকম তুচ্ছাতিতুচ্ছ খেলা আমরা তৈরী করে নিতাম। মাটির চড়া ছুঁড়ে সিগারেটের খালি প্যাকেট জিতে নেওয়ার খেলা, দাড়িয়াবান্ধা, দড়ি পাকিয়ে বল তৈরি করে তাই দিয়ে ফুটবল। দেশের বাড়িতে আমরা নাকি তিনবার ভাত খেতাম, তা ছাড়া সারাদিন ধরে মুড়ি মুড়কি, আমটা জামটা তো ছিলই! সে সব ভুলতে শিশুদের দেরী হয়নি। আমরা খুব চট্ করে জীবনের রুক্ষতাকে টের পেয়ে তা গ্রহণ করতে শিখেছিলাম। রাণাঘাটে আমরা অবশ্য খুব বেশীদিন থাকিনি। সেখান থেকে হাবড়া, ব্যাণ্ডেল, গোসাবা হয়ে আমরা অবশেষে কলকাতায় আসি। বাবা পূর্ববঙ্গে জমির আয় থেকে সংসার নির্বাহ করতেন, খুব বেশী লেখাপড়া বা বৃত্তিগত শিক্ষা তাঁর ছিল না। চাকরি-বাকরি পাওয়ার প্রশ্ন ছিল না, উদ্যোগের অভাব, আত্মবিশ্বাসহীনতা এবং উদ্বেগে তিনি আরো অপদার্থ হয়ে যাচ্ছিলেন। সহ-উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সারাদিন কাজকর্মের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াতেন, আর বাড়ি ফিরে কেবলই ফিসফাস করে পরামর্শ করতেন সকলের সঙ্গে। পরামর্শের শেষ ছিল না। কার্যকর কিছুই হত না। আমরা কাছাকাছি বয়সের চার ভাই, আর তিন বোন মিলে সাতজন, মা বাবা ঠাকুমা, এক কাকা, কাকীমা আর তাদের তিন ছেলেমেয়ে, আবার এক ছোটো কাকা—এই বিশাল পরিবার বিনা টিকিটে ট্রেণে, হাঁটাপথে, কিংবা যেমন তেমন ভাবে এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে হয়রান। কলকাতায় আমরা দমদমের কাছে এক খোলা মাঠে জড়ো হয়েছিলাম। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। বাবা কাকাদের মধ্যে খুব ভালবাসা ছিল, ছাড়াছাড়ি হওয়ার কথা কেউ ভাবেনি। কিন্তু বোঝা গিয়েছিল, এইভাবে যৌথ পরিবার রক্ষার চেষ্টা করলে আরো মুশকিলে পড়তে হবে। মেজোকাকা তার পরিবার নিয়ে একদিন ভিন্ন হয়ে গেলেন। শোনা গেল, আদি সপ্তগ্রামে তাঁর এক খুড়শ্বশুরের জমিজমা আর কলাবাগান আছে, তদুপরি তিনি একটিমাত্র সন্তানকে হারিয়ে খুব নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন। কাকাকে তিনি জমি বাগান তদারকির কাজ দিয়েছেন। কাকা সপরিবারে চলে গেলে পরিবারে লোকের চাপ কিছু কমল। যেখানে যাই সেখানেই আমাদের বয়সী কাঙাল ছেলেপুলে জুটে যায়। আমরা খুব খেলি। বলতে কি, সেই সময়ে একটা বড় সড় ছেলে আমাদের ভিক্ষে চাইতে শিখিয়েছিল। ক্যাম্প থেকে অনেক দূরে চলে গিয়ে আমরা বড় রাস্তায়, বাজারে এবং রেল স্টেশনে বহুবার ভিক্ষে করেছি। তবে কারো বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষে চাইতে লজ্জা করত। আমরা বড়জোর পথচলতি মানুষের কাছে হাত পেতে বলতে পারতাম—দুটো পয়সা দেবেন? পয়সা পেলে নানা কুপথ্য কিনে খেতাম। ছোটোখাটো চুরি করতাম কখনো সখনো। লাউটা মুলোটা, ঘটি কি বাটি পেলে বেচে দিতাম। রেলের কামরায় উঠে খুঁজতাম যাত্রীদের ফেলে যাওয়া জিনিষ। আমাদের বখে-যাওয়ার ব্যাপারটা মা-বাবা কদাচিৎ লক্ষ্য করেছেন। মা দু-দুটো কোলের মেয়েকে সামলাতে ব্যস্ত, বাবা অভাবে পাগল, ছোটো কাকা সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিষণ্ণ। তিনি মানুষটা ছিলেন বড় ভাল, বুদ্ধিমান এবং মেধাবী। নীরবে তিনি তাঁর সঙ্গে কিছু পুরোনো পড়ার বই বারংবার পড়তেন। তাঁর তাড়া খেয়ে আমরা চার ভাই কিছু কিছু লেখাপড়া শিখেছিলাম। লেখাপড়া আমার খুব খারাপ লাগত না, অক্ষর চেনা, রিডিং পড়া, যোগ বিয়োগ ইত্যাদির মধ্যে আমি কিছু নতুন রকম খেলার রহস্য টের পেয়েছিলাম। ছোটো কাকার বিষণ্ণতার গভীরতা আমরা টের পাইনি, যখন পেলাম তখন সেই আত্মহননকারীর দেহটি এক শীতের ভোরে দমদম জংশনের কাছে রেল লাইনে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে ছিল। ছোটো কাকার মৃত্যুর পর আমাদের পরিবারে জনসংখ্যা কমল, আরো কমল যখন আমার বড় দুই ভাই পর পর টাইফয়েড আর উদুরীতে মারা যায়। এইসব মৃত্যু খুবই শোকাবহ বটে, কিন্তু তবু বলি স্বাভাবিক নিশ্চিন্ত জীবনে এই রকম শোক যতখানি ধাক্কা দিতে পারত ততটা হয়নি। ক্যাম্পে মৃত্যু দেখে দেখে আমরা অভ্যস্ত। শুধু সেই খুনখুনে বুড়ি ঠাকুমা চোখের দোষেই হোক আর শোকেই হোক অবিরল অশ্রুপাত করে বিলাপ করতেন। মা বাবা অচিরে সামলে উঠলেন। শোকের সময় কই?

শুনতে পেলাম, বাবা কণ্ট্রোলের কাপড়ের একটা ব্যবসা পেয়েছেন। সেটা ভাল না খারাপ এসব বিচার তখন মাথায় আসে না। একটা কিছু পাওয়া গেছে, এইটাই একমাত্র সংবাদ। কয়েকদিনের মধ্যেই হঠাৎ আমাদের বাড়িতে বেশ কয়েকপদ রান্না হয়, একটু নতুন জামাকাপড়ের মুখ দেখি। বাবা একটা হাতঘড়ি পর্যন্ত কিনে ফেললেন। অতিলোভে বোধ হয় তাঁতি নষ্ট হল। সে ব্যবসা বাবার চেয়ে বিচক্ষণতর লোকেরা হাতিয়ে নেয়। একটা রেশনের দোকানে বাবা কিছুকাল চাকরি করলেন। অভিজ্ঞতা বাড়ছিল। এর পরই বাবা এক বড় উকিলের মুহুরী হলেন। তার পরের পর্যায়ে বাবা স্বাধীনভাবে শিয়ালদা কোর্টে বসে কোর্ট ফি পেতে লাগলেন, দলিল তৈরী, রেজিষ্ট্রেশন ইত্যাদির দালালি করে তাঁর জীবনের চূড়ান্ত সার্থকতায় পৌঁছে গেলেন। অর্থাৎ আমরা অত্যন্ত দীন দরিদ্রের মতো, খুবই সামান্য খাওয়া পরার মধ্যে এক রকমের নিশ্চয়তা পেয়ে গেলাম। এক সেই বুড়ি ঠাকুমার অনুল্লেখ্য মৃত্যু ছাড়া আর তেমন অঘটন কিছু ঘটেনি। আমি ছোটোকাকার কাছে শেখা সামান্য লেখাপড়ার ব্যাপারটি ভুলিনি। তিনি মারা গেলে তাঁর বইগুলো আমার দখলে আসে। সেগুলো নিয়েই আমার অনেক সময় কাটত। বাবা কোর্টের কাজ পাওয়ার পর প্রায় দশ বছর বয়সে আমি দমদমের একটা ওঁছা ইস্কুলে ভর্তি হতে যাই। সেই স্কুলে যে যায় তাকেই ভর্তি করা হয়, যে ক্লাশে যার খুশী। নামকোবাস্তে একটা ভর্তির পরীক্ষা নেওয়া হয় মাত্র। আমি যেতেই তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, আমি কোন ক্লাশে ভর্তি হতে চাই। আমি বললাম—সিক্‌সে। তাঁরা কয়েকটা ট্রানশ্লেশন জিজ্ঞেস করলে আমি চটপট বলে দিই। একজন মাষ্টারমশাই বললেন—বাঃ, ভেরী ইণ্টেলিজেণ্ট। আমি ভর্তি হয়ে গেলাম। পরের পরীক্ষা থেকেই আমি প্রথম স্থান অধিকার করতে থাকি। স্কুলটা যথার্থ খারাপ বলেই আমার মতো মাঝারি ছাত্রের পক্ষে ফার্ষ্ট্ হওয়া কঠিন ছিল না। কিন্তু তাতে একটা সুবিধে হয়েছিল, এভাবে আমার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যেতে থাকে। প্রায় দিনই টিফিনের পর স্কুল ছুটি হয়ে যেত। ক্লাশ প্রায়ই ফাঁকা পড়ে থাকত মাষ্টার মশাইয়ের অভাবে। পড়ানো ছিল খুবই দায়সারা গোছের। আমি তাই বাড়িতে পড়তাম। দমদমের কাছে আমাদের কলোনীর পরিবেশ ছিল খুবই খারাপ। চুরি, গুণ্ডামী, মারপিট, জবর দখল, চরিত্রহীনতা, অশ্লীল ঝগড়া এ সব ছিল আমাদের জলভাত। এই পরিবেশ সহ্য করতে পারতেন না আমার ছোটোকাকা। তা ছাড়া জীবনের হতাশার দিকটাও তাঁর সহ্য হয়নি, তাই তাঁকে মরতে হয়েছিল। আশ্চর্য এই, তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই তাঁকে আমার বড় বেশী মনে পড়তে থাকে এবং আমার জীবনে তিনিই সবচেয়ে স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিলেন। সেই উদ্বাস্তু পল্লীর সবচেয়ে অশ্লীল গালিগালাজ আমার একসময় ঠোঁটস্থ ছিল, বখামির চূড়ান্ত এক সময়ে আমি করেছি। কিন্তু ক্রমে আমার এই পল্লীর কুশ্রীতা থেকে মানসিক মুক্তি ঘটে। আমি আমার আর তিন ভাই বোনকেও প্রাণপণে এই অসুস্থ পরিবেশ থেকে আড়াল করতে চেষ্টা করতাম। বাবাকে বলতাম—চলুন, আমরা অন্য কোথাও বাসা করি। বাবা খুব বিরক্ত হয়ে বলতেন—তোমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে লেখাপড়া করে। আর কিছুদিনের মধ্যেই জমির সত্ব আমরা পেয়ে যাবো। মাগনা এমন জায়গা ছেড়ে আহাম্মক ছাড়া কেউ যেতে চায়?

আমি বাবার মতো করে বুঝতে শিখিনি। জমির জন্য তো মানুষ নয়। মানুষের জন্যই জমি। সেই মানুষই যদি হাতছাড়া হয়ে যায়, মানুষকেই যদি নীতিহীনতায় পশুত্বে নেমে যেতে হয় তো জমিটুকু আমাদের কতটুকু অস্তিত্বের আশ্রয় হতে পারে? অবশ্য বাবা একটা যুক্তিসিদ্ধ কথাও বলতেন — দেখ, পরিবেশ থেকে পালানোর চেষ্টা কোরো না। সর্বত্রই পরিবেশ একই রকম। যদি পারো, যদি সাধ্য থাকে তো পরিবেশকে শুদ্ধ করে নাও।

আমি তখন ছেলেমানুষ, আদর্শের কথা ভিতরে সাঁ করে ঢুকে তীরের মতো গেঁথে যেত। তার থরথরানি থাকত অনেকক্ষণ। বুঝতাম, সত্যিই কোথায় যাবো? বেলঘরিয়া থেকে গড়িয়া পর্যন্ত সর্বত্র ঘুরে এর চেয়ে ভাল বা সুস্থ পরিবেশ খুব একটা নজরে আসেনি তো! আমাদের কলোনীতে দু চারজন ভাল লোক ছিলেন ঠিকই। তাঁরা দশের ভাল করতেন, উপকার করে বেড়াতেন, ঝগড়া কাজিয়া মেটাতেন। তা সত্ত্বেও বলতে পারি তাঁরা আমাদের মধ্যে এমন কিছুর সঞ্চার করতে পারেননি যার দ্বারা আমরা উদ্বুদ্ধ হই, সম্বর্দ্ধিত হই। এ বাড়ির মেয়ে পালিয়ে যায়, ও বাড়ির ছেলে কালোবাজারী করে, অমুকের বৌ পরপুরুষের সঙ্গ করে—এই ছিল আমাদের নিত্যকার ঘটনা। প্রচণ্ড অভাবের চাপে মানুষ কত কি করে! এইসব মরীয়া ও নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে-যাওয়া মানুষের কাছে ধরবার ছোঁয়ার মতো কোনো বাস্তব আদর্শ কেউ দিতে পারেনি। ভাল কথা সবাই বলছে, দেশ জুড়ে বক্তৃতার অভাব নেই, কিন্তু কেউই জানে না কোন পথে, কোন আদর্শে মানুষকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

ছর ওপর নানা বিরুদ্ধ মতেরও জন্ম হচ্ছে রোজ। সেই মতামতের ঝড়ে আমরা আরো উদ্‌ভ্রান্ত। কোন দিকে গেলে ঠিক হয় তা বুঝতে পারি না। সবু দল বেঁধে বক্তৃতা শুনতে যাই। এর বক্তৃতাতেও হাততালি দিই, ওর বক্তৃতাতেও হাততালি দিই। কে কেমন বলল সেইটে নিয়ে মাথা ঘামাই। এদিকে দরমার বেড়া বা চালের টিন সারাতে আমাদের জেরবার হয়ে যায়, পুজোর জামাকাপড়ের জন্য বাবাকে প্রচণ্ড চিন্তিত হয়ে পড়তে দেখি। পুজো উপলক্ষে জামাকাপড় কেনা হয় বটে, কিন্তু বছরে ঐ একবারই আমাদের যা কিছু কেনা হয়। সেটা না হলে লজ্জা নিবারণের সমস্যা। আমরা এ সব নিয়ে ব্যস্ত; এর চেয়ে দূরের বস্তু, অর্থাৎ পুরো দেশ কিংবা মানুষের ভবিষ্যৎ—এ সব আমাদের ভাববার সময় নেই।

প্রথম বিভাগে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করা গেল। আমাদের পরিবারে এ নিয়ে খুব একটা হৈ-চৈ করার অবস্থা আমাদের নয়। বাতাসা লুট দেওয়া হল মাত্র। বাবা কিছু বেসামাল রইলেন কয়েকদিন। তাঁর সেজো ছেলে মানুষ হচ্ছে, এরকম একটা বিশ্বাস তাঁর হয়ে থাকবে। তখন তিনি প্রায়ই আমার ছোটোকাকার সংগে তুলনা করে বলতেন—প্রভাসটা ঠিক ছানুর মতো হয়েছে। ছানুও বেঁচে থাকলে আজ কত বড় মানুষ হত। এই তুলনায় কেন জানি না আমি অত্যন্ত আহ্লাদ বোধ করতাম। কৈশোরোত্তীর্ণ ছোটোকাকা অবে মরে গেছেন, তবু আমার ভিতরে ঐ মানুষটি এক বিগ্রহের মতো স্থির হয়ে থাকে। ঐ সৎ, নিরীহ, মেধাবী মানুষটিকে ভালবাসা আমার শেষ হয়নি। আমার হতভাগ্য পরিবেশে যত মানুষ দেখেছি তার মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে অমল। চোখ বুজলেই দেখতে পাই, একটা জীর্ণ হলুদ চাদরে খালি গা ঢেকে খুপরির মধ্যে জানালার ফুটোর ধারে একমনে গণিতের বই খুলে বসে আছেন। মেয়েদের দিকে তাকাতেন না, কিন্তু কথা বলতেন না, কখনো কোনো অসুবিধে বা অভাবের অভিযোগ ছিল না। অল্প কথা বলতেন। কখনো কখনো আমাদের পড়ার পর গল্প শোনাতেন, কিংবা চুপ করে অমনি নিয়ে বসে থাকতেন। শুনতে এইটুকু। কিন্তু আমার জীবনে কোনো মানুষই তাঁর মতো অত অল্প সময়ের ভিতর দিয়ে অত বেশী শেখাতে পারেনি।

বি,এস-সি পর্যন্ত পাশ করতে আমার খুব একটা কষ্ট হয়নি। ফিজিক্সে অনার্স নিয়েছিলাম, পরীক্ষার আগে সেটা ছেড়ে দিতে হয়। তার কারণ, আমরা ভাইবোনেরা বড় হবার সংগে সংগে সংসারের চাহিদা বাড়ছে, বাবার রোজগার বাড়ছে না। ফলে আমাকে বেশ কয়েকটা টিউশনি নিতে হয়। অপুষ্টির ফলে আমার শরীর ভাল ছিল না, চোখের দোষে মাথা ধরত, লো প্রেশার ছিল, বেশী রাত জেগে পড়াশুনো করতে গিয়ে স্নায়ুর দোষেই বুঝি খুব খিটখিটে আর অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম। মাসান্তে আমার রোজগারের টাকা তখন সংসারের পক্ষে অপরিহার্য। কম বয়সে এসব দায়িত্ব নিয়ে বেশ বুড়িয়ে গেছি অল্প বয়সেই। সে এক রাহুগ্রস্ত যৌবন। ছোটভাইটা বড় হতেই বুঝলাম, তার লেখাপড়ার মাথা নেই। বোন দুটোরও প্রায় একই দশা। টেনেটুনে স্কুল ফাইন্যালটাও যদি পাশ করানো যায় এই ভরসায় আমি ছোটোভাইটার পিছনে খুব খাটতাম। সে খুব বখাটে ছেলে ছিল না, আমাকে ভয়ও পেত। কিন্তু তার মাথা পড়াশুনো নিতে পারত না। অবোধ শিশুর মতো সে চেয়ে থাকত অক্ষর দিকে। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড মারতাম তাকে। মনে হত, এই নির্বোধদের ভরণপোষণ করেই বুঝি হবে আমার একমাত্র কাজ সারাজীবন। তাই ঐ রাগ ও বিরক্তি। মন ভাল থাকত না। আই-এস-সির রেজাল্ট খারাপ ছিল না আমার। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অ্যাডমিশন টেস্টের লিস্টে নাম উঠেছিল। কিন্তু সেই ব্যয়সাপেক্ষ পড়াশুনোর অবস্থা নয় বলে পড়িনি। বি,এস-সির অনার্সটাই ছিল আশা-ভরসা। কিন্তু ফাইন্যালের আগে বুঝতে পারলাম, হবে না। আমার মনঃসংযোগ নেই, ধৈর্য নেই, শরীরেও সয় না। অনার্স ছেড়ে বিষন্নচিত্তে পরীক্ষা দিয়ে ভালোর নম্বর পেয়ে ডিস্টিংশনে পাশ করলাম। এম,এস-সি পড়া হল না। একটা চাকরি পেয়ে কোনক্রমে ডব্লিউ,বি,সি,এস পরীক্ষা দিই। খুব আনন্দিত হল আমার পরিবার। আমি হলাম না। ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া হয় নি, ফিজিক্সের অনার্সটাও হল না, জীবনের অনেক বড় সার্থকতা আমার হাতের নাগাল দিয়ে পালিয়ে গেছে। সেই তুলনায় সরকারী চাকরিটুকু আমাকে কি আর দিতে পারে? তাই তখন আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বড় বেশী প্রবল হয়ে উঠেছিল। নিজের পরিবারের প্রতি এক প্রচণ্ড আক্রোশও তখন থেকে জন্ম নেয়। এরা আমাকে এদের দুর্ভাগ্যের সংগে জড়িয়ে আটকে রেখেছে। আমাকে বড় হতে দিচ্ছে না, আমার অন্তর্নিহিত গুণগুলির বিকাশ হতে দিচ্ছে না।

এই নির্মম আক্রোশ থেকেই তলায় তলায় আমি গোপনে বিদেশে চলে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকি। জানতাম, আমি চলে গেলে এদের সাংঘাতিক বিপদ ঘটবে, সরকারী চাকরির নিশ্চিত আয় এদের আশ্রয় দেবে না। তবু আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাকে বড় বেশী নিষ্ঠুর করে তুলেছিল। জার্মানীতে প্রথম একটি চাকরি পেয়ে যাই, তারা যেতে লিখল। গোপনে পাসপোর্ট করলাম, ভিসার আবেদন জমা দিলাম। বাড়ির কেউ জানল না। কিছু টাকা জমানো ছিল দু বছর চাকরির। সেই টাকা দিয়ে জাহাজের টিকিট কেটে বাড়িতে খবর দিলাম। এক নিস্তব্ধতা নেমে এল বাড়িতে। সকলেই এক অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে দেখেছিল আমাকে। তারা যতদূর সাফল্যের কথা ভাবতে পারে, আমি তো ততদূর সফলতা অর্জন করেছি। কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে অফিসারের সরকারী চাকরি করি। গেজেটে নাম ওঠে, আমার জন্য স্বচ্ছল পরিবার থেকে পাত্রীর খবর আসছে। মা বাবাও উদ্যোগ করছেন। এর মধ্যে এ কি? তারা আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। আমি এতদূর হৃদয়হীন হতে পারি তাদের ধারণা ছিল না। অবশ্য কেউ কোনো জোরালো আপত্তি তুলল না। আমি অবশ্য তাদের বোঝালাম, আমার এবং সকলের ভবিষ্যতের জন্য এটা দরকার। বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন। মা তৎক্ষণাৎ কাঁদতে শুরু করে। বোনেরাও খুশী হয় নি। কেবল ভাইটা খুব খুশী হয়েছিল, দাদা না থাকলে তাকে আর ওরকম প্রচন্ড মারধর বকুনি সহ্য করতে হবে না।

জার্মানীতে চলে গিয়েছিলাম দশ বছর আগে। তারা আমাকে শ্রমিকের চাকরি করাত। বহু কষ্টে, অনেক চেষ্টায় আমি গেলাম অ্যামেরিকায়। মোটামুটি ভাল খেতাম, পরতাম, মাঝারি চাকরি জুটেছিল। কিন্তু আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা? তার কি হবে? কেবল ভাল খাওয়া-পড়ার জন্য তো আমি এতদূর আসিনি। কিছু একটা শিখে, জেনে যেতে হবে যা আমাকে অনেক উচুঁতে তুলে দেবে। অত্যন্ত দ্রুতবেগসম্পন্ন পাশ্চাত্য জীবনের সংগে তাল রেখে চলতে গিয়েই আমার সময় ফুরিয়ে যেত। উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হল না। কমপ্রেসর মেশিন সম্পর্কে শিখবার জন্য অবশেষে আমি চলে আসি সুইজারল্যান্ডে। ব্যাল শহরে দীর্ঘকাল লেগে থাকলাম একটা কারখানায়। বেতনের প্রচন্ড অসাম্য সেখানে। জার্মান, ইটালিয়ান শ্রমিকরা বেশী অঙ্কের পে-প্যাকেট পায়, আমরা অনেক কম। তবু প্রচণ্ড পরিশ্রম করতাম। কিন্তু অতবড় কম্প্রেসর তৈরীর কারখানার কাজ আমি একা শিখব কি করে। আমার মৌলিক কারিগরিবিদ্যা নেই, পরিকল্পিতভাবে আমি আসিওনি। কেবল ভসভসে আবেগ সম্বল করে এসে চাকরিতে ঢুকেছি। বুঝেছি, কেবল চাকরিই সার হল। এই হতাশা কাটাতে আমি এক জার্মান মেয়েকে দুবছর বাদে বিয়ে করি। তার দেড় বছর বাদে সে ছেড়ে চলে যায়। আর ততদিনে দশ দশটা বছর পার হতে চলে। খবর পেয়েছি, বাবা মা এখনো কোনক্রমে বেঁচে আছে, ভাই রেলের পোর্টার, বোনেরা যে যার রাস্তা দেখেছে। হতাশায় ভরে আমি একদিন ফেরবার প্লেনে চাপলাম।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক পর্যালোচনা

তিনে একে চার : গজেন্দ্রকুমার মিত্র, অমর সাহিত্য প্রকাশন, কলিকাতা-৯; মূল্য : ২০.০০ টাকা।

দুটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস, একটি ছোট উপন্যাস এবং একটি নাটক —এই নিয়ে গজেন্দ্রকুমার মিত্রের অমনিবাস 'তিনে একে চার'। এর মধ্যে একটি রচনা সামাজিক, বাকি বিশটির অবলম্বন ইতিহাস বা আধা-ইতিহাস। গজেন্দ্রকুমার মিত্র অনেক কালের লেখক। তাঁর পরিধি, পরিমাণ, উপাদান, উৎপাদন সবই বৃহদ্ধর্ম রক্ষা করে চলে। তিনি বহু লিখেছেন এবং বহু রকম লিখেছেন। একই সংগে সর্বত্রগামী এবং বিচিত্রগামী হওয়া সব লেখকের পক্ষে সম্ভব হয় না। গজেন্দ্রকুমারের বরাবর লক্ষ্য সেই দিকে। গজেন্দ্রকুমারের নিজের দেখা ও শোনা কম নেই, বস্তুত স্বনির্ভর অভিজ্ঞতাই তাঁর সাহিত্যের প্রধান উপাদান, সেই সংগে তিনি সমান উৎসাহে ইতিহাস থেকে, পুরাণ থেকে তাঁর বিষয়বস্তু সংগ্রহ করতে পেরেছেন। ফলে তাঁর রচনা ফানুস-মুখী না হয়ে মানুষমুখী হয়ে উঠতে পেরেছে। তাঁর মোট সাহিত্যকর্মে মনুষ্যচরিত্রই মুখ্য। বিচিত্র সব চরিত্র। নতুবা, তাঁর লেখায় নিতান্ত বাঙালী-সুলভ ঢিলে ভাব আছে, তিনি মোটে ফিটফাট কেতাদুরস্ত ন'ন। শব্দে, শৈলীতে তাঁর তত নজর নেই, যত আছে ঘটনায় এবং চরিত্রে।

এই বিচিত্র সংকলনে সেই দোষ ও গুণ বলবৎ আছে। যাকে দোষ বলা হচ্ছে, সেট ভাষা ও ভঙ্গীর নিরস্ত্রী-করণও হ'তে পারে, অর্থাৎ লেখাকে তিনি কুলুঙ্গিতে না রেখে পাতে পরি-বেশন করতে চান। এই সংকলনের প্রথম রচনা 'আলেয়ার আগুন' বখ্‌তিয়ার খিলজীকে নিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস। কিন্তু লেখায় ইতিহাসের কাড়ানাকাড়া, আড়ম্বর, ঐশ্বর্য কিছুমাত্র নেই; শব্দ ও বাক্যকে তিনি প্রায় কথ্য ভাষার সামিল করে তুলেছেন। এই আটপৌরে ভাবই গজেন্দ্রকুমার মিত্রের বৈশিষ্ট্য। কি সামাজিক, কি ঐতিহাসিক—সব রচনাকর্মেই তাঁর আরেকটি বিশেষ লক্ষণ পরিস্ফুট। মানুষ যদিচ সামাজিক ব্যবস্থার অনুগামী, তবু জন্মের মধ্যেই তার বাকি জীবনের ইতিহাস লেখা হয়ে থাকে, জন্ম মানুষকে যা উপহার দেয়, নিয়তি তা সবেগে নিয়ন্ত্রণ করে চলে। বাংলার ইতিহাস যাকে বখ্‌তিয়ার খিলজী বলে জানে, তার ক্ষেত্রেও সেই কথা প্রযোজ্য। জন্মসূত্রে সে কদাকার মর্কটাকৃতি এবং এই চেহারাই প্রকারান্তরে তার ভাগ্যকে চরম পরিণামের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে। 'জায়া নয় দয়িতা' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-কালীন সামাজিক উপন্যাস। চিত্রার জন্মে দোষ ছিল, অভিশাপ ছিল। তা'র মা'রও ছিল। সব কিছু কাটিয়ে চিত্রা নিজের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় এবং ভালবাসার আশ্রয় চেয়েছিল। কিন্তু এই জন্মের ইতিহাস তাকে পিছন পানে টানছিল। সুতরাং জায়া নয়, দয়িতা নয়, চিত্রা এ-জীবনে শুধু শূন্য পথের যাত্রী হয়ে রইল। 'আনারকলি' নাটক গজেন্দ্রকুমারের কিশোর বয়সের রচনা, যদিও কৈশোরিক দুর্বলতা এতে প্রায়শঃ নেই। এবং তাঁর ইতিহাস-অনুরক্তি যে হঠাৎ-হাওয়ার অনুসারী নয়—এই রচনা তার প্রমাণ। এই নাটকের শেষে তিনি রবীন্দ্রসংগীতের সুর বসিয়েছেন, তাতে তাঁর সাহস ও বৈচিত্র্যের পরিচয় মেলে। ইদানিং আমাদের থিয়েটার-রুচি পালটেছে, নতুবা নাটকটি পেশাদার-মঞ্চে অভিনীত হ'তে পারত। 'তিনে একে চার' বিচিত্র সংকলন—পাঠে সেই বৈচিত্র্যের সন্ধান করাই বাঞ্ছনীয়।

—অসিত গুপ্ত

সমপাদক সমীপেষু

মতামতের জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী নন

একটি ভুল সম্পর্কে

মহাশয়,

'বেতার জগৎ', ১৬-৩০ নভেম্বর ১৯৭৫ সংখ্যায় "কলকাতার শহর পাঁচালী" শীর্ষক প্রবন্ধে (১১১) বলা হয়েছে,

> ১৮৪৩ সালে ৯ ফেব্রুয়ারী ঐ গিরজাতেই মধুসূদনকে দত্তকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রকৃতপক্ষে, আর্চ ডিকন ডেলট্রি (Venerable archdeacon Dealtry) মধুসূদনকে ধর্মান্তরিত করে তাঁর খৃষ্টীয় নামকরণ করেছিলেন মাইকেল। কৃষ্ণমোহন এবং অন্য জন কয়েক পাদ্রি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, কৃষ্ণমোহন ছিলেন Chosen Witness.

৩০/১১/৭৫ ইতি ভবদীয়
কলকাতা-৫৩ ডঃ অমলেন্দু বসু

★

পূজা সংখ্যা সম্পর্কে

শারদীয়া সংখ্যা বেতার জগৎ পড়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। সত্যিই পত্রিকাটি কি রচনায় কি মুদ্রণে কি দামে এ বছরের অন্যতম সেরা পূজো-সংখ্যা হয়ে উঠেছে। প্রবন্ধগুলি বিষয়-বস্তু ও মননের দিক দিয়ে অনবদ্য।

কাহিনীগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে অসিত গুপ্তর "অন্ধকারের রং।" লেখক অন্ধকারের যে রং দেখেছেন তা বাস্তবে প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে। তীর্থংকর, সূর্য মল্লিক, দীপক রায়, আলোবাবু, বেলারাণী প্রত্যেকটি চরিত্র লেখকের রচনার গুণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে অপূর্ব হয়েছে কাহিনীর শেষটা। প্রার্থনা করি সত্যিই যেন আঁধারে আলো জ্বলে ওঠে সে আলো যেন আলেয়া না হয়।।

অদ্রীশ বর্ধনের "ফকিরচাঁদের ফৌতিব্যবসা" গোয়েন্দা গল্প হিসেবে খুবই ভালো হয়েছে। ফকির-ফিকিরের উদ্ভাবিত পন্থাটি ভাবলে গা শিউরে ওঠে।

জোতিরিন্দ্র নন্দীর "সপ্তরথী" খুবই ভালো হয়েছে। আশাপূর্ণা দেবীর "সময় অসময়" সম্পূর্ণ নতুন ধরণের এবং অত্যন্ত ভালো উপন্যাস। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাসটিও ভালো হয়েছে।

বড় গল্পগুলোর মধ্যে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের "দড়ি" এবং সুবিমলনাথ ঘোষের "প্রথম পদক্ষেপ" ভাল লেগেছে। "দড়ি" নিঃ. সন্দেহে শারদীয়া বেতার জগতের শ্রেষ্ঠ রচনা এবং এ বছরের সমস্ত শারদীয়াগুলোর প্রকাশিত গল্পগুলের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। শীর্ষেন্দুবাবু যে মানুষকে ভালোবাসেন তা তাঁর রচনায় পরি-স্ফুট। "দড়ি" গল্পটাতো আমি অন্ততঃ তিনবার পড়েছি—প্রত্যেকবারই নতুন মনে হয়েছে।

ছোটগল্পগুলোর মধ্যে কবিতা সিংহের "তিন তাসের খেলা" অপূর্ব এবং শ্রেষ্ঠ। এ ছাড়াও "কান্না হাসির দোল" "সিঁড়িতে ভয়ঙ্কর", "নাম", এবং "অপসৃতা" খুবই ভালো লেগেছে। উমারাণী সান্যালের "সেকালের বাজার দর" পড়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

কবিতাগুলোর মধ্যে "ঘড়িটা", "বৃষ্টি", "অন্তরকে শুধু অনুভব" এবং "রোদ বাড়ছে" খুবই ভালো লাগল।

এত কম দামে এতগুলো লেখা সম্বলিত শারদীয় সংখ্যা বাংলাদেশে আর একটাও নেই।

কোদালিয়া, **অমিতাভ চক্রবর্তী**
২৪ পরগনা

★

যেমনটি আশা করেছিলাম শারদীয়া 'বেতার জগৎ' তার চেয়েও সুন্দর হয়েছে। সংখ্যাটি অনেকদিন বাঁধিয়ে রাখা যাবে আলমারির ভিতর। লোভী শিশুর মত বেতার জগতের বুক থেকে সমস্ত রস নিঙড়ে নিঙড়ে খাচ্ছি। সব মিলিয়ে শারদীয়া বেতার জগতের যে বিরাট সম্ভার তার থেকে একটি গড় হিসাব আপনাকে দিচ্ছি—সব থেকে ভাল লেগেছে এমন রচনার।

প্রবন্ধ ভাল লেগেছে সুভাষ সমাজদারের—"ঢুবাদুর মুকুন্দদাস"

কাহিনী শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের—"ভুলচাঁদ"।

উপন্যাস : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের—"নিজের না জানি"।

বড় গল্প : শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের—"দড়ি"।

ছোটগল্প আইভি রাহার—"অপসৃতা"।

কবিতা : শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের—"বকুলের সঙ্গে"।

রম্যরচনা : প্রমথনাথ বিশীর—"নেব না পণ—দেব না পণ"।

এবং সবচেয়ে ভাল অঙ্গসজ্জা : "মনোজ বিশ্বাস"॥

আর 'দেশবন্দনা'য় প্রচারিত গানটির স্বরলিপি প্রচারের জন্যেও ধন্যবাদ। প্রসঙ্গতঃ, গানটির গীতিকার যে অমিয় চট্টোপাধ্যায় তা এই সংখ্যা থেকেই জানতে পারলাম। নমস্কার।

আপার চেলিডাঙ্গা, **সমরেশ মণ্ডল**
আসানসোল

★

শারদীয়া বেতার জগৎ আর একটি নতুন চমক। বাংলা সাহিত্য যে মোটেই লঘু নয়, সেটা প্রমাণ করার জন্যই যেন শারদীয়া বেতার জগৎ বাছাই করা রচনা সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছে পাঠকের দরবারে। বাংলা সাহিত্যের যে ভাবমূর্তি তা এই পত্রিকাটির প্রতি পাতায় পরিলক্ষিত হয়। এতে এমন আকর্ষণীয় বিষয় সংযোজন হয়েছে, যা পাঠককে বহু অতীতের জিনিষকে স্মরণ করতে বাধ্য করে। এটি পাঠক মহলে বহুদিন প্রযত্নে রক্ষিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। সুনির্বাচিত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস প্রভৃতির সুষম সমন্বয় পত্রিকাটিকে বিশেষ মনোরম করেছে। আপনাদের অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য হোক্ এবং আমরা যেন নতুন নতুন চমকে আপনার পত্রিকা মারফৎ বুঝতে পারি বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য,—একটি বলিষ্ঠ ভাষা, একটি বলিষ্ঠ সাহিত্য।

ঢাকা পত্রিকা, **অসীম চক্রবর্তী**
কলিকাতা-৩

★

এবারকার আপনাদের শারদীয় বেতার জগৎ-এর সুরুচিপূর্ণ গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতির উৎকর্ষ এবং সু-নির্বাচন প্রশংসনীয়।

অধিকাংশ রচনাই রসোত্তীর্ণ তার মধ্যে দু'একটি এখানে উল্লেখ করবো। অভিনবত্বের দিক থেকে খুব ভাল লেগেছে আইভি রাহার গল্প "অপসৃতা"। ছোটগল্প হিসেবে অনবদ্য, অত্যন্ত হাল্কা তুলিতে আঁকা একটি সরস চিত্র অথচ ভাবের গভীরতায় সমৃদ্ধ। গুটিকয়েক সমবয়সী শিক্ষিত যুবকের একসঙ্গে বসে আড্ডা দেওয়াকালীন হাসি ঠাট্টার মধ্যে পরস্পরকে হাস্যাস্পদ করে তোলার জন্যে যে ভাষা প্রয়োগ করা হয়, লেখিকা তাঁর সরস বাক্য বিন্যাসের মাধ্যমে তার একটি নিখুত বাস্তব চিত্র আঁকতে সফল হয়েছেন। বিশেষ করে ঐ বয়সী ছেলেদের বা যারা তা' অতি-ক্রম করেও এসেছেন। তাঁরাও অতি সহজেই ঘটনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবেন বলেই আমার বিশ্বাস। লেখিকাকে শ্রদ্ধা জানাই।

সুনির্বাচনের জন্য আপনারা আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করবেন। আশা করি এই জাতীয় লেখা আপনাদের পত্রিকায় ছেপে পাঠকদের শ্রদ্ধাভাজন হবেন।

লেখিকাকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে একটি প্রশ্ন রাখছি, সেটি হচ্ছে কোয়েলের মানসিক পরিবর্তনের কারণ ঠিক স্পষ্ট বোঝা গেল না। একি তার অস্থিরচিত্ততার ফল? বা সমালোচনার সম্মুখীন হয়েও যেখানে হতাশা সেখানেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা? অথবা সমগোত্রীয় বন্ধু, আত্মীয়দের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করে ব্যক্তিগত সুখ বা ভোগকে প্রশ্রয় না দেওয়ার বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী?

আরেকটি লেখা সম্বন্ধে উল্লেখ না করে পারছি না। সেটি সবিতা সেন-গুপ্তের রম্যরচনা "পেরিয়ে এলেম অন্ত বিহীন পথ"। সত্যিই একটি সার্থক রচনা। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের একটি সময়োপযোগী উৎকৃষ্ট বিরল রচনা। সমগ্র নারী জাতির মুখপাত্র হিসাবে যেন একটি নারী তাঁর ব্যথা বেদনার ইতিহাসের এক একটি পাতা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। এতে নেই কোনো ঔদ্ধত্য বা অভিযোগ, আবেগের আতিশয্য। অথচ লেখার মধ্যে এত শক্তি যে উদাসীন থাকা যায় না। প্রশ্ন জাগে সমগ্র নারী জাতিকে যথার্থ শ্রদ্ধা বা সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিতা দেখে সুখী বা গৌরব বোধ করার মানসিকতা আমাদের আছে কিনা।

শ্রীমতী সেনগুপ্তকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অজস্র ধন্যবাদ।

কলিকাতা-৫৭ **ভূপেন্দ্র দাশগুপ্ত**

★

এ বছরের (১৩৮২) শারদীয়া 'বেতার জগৎ' একটি অতি মূল্যবান ও মনোগ্রাহী সংখ্যা হিসাবে প্রতিটি পাঠকের কাছেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এ সংখ্যায় প্রতিটি রচনাই লেখকের সুপটু কলমে সুন্দরভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ছ'টাকার বিনিময়ে এত উপহার অন্য কোন পূজা সংখ্যায় সম্ভবতঃ পাওয়া যায়নি, কি বিষয় বৈচিত্র্যে! কি রচনা বৈচিত্র্যে!

নীহাররঞ্জন গুপ্ত ও অদ্রীশ বর্ধন-এর রহস্য কাহিনী দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'সপ্তরথী' ও 'সময়-অসময়' উপন্যাস দুটিতে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও আশাপূর্ণা দেবীর গভীর সাহিত্য প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়াও রয়েছে কয়েকগুচ্ছ আকর্ষণীয় ছোটগল্প ও বড়গল্প। ছোটগল্পের মধ্যে আব্দুল জব্বারের "ভোরের-আঁধারে ঝড়", যাযাবর-এর "কান্না হাসির দোল" এবং হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের "জননীর জন্ম" খুব ভাল লেগেছে। বড়গল্পের মধ্যে নাম করা যেতে পারে "পাশাপাশি", "দড়ি", "প্রথম পদক্ষেপ", "আলোর বৃত্ত" ইত্যাদির। কয়েকটি প্রবন্ধ সত্যিই মূল্যবান হয়েছে।

সবশেষে সুষ্ঠু সম্পাদনার জন্য 'বেতার জগৎ' কর্তৃপক্ষকে জানাই অজস্র ধন্যবাদ।

বাওয়ালী, **সুব্রতকুমার করণ**
২৪-পরগনা।

★

শারদীয় বেতার জগৎ এক কথায় অতুলনীয়। এতো কম দামে 'এতো সুন্দর' পূজো সংখ্যা কি করে দেওয়া যায় ভবতেই পারি না। এ চিঠির মূল বক্তব্য : শারদীয় সংখ্যায় যে সমস্ত ভারত-বিখ্যাত ব্যক্তিদের ছবি ছাপা হয়েছে, তাঁদের যদি সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও ছাপা হত, তাহলে কি ভালো যে হত! একেবারে ষোলোকলা পূর্ণ হত মনে করি।

বসিরহাট **প্রবীর ঘোষ**

★

শারদীয়া "বেতার জগৎ" আমার চিত্ত জয় করেছে। এ বৎসর মোট চোদ্দটি শারদীয়া পত্রিকা কিনেছি এবং পড়েছে অন্তত কুড়ি জন। সবারই একমত "এবারের বেতার জগৎ সত্যিই মনোমত হ'য়েছে।" সুতরাং বেতার কর্তৃপক্ষকে তাঁদের নিখুঁত বাছাই ও সম্পাদনার জন্য ধন্যবাদ।

বারাসত কনককমল চ্যাটার্জী

মহাশয়,

১৯৭৫ সালের শারদীয়া বেতার জগৎ যে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হইয়াছে এ বিষয়ে আশাকরি সকল পাঠক অথবা পাঠিকারা আমার সহিত একমত। মূল্য তো সুলভ বটেই। এবারে শারদীয়া সংখ্যাকে বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে—"ছোটগল্পের" বিভাগীয় সংকলনই বেশী সুন্দর হইয়াছে। ছোটগল্পের লেখক এবং লেখিকাদের জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ। আশা দেবী লিখিত "বসন্ত জাগ্রত-দ্বারে" ছোটগল্পটি নিঃসন্দেহে "রম্য রচনা" হিসাবে গণ্য করা যায়। উপন্যাস হিসাবে আশাপূর্ণা দেবী, আশা পূর্ণ করার কাহিনী লিখিয়াছেন। "সময় অসময়" উপন্যাসটি খুবই ভাল লাগল। শুধু আমারই নয়, দেখিলাম অনেকেরই একটি কাহিনীতে কত মনের পরিচয় বাঁধা পড়েছে। নীহাররঞ্জন গুপ্তের' "ওরা তিনজন" রহস্য উপন্যাসটি অনুসন্ধিৎসু মনের পক্ষে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হইয়াছে। আমি আর একটি অনুরোধ জানাই যে শারদীয়া সংখ্যায় ছোটদের জন্যও একটি বিভাগ থাকিলে ভাল হয় না কি? এবং নূতন লেখক লেখিকাদের জন্য ৪/৫টি গল্পের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান।

শারদীয়া সংখ্যার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। পত্রিকাটির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।

শিমুলতলা, **মঞ্জুলা রায়চৌধুরী**
বিহার

★

আমি ১৯৬৯ সাল থেকে সর্ব্বরসে সমৃদ্ধ 'বেতার জগতের' এক জন নিয়মিত পাঠক। কিন্তু অধুনা বেতার জগতে প্রকাশিত সুলিখিত বিবিধ সংগৃহীত লেখা ও মনীষীদের অপ্রকাশিত রচনা ও পত্রাবলী পত্রিকাটির মান নিঃসন্দেহে উন্নত করছে। গত বছরের (১৯৭৪) শারদীয়ায় সুধীরকুমার মিত্রের "বিদ্যাসাগরের অপ্রকাশিত পত্র" সত্যিই সাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদ আপনারা পাঠকদের উপহার দিলেন। এ বছর "১৯৭৫ শারদীয়া বেতার জগৎ" বিস্তারিতভাবে পড়লাম। বিভিন্ন স্বাদের পত্র পত্রিকা পড়বার ঝোঁক আমার আছে। এ বছরও প্রায় সব শারদীয়া দেখলাম; নিঃসন্দেহে বলতে পারি, প্রকৃত লেখা বলতে যা বোঝায়, উত্তম প্রবন্ধাবলী সংগ্রহের জন্য, আপনাদের ধন্যবাদ। নানান স্বাদে সমৃদ্ধ এ বছরের শরদীয় বেতার জগৎ আগ্রহী পাঠকদের কাছে অমূল্য হয়ে থাকবে; বিশেষ করে, স্বামী প্রভানন্দের 'রামকৃষ্ণের শিক্ষাচিন্তা', অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রোমান হরফে দুর্গেশনন্দিনী' এবং সুধীর কুমার মিত্রের 'রামমোহনের লেখা দলিল' বাংলা সাহিত্যে এক নূতন সংযোজন। সুধীরবাবুর আবিষ্কৃত দলিলটি সত্যিই খুব মূল্যবান। ভবিষ্যতে বেতার জগতে এরূপ ভাল লেখা পাবার আশা রইল।

এরূপ বিরাট একটি পত্রিকার সুসম্পাদনা, সুমুদ্রণ, স্বল্প মূল্যের জন্য বেতার কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানাই—

"আশুতোষ পাঠমন্দির"
কলকাতা—২৬ রামকৃষ্ণ মিত্র
সম্পাদক

★

'বেতার জগতে'র উপর অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপিত হওয়ার পর বাড়তি ধন্যবাদ প্রকাশ্যে না দিয়ে তা' অন্তরে পোষণ ক'রে পত্র লিখছি। কারণ, আমার কাছে এর প্রতিটি লেখা মনোমুগ্ধকর। বিশেষ ক'রে ১৯৭৫-এর পূজা সংখ্যায় লিখিত আশাপূর্ণা দেবীর 'সময় অসময়' নামক সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী উপন্যাসটি আমার ভালো লেগেছে। এজন্য লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং 'বেতার জগৎ' কর্তৃপক্ষকে অজস্র ধন্যবাদ। প্রকাশ্যে ধন্যবাদ দেব-না ব'লেও দিয়ে ফেললাম (মনের অজ্ঞাতেই)। কারণ.........?

আশা করি এর পরেও 'বেতার জগৎ' কর্তৃপক্ষ এমনি প্রখ্যাত লেখক-লেখিকার উর্বর লেখনীর পরিপুষ্ট ফসল বেশী ক'রে বরাদ্দ করবেন আমাদের মতো ক্ষুধাতুর পাঠকদের জন্য।

হেতালবাড়ী, **শ্যামাপদ মৃধা**
ছোট মোল্লাখালী,
২৪ পরগনা

★

এ বৎসরের শারদীয়া 'বেতার জগৎ'-এ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস "সপ্তরথী" পড়ে আমরা খুবই আনন্দিত হয়েছি। এই বৎসরের পূজা সংখ্যার প্রত্যেকটি গল্প ও উপন্যাস ভাল হয়েছে। এই রকম গল্প ও উপন্যাস খুব কমই পড়েছি।

জামুরিয়া, **মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়**
বর্ধমান

★

সুদৃশ্য ও সুসংকলিত এই সংখ্যাটির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। সরকারী কাগজ প্রোফেশন্যাল পত্র-পত্রিকার চেয়ে যে উৎকর্ষে কম নয়, বরং তার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে—বেতার জগৎ তার বিরল দৃষ্টান্ত। আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

'যুগান্তর' কার্যালয় **কৃষ্ণ ধর**
কলকাতা—৩

★

এবারকার পূজা সংখ্যা বেতার জগৎ খুব চমৎকার হয়েছে। অন্যান্য পূজা সংখ্যার চাইতে বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে।

কলকাতা **সীতেশ রায়**

আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্রের 'বিবিধ ভারতী' অনুষ্ঠানের সময়সূচী

প্রথম অধিবেশন

৬-০০ **বন্দেমাতরম্** (মঙ্গলধ্বনি)
৬-০৫ **চিন্তন : বন্দনওয়ার** (ভক্তিগীতি)
৬-২০ **উদয় গান** (দেশাত্মবোধক ও ধর্মসংগীত)
৬-৩০ **ঝরোখা** (অনুষ্ঠান পরিচিতি)
৬-৩৫ **বর্ণালী** + (বিচিত্র বাংলা গান)
৭-০৫ **মঞ্জুষা** + (বাংলা লঘুসংগীত ও লোকগীতি)
৭-৩০ **সংগীতসরিতা** (রূপকাশ্রিত উচ্চাঙ্গ সংগীত)
৭-৪০ **রঙ্গাবলী** (নির্বাচিত ছায়াছবির গান)
৮-০০ **গীতাঞ্জলি**
৮-১০ **ভুলে বিসরে গীত**
৮-৫০ **চিত্রলিক** (ছায়াছবির গান)
৯-০০ **সমাপ্তি** (রবিবার ছাড়া) বিজ্ঞাপনদাতা দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠান (কেবলমাত্র রবিবার)
৯-৩০ **সমাপ্তি**

দ্বিতীয় অধিবেশন

১১-৩০ **চিত্রধ্বনি : রবিবার** চয়নিকা (বিশেষ ছুটির দিন)
১২-০০ **চিত্রপট সংগীত**
১২-৩০ **গানমঞ্জরী** (চিত্রগীতির বাইরের গান) গান আউর মুস্কান (ছুটির দিন) (ছায়াছবির হাস্যরসাত্মক বিজ্ঞাপনদাতা দ্বারা গান) অয়োজিত অনুষ্ঠান (২টা পর্যন্ত) (রবিবার)
১২-৪৫ **নঈ ফিল্মোঁ সে** (ছুটির দিন) (শ্রোতাদের অনুরোধে)
১-০০ **মনচাহে গীত** বিজ্ঞাপনদাতা দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠান (শনিবার ২টা পর্যন্ত)
২-০০ **রঙ্গ-তরঙ্গ**
২-৩০ **মনোরঞ্জন** (শ্রোতাদের অনুরোধে) বিজ্ঞাপনদাতা দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠান (রবিবার)
৩-০০ **হিন্দী সংবাদ**
৩-০২ **লোকসংগীত (লোকগীতি)** (রবিবার ছাড়া) বিশেষ জয়মালা (রবিবার) (৩-৪৫ মিনিট প[র্যন্ত])
৩-৩০ **অনুরঞ্জনী** (উচ্চাঙ্গ সংগীত)
৩-৪৫ **গীতমালিকা** (কর্ণাটক ছায়াছবির
৪-১৫ **মধুর গীতম**
৫-০০ **হিন্দী সংবাদ**
৫-৫৩ **সমাপ্তি**

তৃতীয় অধিবেশন

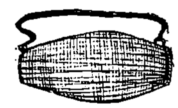
৫-৪৫ **মনের মতো গান** + (শ্রোতাদের অনুরো[ধে] বাংলা গান)
৬-১৫ **সান্ধ্যগীত** (ভক্তিগী[তি])
৬-৩০ **তাব আউর আব**
৬-৪৫ **স্বরসুধা** (উচ্চাঙ্গ সংগীত)
৭-০০ **হিন্দী সংবাদ**
৭-০৫ **জয়মালা** (শনিবার ছাড়া) বিশেষ জয়মালা (শনিবার)
৭-৪৫ **বর্ণালী**+
৮-১০ **চিত্রশালা**
৮-১৫ **পত্রাবলী** (রবিবার) রসবিহার (সোমবার) পিতারা (মঙ্গলবার) ইন্ সে মিলিয়ে (বু[ধবার]) আপকে চুটকুলে আ[পকে] গীত (বৃহস্পতিবার) রসবিহার (শুক্রবার) মিলন যামিনী (শনিবার)
৮-৩০ **বিজ্ঞাপনদাতা দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠান**
৮-৪৫ **সুর ও ছন্দ**
৯-০০ **বিজ্ঞাপনদাতা দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠান** পত্রলেখা (শনিবার) (শ্রোতাদের চিঠিপত্রে[র] উত্তর)
৯-১৫ **হাওয়ামহল/তরঙ্গ** (শনিবার)
৯-৩০ **বিজ্ঞাপনদাতা দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠান**
১০-০০ **ছায়াগীত** (ছায়াছবির গান)
১০-৩০ **আপ কি ফরমাস** (শনিবার ছাড়া) চয়ন/বাংলা নাটক (শনিবার) (নির্বাচিত বাংলা ছায়াছবির গান/বাংলা নাটক)
১১-০০ **সমাপ্তি**

কলকাতায় রেডিও সংগীত সম্মেলন

গত নয়-দশ নভেম্বরঃ
রবীন্দ্র সদনে



শ্রীপদ নাগেশকর — তবলা
লক্ষ্মীশঙ্কর — কণ্ঠসংগীত
জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ — হারমোনিয়ম



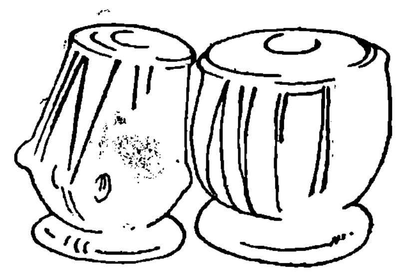


রামনারায়ণ — সারেঙ্গী
সুরেশ তলওয়ালকর — তবলা





জ্যোৎস্না ভোলে — কণ্ঠসংগীত
এস, আর, গোখেল — তবলা
এম, জি, খাদিলকর — সারেঙ্গী
মেহফুজ আহম্মদ — হারমোনিয়ম





গোপালকৃষ্ণ — বিচিত্রবীণা
শঙ্কর ঘোষ — তবলা

BETAR JAGAT

Regd. No. WB/CC—154
LICENCE No. WB/CC/CL-8

Fortnightly Bengali Journal of AIR
22 January, 1976 : 2 Magha, 1897 Saka

মূল্য : প্রতি কপি ৬০ পয়সা
বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা









উপরে : বামে : সুচিত্রা মিত্র : ইন্দ্রাণী বটব্যালের প্রযোজনায় কলকাতার টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করছেন। **ডাইনে : পূরবী মুখোপাধ্যায় :** কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করছেন আকাশবাণী শিলচর থেকে। তবলা সহযোগিতায়—মহাপুরুষ মিশ্র। **নীচে বামে : জয়া বিশ্বাস :** ঐ একই কেন্দ্র থেকে শোনাচ্ছেন সেতার। **ডাইনে : বৈদ্যনাথ শর্মা ও সহশিল্পী :** শিলচর কেন্দ্র থেকেই এ'রা পরিবেশন করছেন উড়িষ্যার 'দশকাঠিয়া' লোকসংগীত।

Printed by the Manager, Govt. of India Press, (KSR Unit), Santragachi, Howrah-4 and published by All India Radio, Eden Gardens, Cal.-700001.

Sub-Editor: R. R. Poddar

Editor: Subhas Basu